জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বন্ধ জাতীয় সড়ক

ফের লাগাতার বৃষ্টি। ফুঁসছে উত্তরের একাধিক নদী। করোনেশন ব্রিজের কাছে পাথর পড়ে বিপত্তি। বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বন্ধ যান চলাচলও। ঘুরপথে যেতে হচ্ছে দার্জিলিং থেকে সিকিম

ফিরছে অক্ষরেখা

আগামী সপ্তাহের শুরুতে বাংলায় ফিরতে পারে মৌসুমী অক্ষরেখা। সপ্তাহের মাঝামাঝি বাড়বে বৃষ্টি। মঙ্গলবার মৌসুমী অক্ষরেখার কারণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেদারনাথ তলিয়ে গেল চেতক ভবন

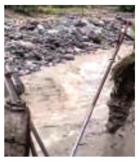

চলবে রক্ষণাবেক্ষণ, রবিবারও বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৮ ● ৩১ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১৪ ভাদ্র ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 98 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 31 AUGUST, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কিষান-খেতমজদুরের সভায় অঙ্গীকার

ছাব্বিশে বিজেপিকে নামাব ২৬ আসনে

প্রতিবেদন : ২০২৬-এ বিজেপিকে ২৬ আসনে নামিয়ে দেব। সমস্বরে এই আওয়াজ উঠল তৃণমূলের কিষান-খেতমজদুর সংগঠনের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিজেপির বাংলা ভাষা ও বাঙালিবিদ্বেষের প্রতিবাদে প্রতি শনি-রবিবার টানা প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের। শনিবার থেকে তৃণমূলের কিষান-খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে চলছে অবস্থান-বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। সংগঠনের সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর নেতৃত্বে এদিনের বিক্ষোভে হাজির ছিলেন একাধিক সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়েই মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, বিজেপি দেশে যে অত্যাচার শুরু করেছে, বিশেষ করে বাংলার শ্রমিকদের বাংলা বললেই যেভাবে হেনস্থা করছে তাতে গোটা বাংলা ক্ষুব্ধ। তাই আমাদের শপথ নিতে হবে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ২৬ আসনে নামিয়ে আনতে হবে।

সাংসদ দোলা সেন বলেন, যেভাবে বাংলার মানুষদের, শ্রমিকদের অত্যাচার করছে বিজেপি, ২০২৬-এ বাংলা তো বটেই, তার আগে ২০২৫-এই বিহারেও ভরাডুবি হবে বিজেপির। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দলের আন্দোলন এবং সংসদের ভিতরে ও বাইরে কীভাবে তার প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে সেকথা তুলে ধরেন সভায়। চলতি বছরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এই ভাষাসন্ত্রাস এবং বাঙালিবিদ্বেষের প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে গর্জে উঠেছেন তা তুলে ধরেন দোলা সেন। এই ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দলের আন্দোলন এবং সংসদের ভিতরে ও (এরপর ১২ পাতায়)

ভাষাসন্ত্রাস এবং বাংলাবিদ্বেষের প্রতিবাদে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূল কিষান-খেতমজদুরদের ধরনা।

সার্ভের নামে সিএএ! তথ্য তালাশে নেমে গ্রেফতার কর্মী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, কোনও সার্ভের নামে এজেন্সি বা কোনও সংগঠন আপনার তথ্য চাইলে দেবেন না। ওরা এসব নিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপি করবে। তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হল। ঠিক এই ঘটনাই ঘটল বর্ধমানে। সিএএ ফর্ম পূরণের নামে সহায়তা ক্যাম্প খুলে স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে ব্যক্তিগত তথ্য-নম্বর নেওয়া চলছিল। তখনই বিষয়টি নজরে এলে হইচই শুরু হয়। পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

শনিবার মেমারিতে উদ্বাস্তু মঞ্চ ও দেশের ডাক ফাউন্ডেশন নামক দুই সংস্থাকে সামনে রেখে তথ্য হাতানোর কাজে নেমেছিল ছদ্মবেশী বিজেপি। মেমারি থানার পারিজাতনগর বটতলা বাজার প্রাঙ্গণে দেশের ডাক ফাউন্ডেশনের দীপ্তাস্য যশের আহ্বানে এই ক্যাম্পে পারিজাতনগর, উদয়পল্লি, কৈলাসপুর, মহেশডাঙা ক্যাম্প-সহ এলাকার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ব্যক্তিরা ফর্ম সংগ্রহ করেন ও অনলাইনে আবেদন করতে নিয়ম-কানুন (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নদীয়া

দুর্দান্ত সূর্যের-দুরন্ত তেজ
জলঙ্গী-অঞ্জনা-ঘূর্ণি
মাটির সাথে শান্ত-শান্তি
সাথে ধন্যা চূর্ণি।।
ধন্য মোদের ধনধান্যে
পুষ্পে ভরা কবি,
মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর
আর বেথুয়াডহরির ছবি।
শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ
মন্দির-মসজিদ-গির্জা
জ্ঞান-গরিমা-বিশ্বব্যাপ্ত
ভাষা-সংস্কৃতির-দরজা।
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-কৃষ্ণদাস
এই মাটিতে হয়েছে ধন্য
পলাশীর প্রান্তর ইতিহাসের সাক্ষী
তাঁত শিল্পে নদীয়া পুণ্য।
শিল্পী-শিল্প-সৃষ্টি-স্রষ্টা
সবই আছে এই বঙ্গে
সমৃদ্ধ সৃষ্টিতে নদীয়া জেলা
রূপসী বাংলার প্রতি অঙ্গে।।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ুন, এবার প্রতিটি আসন চাই

কাঁথি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

প্রতিবেদন : বাকি সবকিছু ভুলে নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে হাতে হাত রেখে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দার্জিলিং সমতল এবং কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই জেলা নেতৃত্বকেই বলা হয়েছে, যেসব বিধানসভা, অঞ্চলে, বুথে দল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি, সেখানে আরও বেশি করে সময় দিয়ে সেইসব জায়গায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অনুকূলে ফল আনতে হবে। সবক'টি আসন পেতে হবে।

মূলত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যাতে এই কয়েক মাস দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে নেতা-বিধায়করা মানুষের কাছে তুলে ধরেন তার নির্দেশ দেন এদিন অভিষেক। পাশাপাশি বিজেপি বাংলাবিরোধী যে সমস্ত কার্যকলাপ করে চলেছে সেগুলি দৃঢ়ভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের অন্যতম টার্গেট। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যাতে এই সংগঠনে কি জেলায় বিজেপির দাঁত ফোটাতে না পারে সেজন্য অভিষেক নেতাদের হাতে হাত রেখে আগামী দিনে লড়াইয়ের বার্তা দেন। এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক হয়। (এরপর ১২ পাতায়)

পাটনায় ভোটার অধিকার যাত্রায় ইউসুফ-ললিতেশ

প্রতিবেদন : এসআইআরের প্রতিবাদে বিহারের পাটনায় ভোটার অধিকার যাত্রায় অংশ নেবে তৃণমূল কংগ্রেসও। আগামী ১ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ও আরজেডির এই ভোটার অধিকার যাত্রা শেষ হবে পাটনায়। সেখানেই যোগ দেবে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই দিন বিরোধী জোটের শরিক দলগুলির প্রতিনিধিরা পদযাত্রায় অংশ নেবেন। (এরপর ১২ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৭০ **মারিয়া মন্তেসরি** (১৮৭০-১৯৫২) ইতালিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর 'মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতি' বর্তমানে পৃথিবীর বহু স্কুলে পাঠদান কার্যক্রম হিসেবে প্রচলিত। শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করে উদ্ভাবিত এই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। এখানে শিশুরা নিজেরাই তাদের শিক্ষক, নিজেরাই শেখে। শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল যথাযথ গাইড করা।

১৮৮৮ **কানাইলাল দত্ত** (১৮৮৮-১৯০৮) এদিন হুগলি জেলার চন্দননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হওয়া নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যা করার জন্য তাঁর ফাঁসি হয়।

২০২০ **প্রণব মুখোপাধ্যায়** (১৯৩৫-২০২০) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি (২০১২-২০১৭)। এর আগে অর্থ, বিদেশ, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৯-এ তাঁকে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯-এ রাজনীতিতে আসেন। বেশিরভাগ সময় রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। ২০০৪-এ প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত হন। 'ভারতের মানুষের সেবা করাতেই আমার প্রবল আসক্তি', বলতেন আদ্যন্ত বাঙালি প্রণববাবু।

১৫৬৯ **জাহাঙ্গির** (১৫৬৯-১৬২৭) এদিন ফতেপুর সিক্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম নুর-উদ্দিন মহম্মদ সেলিম। বাবা মহামতি আকবর। মা মরিয়ম-উজ-জামানি ওরফে জোধা বাই। জাহাঙ্গির ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ মুঘল সম্রাট হিসেবে মসনদে বসেন। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'জাহাঙ্গিরনামা'। জাহাঙ্গিরের দরবারেই আসেন ব্রিটিশ দূত স্যার টমাস রো। সম্রাটকে তুষ্ট করে তিনি যে ফরমান আদায় করেন, তারই সুবাদে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাটে প্রথম কারখানা স্থাপন করে।

১৯৯৭ **প্রিন্সেস ডায়ানা** (১৯৬১-১৯৯৭) এদিন প্যারিসে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। পাপারাৎজিদের এড়াতে গিয়েই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বলে অভিযোগ। গাড়ির চালক হেনরি পল ও ডায়ানার সঙ্গী ডোডি ফায়েদও এই দুর্ঘটনায় নিহত হন। ব্রিটিশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ডায়ানার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দর্শক ছিলেন প্রায় তিন কোটি একুশ লক্ষ মানুষ।

১৯৫৯ **খাদ্য আন্দোলনে** কলকাতায় শহিদ হন ৮০ জন। এদিন কয়েক লক্ষ মানুষ জমায়েত হন কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে। খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণ, পুলিশি দমন পীড়নের প্রতিবাদ এবং খাদ্যের দাবিতে মহাকরণ অভিমুখী ভুখা মানুষের ওই শান্তিপূর্ণ মিছিলে নেমে আসে ভয়ঙ্কর পুলিশি আক্রমণ। নির্মম লাঠিচার্জ। মৃত্যু হয় ৮০ জনের। আহত হাজারের বেশি।

১৯৬৩ **ঋতুপর্ণ ঘোষ** (১৯৬৩-২০১৩) কলকাতায় জন্ম নেন। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম পরিচালক। ১৯৯২ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম ছবি 'হীরের আংটি'। দ্বিতীয় ছবি 'উনিশে এপ্রিল' মুক্তি পায় ১৯৯৪ সালে। এই ছবির জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পান। দুই দশকের কর্মজীবনে তিনি বারোটি জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আন্তজাতিক পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছিলেন।

পার্টির কর্মসূচি

আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত ডানকুনি হাউজিং মোড় বাস টার্মিনাস পরিবহণ কর্মীদের আয়োজনে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত মনোজ চক্রবর্তী-সহ নেতৃত্ব।

অসমের ধুবড়ি জেলার বিলাসীপাড়ায় এআইইউডিএফের একদল মহিলা কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮০

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. কৃষ্ণ ৩. কিরণ, রশ্মি ৫. চন্দ্রসূর্যাদির পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য হওয়া ৬. হাতি ৮. নমনীয় ধাতুবিশেষ ১০. কল্পনাপ্রবণ ১১. বধূদের গঞ্জনাদাত্রী ১৩. নিমন্ত্রণ ১৫. গাপ, গুপ্ত ১৮. ইশারা ১৯. বড়ো নদী ২০. সফল, কৃতকার্য।

উপর-নিচ : ১. বিবাদ ২. রাঁধুনি, সুপকার ৩. উঁচু ৪. মিহিরের স্ত্রী ৫. বিদ্যুৎ ৭. নুন ছাড়া, লবণহীন ৯. দৃষ্টি ১২. গোপন নালিশ, চুকলি ১৪. আফগানিস্তানের মৌলবাদী সংগঠনের সদস্য ১৬. সামীপ্য, নৈকট্য ১৭. আনন্দ ১৮. রৌদ্রের অভাব।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৯ : পাশাপাশি : ২. অক্ষজ ৪. শলাকা ৬. ঢের ৭. নকশাকার ৮. মগন ১০. বাক্যস্থ ১২. আরামপ্রিয় ১৩. বিধা ১৪. তসর ১৬. পরমা। **উপর-নিচ :** ১. ঘোলা ২. অক্ষিশালাক্য ৩. জবর ৪. শরম ৫. কানন ৯. গরমজামা ১০. বায়ত ১১. স্থবির ১২. আলাপ ১৫. সব।

৩০ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৩৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২১২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২১৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২০	৮৭.৫৭
ইউরো	১০৪.৫২	১০২.৩১
পাউন্ড	১২০.৭৬	১১৮.২৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

■ দেব, সঙ্গে রুক্মিণী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুরনো কমপ্লেক্সে নজরদারি চালিয়ে প্রায় ৫৯ কেজি গাঁজা-সহ গ্রেফতার এক। ধৃতের নাম মশিবুল শেখ। বাড়ি মুর্শিদাবাদ

বইয়ের প্রতি টান কমেনি নতুন প্রজন্মের শারদ বই পার্বণ-এর উদ্বোধনে মন্ত্রী ব্রাত্য

প্রতিবেদন : পুজো মানেই নতুন বইয়ের গন্ধ, নতুন নতুন পত্রিকা। কিন্তু বইমেলা তো সেই এখনও অনেক দূরে। তাই পুজোর আগে শহর জুড়ে আরও একবার বইমেলার আমেজ। বইপ্রেমীদের কথা ভেবে ৩০ অগাস্ট থেকে শুরু হল 'শারদ বই পার্বণ'। যেখানে পুজো উপলক্ষে বিপুল পরিমাণ ছাড়ে মিলবে বই। রবীন্দ্রসদন, নন্দন, বাংলা অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে বইমেলা। এই 'শারদ বই পার্বণ'-এর আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। সহযোগিতায় রয়েছে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, এছাড়াও গিল্ডের তরফে সুখেন্দুশেখর দে, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনেকেই বলেন, বইয়ের প্রতি টান কমে গেছে নতুন প্রজন্মের তবে এই ধারণায় বিশ্বাসী নন শিক্ষামন্ত্রী। বইয়ের প্রতি টান বরং আরও বেড়েছে। এই ধারণায় বিশ্বাসী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও। মানুষ বইমুখী হচ্ছে বলে বইমেলার ব্যাপকতা এত বেড়েছে। কতটা ব্যবসা হল সেটা বড় ব্যাপার নয়। বরং মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছে, বই পড়ছে, কিনছে, এটাই দেখার। পার্বণে বেশ কিছু বইয়ের উপরে ২৫ শতাংশ থেকে ৬০-৭০% পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। বই পার্বণে থাকছে ৭০টি স্টল। প্রায় ৩০০-৩৫০ প্রকাশনার বই মিলবে এই মেলায়। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে শারদ বই পার্বণ।

■ শারদ বই পার্বণ ২০২৫-এর সূচনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রয়েছেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে-সহ অন্যরা। শনিবার রবীন্দ্রসদন চত্বরে।

বিজেপির মন্ত্রীর মিথ্যাচার মুখোশ খুলে দিলেন রচনা

প্রতিবেদন : বিজেপির মন্ত্রীর মিথ্যাচার ফের ফাঁস হয়ে গেল। মহিলা সাংসদ নিগ্রহে বিতর্কিত নেতা রবনীত সিং বিট্টুর মুখোশ খুলে দিলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দিলেন তিনি।

বাংলায় এসে মিথ্যাচার করে গিয়েছিলেন রবনীত সিং বিট্টু। রেল নিয়ে নাকি কোনও দাবি তৃণমূলের কেউ কখনও করেনি সংসদে। রেল প্রতিমন্ত্রীর এই অভিযোগের জবাব দিয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, উনি না জেনে এসব বলেছেন। কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রীর কাছে সঠিক তথ্য নেই। তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুল বার্তা মানুষের কাছে দিয়ে গিয়েছেন। বাংলায় এসে অভিযোগ করতে হবে বলে অযথা দোষারোপ করার চেষ্টা করেছেন। এরপরই হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে দেওয়া চিঠি দেখিয়ে বলেন, হুগলিতে যাতে মেট্রো রেল হয়, এই তার চিঠির জবাব। এছাড়াও রেলের একাধিক কাজ নিয়েও চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। সব চিঠিরই উত্তর দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, রেল দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে যদি রেল প্রতিমন্ত্রী কথা বলে নিতেন, তাহলে অন্তত এই ধরনের ভুল কথা বলতেন না। আমি যেমন আমার সংসদ এলাকা নিয়ে কথা বলেছি রেলের বিষয়ে। তেমনি আমার দলের অন্য সাংসদরাও বলেছেন। আগামী দিনে তাঁরাও সেই বিষয়গুলি জানাবেন আশা করি।

নারী-বিদ্বেষী বিজেপির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসভ্যতা

মহুয়াকে কুকথায় সোচ্চার তৃণমূল

প্রতিবেদন : চূড়ান্ত নারী-বিদ্বেষী বিজেপি! নইলে একজন মহিলা সাংসদকে এতটা কদর্য ভাষায় আক্রমণ শানাতে পারে! তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সম্বন্ধে বিজেপি নেতা রমেশ বিধুরী যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটাকে চূড়ান্ত অশোভন, নোংরা, অশ্লীল, কদর্য বললেও কম বলা হয়। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপির এই নারী-বিদ্বেষ তো আর নতুন নয়! এটাই ওদের আসল ভাষা। বিজেপির উপরমহলে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কি সাহস আছে, রমেশ বিধুরীর মতো নেতাদের নিন্দা করার? নেই। কারণ দলটাই অসভ্য! এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসভ্যতা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে মহুয়া মৈত্র যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার ব্যাকরণগত ত্রুটি নিয়ে ব্যাখ্যা আগেই দেওয়া হয়েছে দলের তরফে। তা সত্ত্বেও কুকথার রাজনীতি থেকে সরে আসতে পারল না বিজেপি। মুখে না আনার ভাষায় মহুয়াকে আক্রমণ শানাল। তৃণমূলের প্রশ্ন, বিজেপি কি এর জন্য শাস্তি দেবে সাংসদকে? নাকি এটাও সেই অমিত শাহর বসিয়ে রাখা অপরিশোধিত মুখপাত্র? শনিবার উলুবেড়িয়ায় হাওড়া গ্রামীণ মহিলা তৃণমূলের এক কর্মিসভায় এসে সাংবাদিক বৈঠকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, মহিলাদের সম্পর্কে কুকথা বিজেপির সংস্কৃতিরই অঙ্গ। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই এই পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি বাংলায় এসে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার সুর করে 'দিদি' বলেছিলেন, তা ছিল শ্রুতিকটু, অশোভনীয়। তাঁরই দেখানো পথে রমেশ বিধুরীরা যে চলবেন তা বলাই বাহুল্য। মহিলা সাংসদের প্রতি বিজেপি সাংসদের করা কটূক্তি নারীবিদ্বেষী, ঘৃণামূলক ও নর্দমার রুচিসম্পন্ন। তিনি আরও বলেন, বিজেপি শুধু মহিলাদের অপমান করে। বিন্দুমাত্র সম্মান দেয় না। মহিলাদের কদর্য ভাষায় আক্রমণ করার পরও বিজেপিতে তাদের কোনও শাস্তি হয় না। উল্টে দলে এদের গুরুত্ব বাড়ে। বিজেপি এদের শাস্তি না দিলেও মহিলাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা এমন মন্তব্যকারীদের দলকে যোগ্য শাস্তি দেবেন বাংলার মানুষ।

Ramesh Bidhuri
@rameshbidhuri
Follow
Translate post
#mahuamoitra

All India Trinamool Congress
@AITCofficial

BJP MP @rameshbidhuri's filthy tirade against @MahuaMoitra is the naked face of @BJP4India's rotten, misogynistic mindset. Vulgarity isn't a slip of tongue for them, IT IS THEIR TONGUE!

And the most telling part? The so-called "tall" leaders of BJP sit in complicit silence, hiding their cowardice behind their misogynistic cloaks. When gutter-language becomes your party line and shamelessness becomes your political currency, it exposes you as nothing but a syndicate of thuggery.

A party that cannot respect women has no right to lecture the nation on 'Beti Bachao'.

■ বিজেপি নেতার পোস্ট। পাশে তৃণমূলের পাল্টা।

■ ৮৮ নং ওয়ার্ডের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির উদ্বোধনে সাংসদ মালা রায়। উদ্বোধনের পর স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বলেন সাংসদ। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

মহিলাদের সম্মান দিয়েছেন, তাই সবাই মুখ্যমন্ত্রীর পাশে : চন্দ্রিমা

প্রতিবেদন : মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা দেশের কোনও রাজ্যে কোনও দলই দিতে পারেনি, তা একমাত্র দিয়েছে এই বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছেন মহিলাদের সম্মান দিতে, তিনি দিয়েছেন। সেজন্যই মহিলারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবসময় সমর্থন করেছেন। তাঁর পাশে থেকেছেন। শনিবার উলুবেড়িয়ায় হাওড়া গ্রামীণ মহিলা তৃণমূলের এক কর্মিসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা জানিয়ে দিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

এদিনের সভায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্ব ও উত্তরের বিধায়ক যথাক্রমে বিদেশ বসু, ডাঃ নির্মল মাজি, হাওড়া গ্রামীণের মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী কাকলি সিংহ, হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। এদিন হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগেও উত্তর হাওড়ায় এক কর্মিসভা হয়। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাস প্রমুখ।

■ উলুবেড়িয়ায় মহিলা তৃণমূল কর্মী সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

■ উত্তর হাওড়ায় মহিলা তৃণমূল কর্মী সম্মেলনে রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রয়েছেন গৌতম চৌধুরি, নন্দিতা চৌধুরি প্রমুখ। শনিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নৃশংস

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা ক্রমশ প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি। কখনও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, কখনও রাজধানী দিল্লি। বিজেপি শাসনাধীন রাজ্যগুলি একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনায় নজির তৈরি করেছে। যেমন দিল্লিতে কালকাজি মন্দিরে প্রসাদ দেওয়া নিয়ে অরাজকতায় পিটিয়ে মারা হল সেবায়েতকেই। রাজধানীর বুকে এর আগে বহু রাজ্য সরকার এসেছে। কিন্তু মোদি-শাহর সরকার দিল্লিতে আসার পরেই এই ঘটনা লাফিয়ে বাড়ছে। দিল্লিতে প্রকাশ্যে খুন হচ্ছে। বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এমনকী গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। একটি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। দিল্লিতে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রের নেতা-মন্ত্রীরাও দিল্লিতে থাকেন। তারপরেও এই ধরনের ঘটনা। কী ঘটেছিল? শুক্রবার রাতে দেবী দর্শনের পর চুন্নি প্রসাদের জন্য ভক্তরা দাবি জানায়। সেবায়েত যোগেন্দ্র সিংকে হুমকি দিয়ে বলে এখনই প্রসাদ দিতে। সে নিয়ে বচসা চলতে চলতেই সেবায়েতকে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে মারা হয়। স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধে এগিয়ে এলে সংঘর্ষ বাড়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও আসেনি। সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে দুই যুবক কীভাবে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারছে যোগেন্দ্রকে। দেশের রাজধানীতে যদি মন্দিরের সেবায়েতই সুরক্ষিত না হন, তাহলে দেশটা কোন চালে চলছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কীসব পরামর্শ দিচ্ছেন, ভেবে দেখেছেন?

বিজেপির মাথারা অশিক্ষা-অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত একটা বড় অংশের দেশবাসীকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে আটকে রাখতে চাইছে। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকার সুযোগ নিয়ে তারা সব কিছু পাল্টে দেওয়ার খেলায় মেতে উঠেছেন! এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য হল হিন্দুরাষ্ট্র গঠন। তাই তাঁরা নিদান দিয়েছেন, দেশের জনসংখ্যার হার ধরে রাখতে প্রত্যেক ভারতীয় দম্পতির উচিত তিনটি করে সন্তানের জন্ম দেওয়া। ভারতে এখন পরিবার পরিকল্পনা নীতি মেনে 'হাম দো, হামারে দো', অর্থাৎ পরিবারপিছু গড়ে দু'টি সন্তানের জন্ম হয়। যদিও প্রকৃত জন্মহার তার চেয়ে কম (১.১)। তাঁদের নাকি ডাক্তাররা বলেছেন, তিনটি সন্তান একটা গোটা পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। তিন সন্তানের দম্পতির পরিবারে অশান্তি থাকে না, সন্তানেরা অহংকারী হয় না। ভাগবত আসলে পরোক্ষে যা বলতে চেয়েছেন তা হল, দেশে জনবিস্ফোরণের জন্য দায়ী মুসলিমরা। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বেড়েছে যে গতিতে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুরাই হয়তো ভারতে 'সংখ্যালঘু' হয়ে পড়বে। অতএব, তিন সন্তান জন্মের তত্ত্ব আসলে হিন্দু দম্পতিদের প্রতি তাঁদের আহ্বান। প্রশ্ন হল, অভাবের ঘরে তিনটি সন্তান পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে কীভাবে? আসলে একটা কাল্পনিক আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি করে ওঁরা যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তার সঙ্গে তথ্য ও সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে এদেশে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি ছিল। কিন্তু গত প্রায় তিন দশক ধরে ভারতে হিন্দু-মুসলমান-সহ সব সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় গড় হার কমতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। যেমন, ১৯৯২-৯৩ সালে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার ছিল ৪.৪, হিন্দুদের ৩.৩। ২০১৯-২১ সালের মধ্যে মুসলিমদের জন্মহার নেমেছে ২.৪-এ, হিন্দুদের ১.৯-এ। অর্থাৎ এই সময়ে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে ৪৬.৫ শতাংশ, হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৪১.২ শতাংশ। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতে, ২০২৫-এ ভারতের জনসংখ্যা পৌঁছবে ১৪৬ কোটিতে। এই হিসেবে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ (১১০ কোটির বেশি), মুসলমান ১৪ শতাংশের সামান্য বেশি (২০ কোটির বেশি)। সুতরাং মুসলিমরা একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে— হিন্দুত্ববাদীদের এমন প্রচার ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে এখনই ত্রাহি ত্রাহি রব দেশ জুড়ে। ভাগবতের তত্ত্ব মানলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশি জনসংখ্যা তখনই আশীর্বাদ হতে পারে, যখন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সেই শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়। যেমনটা করে দেখিয়েছে চিন।

— কৃষ্ণকুমার রায়, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বিপ্লব বেচে অর্থ উপার্জনের ফিকির বনাম ত্যাগব্রতী এক নেত্রীর নজির

একদিকে দ্রোহজীবীদের লাভ আর লোভের আগুনের গনগনে আঁচ, অন্যদিকে তখন ত্যাগের প্রদীপের শিখা অনির্বাণ। আলোচনায় **চিরঞ্জিৎ সাহা**

আদি বাংলার প্রচলিত প্রবাদ প্রমাণিত হল আবারও। সত্যিই 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ'। এই বাংলায় লাশ পড়লে চিল-শকুনের আগেই যারা খোঁজ পেয়ে ছুটে যায়, তাদের নামই বাম-বিজেপি। দল আসলে একটাই। কখনও ব-এর নিচে ফুটকি দিয়ে রাম, কখনও আবার ফুটকি তুলে বাম। এ-যেন গিরগিটির মানবীয় সংস্করণ। পাল্টিবাজির পাশাখেলায় ইচ্ছামতো রংবদলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের অশ্বমেধের পথে কাঁটার ন্যক্কারজনক পলিটিক্স। মানুষের সর্বনাশ করে নিজেদের পৌষমাসের আখের গোছানোর খেলায় সাক্ষাৎ যেন মৃতজীবী। আমজনতার মৃত্যুর আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক পেশাগত পালে যতটা হাওয়া টানা যে আর কি...!

আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার পর সময়ের স্রোতে কেটে গেছে এক বছর। মানবিকতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহমর্মিতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্য প্রশাসন ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিহত নির্যাতিত পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিতে চেয়েছিলেন যাতে জনকল্যাণমূলক কোনও পদক্ষেপ করতে পারে তাঁর পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৪-এর ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা রুখতে আনা হবে কড়া আইন। সেইমতো আরজি কর-কাণ্ডের ২৫ দিনের মাথায় সেপ্টেম্বরের তিন তারিখেই বিশেষ অধিবেশন বসে বিধানসভায়। ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনেই পাশ হয় 'অপরাজিতা বিল ২০২৪'। বিলটিতে ধর্ষণ এবং অ্যাসিড হামলার মতো গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং কঠোর শাস্তি বিধানের প্রস্তাব করা হলে তারপর তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় রাজভবনে। বিলটি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠিয়েও ছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দফতর সেই বিল রাজভবনে ফেরত পাঠিয়েছে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে।

দুর্ভাগ্যজনক, এই ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিতে এবং সঠিকভাবে আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনিকেত মাহাতো, কিঞ্জল নন্দ, দেবাশিস হালদার প্রমুখ চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ গঠন করেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। চলতে থাকে ক্রাউড ফান্ডিংয়ের অকুণ্ঠ আহ্বান। আন্তরিক সাড়া দেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু মানুষ। অনেক টালবাহানার পর গত এপ্রিলে ডাক্তারবাবুগণ প্রকাশ করতে বাধ্য হন অভয়া তহবিলের অডিট। এ যেন— ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল। আন্দোলনের নামে মোট ক্রাউড ফান্ডিং উঠেছিল প্রায় ৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার। প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৭৯ টাকা। অর্থাৎ মানুষের দানের অর্ধেক টাকাও খরচ করা হয়নি এখনও। ব্যয়খাতে যে অর্থের কথা বলা হয়েছে, সেই দেড় কোটি টাকারও কোনও সর্বজনগ্রাহ্য বিল পর্যন্ত নেই।

৫১,৩০০! 'ক্রাই অফ আওয়ার মূর্তি এক্সপেন্স'-এর পাশে ফলকে দৃশ্যমান টাকার অঙ্ক। অথচ, মূর্তির কারিগরের দাবি, তিনি মূর্তির জন্য এক পয়সাও নেননি। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্টের দাখিল করা অডিট রিপোর্টে যেন গাছে চড়েছে গল্পের গরু! ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে অনিকেত মাহাতো জানিয়েছেন, মূর্তি বসাতে, শেড-লাইট লাগাতে, অনুষ্ঠান করতে এই ৫১ হাজার খরচ হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি কমেনি, বরং বেড়েছে। কারণ, অডিট রিপোর্টে কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য আলাদা টাকার কথা উল্লেখ রয়েছে।

সম্প্রতি অভয়াকে নিয়ে ডাকা নাগরিক কনভেনশনে শিল্পী অসিত সাঁই জানান, 'আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা আমায় অনুভূতিপ্রবণ করে তুলেছিল। বাধ্য করেছিল ওই মূর্তি বানাতে। নিজের কাছেই ফাইবারের মূর্তিটি রেখে দিয়েছিলাম। দেখলাম জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করছে। ওদের ওই মূর্তিটা বিনামূল্যে দিয়ে দিই।' মিথ্যে ফাঁস হওয়ার পর থেকে অনেকেই এর তুলনা করছেন কোভিডকালীন পিএম কেয়ার ফান্ডের সাথে। অর্থসহায়তাকারী সকলের মনেই প্রশ্ন— 'আদৌ বাকি টাকা আছে? নাকি সেটাও সাফ হয়ে গিয়েছে!' আন্দোলনকালীন খরচের বহর দেখে চক্ষুচড়কগাছ হয়েছিল অনেকেরই। টাকা অভয়ার বাবা-মার হাতে তুলে দেওয়া হয়নি কিংবা মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজেও লাগানো হয়নি জানার পর থেকে সংশয় ঘনীভূত হয়েছে আরও। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যথাযথ বিল প্রদর্শন ছাড়াই হিসাব দেওয়া দেড় কোটি টাকার বাইরেও উদ্বৃত্ত প্রায় দু কোটি টাকা এক বছরেও খরচ করা হল না কেন! তাহলে কি শুধুমাত্র পেশাগত ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি আর পকেট ভারী করার তাগিদেই পাড়ার গুন্ডারা যেভাবে অনুষ্ঠানের নামে তোলাবাজি করে টাকা কামায়, আন্দোলনের অজুহাতে এই জুনিয়র ডাক্তাররাও সেটাই করেছেন। আন্দোলনের গাজর ঝুলিয়ে সরকারি হাসপাতালে ডিউটি না করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালিয়ে গেছেন আর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে গরিব রোগী। আগামীর কিডনি পাচার কিংবা জাল ওষুধ চক্রের ভবিষ্যৎ পাণ্ডা হয়তো এদের মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে আছেন। আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা 'দ্রোহজীবী' কিঞ্জল নন্দের পরবর্তী কার্যক্রমেই স্পষ্ট। 'মৌত কা সওদাগর' আমজনতাকে উৎসব থেকে দূরে থাকার আর্জি জানিয়ে গত নভেম্বরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মরিয়া প্রচার চালিয়েছেন নিজের ছবি 'পরবাসী' কিংবা 'ডিএনডি'র। তিলোত্তমার লাশের ওপর নিজের ক্যারিয়ার গড়তে প্রথমবারের জন্য মুখ দেখিয়েছেন সত্য স্টিলের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে। ডিগ্রি ভাঁড়িয়ে চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে আরেক 'বিবেকবান' ডাক্তারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া নিজের নামের পাশে লেখা M.S (ENT) ডিগ্রি বসিয়ে নিজের ব্যবসায়িক প্রচার চালিয়েছেন হুগলির সিঙ্গুর এলাকায়।

এই যখন একদিকের চিত্র, লাভ আর লোভের আগুনের গনগনে আঁচ, অন্যদিকে তখন ত্যাগের প্রদীপের শিখা অনির্বাণ। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম (এডিআর)-এর সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টানুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশের সবথেকে গরিব মুখ্যমন্ত্রী এই বাংলার ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫.৩৮ লক্ষ টাকা। সাতবারের সাংসদ, তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী ও দুবারের রেলমন্ত্রী বাংলার মমতাময়ী মায়ের কাছে আসল সম্পদ হল তাঁর সময়কালে বাংলা তথা বাঙালির সার্বিক সমৃদ্ধি। তাই তো তাঁর লড়াই অনেক বেশি মরিয়া, নিঃস্বার্থ ও দ্বিধাহীন। আত্মন্নোতির সিঁড়ি হিসাবে আন্দোলনকে দেখেননি বলেই অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির মানদণ্ডে ব্যর্থ হলেও মানুষের নিঃস্বার্থ ভালবাসার অকুণ্ঠ সম্পদে তিনি পরিপূর্ণ। তাই দ্রোহজীবী গেরুয়া ঝুঁটি, লাল শকুনদের শত-কুৎসার মাঝেও গোটা বাংলার মনবাগিচায় আশার ফুল হয়ে ফোটেন একজনই— এই বাংলার নিজের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য কিষান খেতমজদুরদের ধরনা মঞ্চের উদ্দেশে খান জিয়াউল হকের নেতৃত্বে মিছিল

২০১১-র পর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে রাজ করছে বাঙালি, লিলুয়ায় সায়নী

সংবাদদাতা, হাওড়া : মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সাল থেকে সারা দেশে বাঙালিরা রাজ করছেন। বাঙালিদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এমএসএমই সেক্টর থেকে বৃহৎ শিল্প সবেতেই বাঙালি উদ্যোগপতিরা দেশের প্রথম সারিতে রয়েছেন। বিজেপি যতই বাঙালিদের সঙ্গে অবাঙালিদের কিংবা এই দেশের বাঙালিদের সঙ্গে বাংলাদেশির বিরোধ লাগানোর চেষ্টা করুক তা সফল হবে না। শনিবার লিলুয়ায় হাওড়া সদর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্রর উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান উৎসব ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে একথা বলেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী ও সাংসদ সায়নী ঘোষ। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন সফরেরও কটাক্ষ করে বলেন এই সফলের ফলাফল কী হবে সেটা না দেখে এখনও কিছু বলা যাবে না। ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার আগেও এমন হইচই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বিরূপ মনোভাব একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। তাই 'মুখেন মারিতং জগৎ' না করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক কেমন হয় সেটা দেখার পরেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে সায়নী ঘোষ, কৈলাস মিশ্র ছাড়াও আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া সদর তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের রক্তদান উৎসবে প্রায় ১ হাজার জন রক্তদান করেন। একই সঙ্গে এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

■ লিলুয়ায় যুবনেতা কৈলাস মিশ্রের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান উৎসবে যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী ও সাংসদ সায়নী ঘোষ, আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। শনিবার।

মুখ্যমন্ত্রীর নামে অসত্য বলছেন উপাচার্য : ব্রাত্য

প্রতিবেদন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অসত্য কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কোনও অনুরোধ করেননি। তিনি যা বলছেন তা আসলে মিথ্যাচারের নামান্তর এবং বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। তাঁর কাছে প্রমাণ থাকলে তা পেশ করুন। কড়া ভাষায় মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে জলঘোলা শুরু করেন উপাচার্য। পরীক্ষা মিটে যাওয়ার পর উপাচার্য শান্তা দত্ত দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী নাম করে তাঁকে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। ব্রাত্য সে-প্রসঙ্গে শনিবার বলেন, পরীক্ষা না নেওয়ার কথা উঠছে কোথা থেকে? কোথায় জানা গেলে মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন? এই মিথ্যাচার কতদিন চলবে? মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করলে ই-মেইল বা চিঠি থাকত। শিক্ষা দফতর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ সংক্রান্ত কোনও মেইল বা চিঠি পাঠানো হয়নি। ব্রাত্য বলেন, ২৮ তারিখ কলকাতা-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরীক্ষা পিছনোর অনুরোধ করে চিঠি দেওয়া হয়েছিল উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় অনুরোধ রেখেছিল। অনেকে রাখেনি। কিন্তু উপাচার্য কেন মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে মিথ্যাচার করছেন? অসত্য ভাষণেরও একটা সীমা থাকা উচিৎ।

ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ ৯

প্রতিবেদন : হিমাচল প্রদেশে ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৬ জনের একটি দল। ১৭ অগাস্ট থেকে তাঁদের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁদের খোঁজ না পেয়ে গভীর উদ্বেগে কলকাতায় তাঁদের পরিবার। জানা গিয়েছে, দ্য ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন নামে একটি সংস্থার সদস্য ওই ৬ জন। কয়েকদিন আগে তাঁরা ট্রেকিং করতে হিমাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। শনিবার ওই সংস্থার তরফে জানানো হয়, ছ'জন সদস্যেরই খোঁজ মিলছে না ১৭ অগাস্ট থেকে। ওই অভিযাত্রী দলে মোট ১৪ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছ'জন বাঙালি, সাতজন পোর্টার এবং একজন শেরপা। দলের নেতৃত্বে এম নবি তরফদার। বাকিরা হলেন অরুণাভ নস্কর, গৌতম বর্ধন, নীলুফা, ত্রিদিব সরকার এবং শুভদীপ মুখোপাধ্যায়। ১৭ অগাস্ট লাহুল-স্পিতি জেলার বাতালে থাকাকালীন তাঁদের সঙ্গে শেষবার যোগাযোগ করা গিয়েছিল। ২৫-২৬ অগাস্টের মধ্যে তাঁদের মোবাইল নেটওয়ার্ক এরিয়ার মধ্যে ফিরে আসার কথা ছিল। দু'দিন আগে হিমাচলে কাটোয়ার তিন পর্যটক নিখোঁজ হয়েছিলেন। ওই পর্যটকরা হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় গিয়েছিলেন। পরিবারের দাবি, ২৫ অগাস্ট রাত থেকে তাঁদের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁরা হলেন নিরুপম বিশ্বাস (৫৩), দীপক দাস (৪৬) ও মিঠুন কুণ্ডু (৪৬)। তাঁদের খোঁজে কাটোয়া থানার দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার।

ঋতুপর্ণার কবিতার ফরাসি অনুবাদ

প্রতিবেদন : দশকের পর দশক ধরে বাংলা সিনেমার একজন নামী অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি এবার ভিন্ন ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা এবার 'কবি' ঋতুপর্ণা। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনা, সংসার-সন্তানদের সামলেও দীর্ঘ এক দশক ধরে কবিতা লিখে চলেছেন অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবন থেকে অভিনয় জীবনের সবদিক, নানা ওঠাপড়া নিয়ে লেখা সেই কবিতার ভাণ্ডার তিনি সাজিয়েছেন 'মাই ব্যালকনি সি অ্যান্ড আদার পোয়েমস' কাব্যগ্রন্থে। ঋতুপর্ণার সেই কবিতার বই আবার অনুবাদ হয়েছে ফরাসি ভাষাতেও। শনিবার কলকাতায় ফরাসি সংস্কৃতি ও ভাষা প্রসারের আন্তর্জাতিক সংস্থা আলিয়াস ফ্রাঁসোতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল সেই বই। জীবনের নানা ঘটনা, ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে অভিনয় জীবনের অভিজ্ঞতা— সবকিছু কবিতার আঙ্গিকে ধরা পড়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। বইটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী।

■ কলকাতায় আলিয়ঁ দ্য ফ্রান্সের দফতরে প্রকাশ হল ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কবিতার বই 'মাই ব্যালকনি সি অ্যান্ড আদার পোয়েমস।' রয়েছেন আলিয়ঁ দ্য ফ্রান্সের ডিরেক্টর নিকোলাস ফ্যাসিনো, চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন, সম্পর্ক প্রকাশনীর সুনন্দন রায় চৌধুরী।

তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সর্বোচ্চ আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই শনিবার সন্ধ্যায় এসএসসির ওয়েবসাইটে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতোই নাম, রোল নম্বর ও সিরিয়াল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। সেই তালিকায় নাম রয়েছে মোট ১ হাজার ৮০৪ জনের। আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নিয়োগ পরীক্ষা রয়েছে। তার আগেই সুপ্রিম নির্দেশে এই তালিকা প্রকাশ এসএসসি'র। সেইসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৪০০ জনের অ্যাডমিট কার্ডও বাতিল করেছে এসএসসি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতো যাতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি না থাকে সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

ইভটিজিং, ধৃত ২

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : ফাঁকা রাস্তায় কলেজ-ফিরতি ছাত্রীকে অশ্লীল ইঙ্গিত ও কুমন্তব্য! বসিরহাটের হাড়োয়া থানার কালিকাপুর এলাকার ঘটনায় গ্রেফতার ২। ওই ছাত্রীকে লাগাতার অশ্লীল ইঙ্গিত ও কুমন্তব্য করে তিন যুবক। লোকজন জড়ো হয়ে গেলে তিন যুবক চম্পট দেয়। হাড়োয়া থানায় ওই তিন যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আজ বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু

প্রতিবেদন : রবিবার ফের দিনভর বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু। মেরামতির কাজের জন্য এদিন ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর যান চলাচল। কলকাতা পুলিশের তরফে শুক্রবারই বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিকল্প রুটের কথা জানানো হয়েছে। এজেসি বোস রোড ধরে জেরুত আইল্যান্ড হয়ে আসা পশ্চিমমুখী গাড়িগুলিকে টার্ফভিউ হয়ে হেস্টিংস ক্রসিং-সেন্ট জর্জেস গেট রোড-স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয় দেওয়া হবে। আবার খিদিরপুর থেকে আসা পূর্বমুখী গাড়িও হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বিকল্প পথের জন্য বড় যানজট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলেই মত ট্রাফিক পুলিশের।

বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : সাতসকালে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু টালিগঞ্জে। পাঁচতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মুর অ্যাভিনিউয়ের এক প্রবীণ বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে অসাবধানতাবশত পড়ে মৃত্যু, নাকি আত্মহত্যা অথবা খুন? মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মোহন ভগৎ নামে বছর ৬৫-র এক বৃদ্ধ পাঁচতলা আবাসনের ছাদে গিয়েছিলেন কোনও কাজে। কিছুক্ষণ পরই ভারী বস্তু পড়ার আওয়াজ পেয়ে ছুটে যান স্থানীয়রা। রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলা বলায় হেনস্থা, বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, ভাঙড় : নামকরা জুতো প্রস্তুতকারী কোম্পানির কারখানায় বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা নতুন অবাঙালি ম্যানেজারের। অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার 'অপরাধে' প্রায় একাধিক বাঙালি শ্রমিককে কাজ থেকে বের করে দিয়েছেন কোম্পানির অবাঙালি ম্যানেজার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের নলমুড়ি এলাকার ঘটনা। কারখানার বাঙালি শ্রমিকদের অভিযোগ, কোম্পানির অবাঙালি ম্যানেজার বাংলায় কথা বলা শ্রমিকদের কাজে বাধা দেন এবং লাগাতার হুমকি দেন, এখানে বিহারি শ্রমিকদের নেওয়া হবে, বাঙালি শ্রমিকদের রাখা চলবে না! একাধিক শ্রমিককে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। কারখানার বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ভাঙড় থানার পুলিশ।

■ বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের অপমানের প্রতিবাদে ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি-সহ অন্যরা।

রাজ্য
31 August, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহেশতলায় রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার এক মহিলার দেহ। মৃতার বাড়ি যাদবপুরে। কীভাবে মৃত্যু তদন্তে পুলিশ

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জব ফেয়ার অফার লেটার পেলেন ৫৬ জন প্রার্থী

উত্তর ২৪ পরগনা

সংবাদদাতা, বারাসত : তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে আয় বেড়েছে সাড়ে পাঁচ গুণ। এমনকী বেড়েছে কর্মসংস্থানও। সব সময় নবাগতদের উৎসাহ এবং কাজের সন্ধান দিতে উদগ্রীব মুখ্যমন্ত্রী। এবারও তাঁর উদ্যোগে আইটিআই কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং পিবিএসএসডি-র স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টিইটি এবং এসডি বিভাগের উদ্যোগে সরকারি আইটিআই ছোট জাগুলিয়ায় এক চাকরি মেলা-সহ শিক্ষানবিশ মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় ১২ জন নিয়োগকর্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আইটিআই-এর ১৩৪ জন আবেদনকারী, ভিটিসির ১১ জন আবেদনকারী, পিবিএসএসডি-র ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী, পলিটেকনিকের ২ জন আবেদনকারী এবং ১২২ জন অন্যান্য সাধারণ প্রার্থী চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট ৩০৫ জন অংশগ্রহণকারী এদিনের চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ৫৮ জন প্রার্থীকে এর মধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। ৫৬ জন প্রার্থী পেয়েছে অফার লেটার। ৭৬ জন প্রার্থীকে নির্বাচনের পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

■ ছোট জাগুলিয়ার আইটিআইয়ে জব ফেয়ার।

নিকাশির জলেই পূর্ণ হবে ভূগর্ভস্থ জলস্তর

সংবাদদাতা, বারাসত : নিকাশি নালার জল দিয়ে এবার রিচার্জ হবে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের। নিকাশি-সমস্যার সমাধানের সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর ঠিক রাখার এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন পুরপ্রধান। এই প্রথম বারাসত ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল। সৌজন্যে পুরপিতা ডাঃ সুমিতকুমার সাহা। ভূগর্ভের জলস্তর ক্রমশই নিম্নমুখী। কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত বর্তমানে অরেঞ্জ জোনে। নির্বিচারে জল অপচয় করলে ২০৫০ সালের মধ্যে বারাসত গিয়ে পৌঁছবে রেড জোনে। ফলে তীব্র জলসংকট আসতে পারে এখন থেকেই পদক্ষেপ না গ্রহণ করলে। তাই, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলনিকাশি নালা তৈরিতে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল বারাসত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ভূপৃষ্ঠের বর্জিত জল ভূগর্ভে পৌঁছে দিতেই ড্রেন তৈরির নকশাতেও অভিনবত্ব দেখা গেল। ড্রেনের নিচের তলে মাঝে মাঝে লম্বভাবে পাইপের আউটলেট দেওয়া হয়েছে। ওই পাইপ আউটলেটের মাথায় চারকোল ও বালি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বর্জিত জল পরিশোধন করে ড্রেনের মাধ্যমে ভূগর্ভে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এই বর্জিত জল পরিশোধনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে চারকোল।

মাঝসপ্তাহে বাড়বে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। কিন্তু বৃষ্টির অন্ত নেই। দক্ষিণের জেলায় এখন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও আগামী সপ্তাহের শুরুতে বাংলায় ফিরতে পারে মৌসুমি অক্ষরেখা। ফলে সপ্তাহের মাঝামাঝি বাড়বে বৃষ্টি। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আজ এবং আগামী কাল বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। মঙ্গলবার মৌসুমি অক্ষরেখার কারণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ১৮ দিন নিখোঁজ থাকার পর ইছামতীর পাড়ে মিলল কাপড় ব্যবসায়ীর পচাগলা দেহ। পরিবারের দাবি, খুন করে ফেলে রাখা হয়েছে। দ্রুত দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গত ১৩ অগাস্ট রাতে নিখোঁজ হয়েছিলেন স্বরূপনগরের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুমিতলা গ্রামের বাসিন্দা গণেশ সরকার। রাতেই তল্লাশি শুরু হলেও খোঁজ মেলেনি। অবশেষে শনিবার বেলা দেড়টা নাগাদ ইছামতী নদীর টিপির ঘাটের পাশে বাগানের মধ্যেই মেলে মৃতদেহ। দেহ উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, কেউ খুন করে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

■ আমার মা আমার দুর্গা অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হলো মায়েদের। ভাবনা আজ ও কালের আয়োজন। ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পাওলি দাম, অন্বেষা দত্তগুপ্ত প্রমুখ। শনিবার। ছবিটি তুলেছেন শুভেন্দু চৌধুরী।

চুঁচুড়ায় স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধনে সাংসদ রচনা

সংবাদদাতা, হুগলি : আধুনিক হচ্ছে সমাজ। প্রযুক্তিতে ভর করে এগিয়ে চলেছে বর্তমান প্রজন্ম। এবার তাই প্রযুক্তি-নির্ভর স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে উদ্বোধন করলেন চুঁচুড়ার বালিকা বাণী মন্দির স্কুলের স্মার্ট ক্লাসরুমের। এদিন রচনা বলেন, আমার রাজনীতির শুরু থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেব। এই স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ নিলাম। আগামী দিনে আরও স্কুলে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই স্মার্ট ক্লাস চালু হলে ছাত্রীরা পড়াশোনায় আরও আগ্রহী হবে এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। স্মার্ট ক্লাস পেয়ে ছাত্রীরা জানায়, আমাদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ক্লাসরুম করে দেওয়ায় আমরা সাংসদের কাছে কৃতজ্ঞ।

■ স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধনে ছাত্রীদের সঙ্গে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি সফল করতে শনিবার নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার পলাশি গ্রাম পঞ্চায়েত ২ এবং নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মুড়াগাছা উচ্চবিদ্যালয়ের শিবির দুটিতে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্র, বিধায়ক আলিফা আহমেদ, কল্লোল খাঁ, বিমলেন্দু সিংহ রায়, জেলা সভাধিপতি তারান্নাম সুলতানা মীর-সহ সরকারি আধিকারিকেরা।

■ নারায়ণতলায় রাজারহাট-গোপালপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিধাননগর পুরসভার উদ্যোগে সৌগত রায়ের সাংসদ তহবিল ও অদিতি মুন্সির বিধায়ক তহবিলের আর্থিক সহায়তায় সুইমিংপুলের উদ্বোধনে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও রয়েছেন সৌগত রায়, সুজিত বসু, দেবরাজ চক্রবর্তী, অদিতি মুন্সি, স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় বাংলাভাষী ও বাঙালিদের ওপর বিজেপি-শাসিত রাজ্যে অত্যাচারের প্রতিবাদে মিছিল ও পথসভায় মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ বারুইপুর পূর্বের খাকুড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানগঞ্জ পশ্চিমে তৃণমূলের নতুন দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করলেন বিধায়ক বিভাস সরদার।

■ কলকাতা পুরসভার ৩৬ নং ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে কাউন্সিলর শচীন সিং। শনিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

31 August, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৩১ অগাস্ট ২০২৫
রবিবার

পাচারের আগেই উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। আটক করা হয় দুটি প্রাইভেট গাড়ি সহ এক চালককে। হেমতাবাদের ঘটনা। শনিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়

তৃণমূলে যোগদান

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতে কালিয়াগঞ্জের দুটি ক্লাবের ১০০ সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শনিবার মোস্তফানগর অঞ্চলের কুনোর এলাকায় ক্লাব সদস্যদের যোগদান সভায় যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য, অসীম ঘোষ প্রমুখ।

সশ্রম কারাদণ্ড

ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তর ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত। আলিপুরদুয়ারের ঘটনা। সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির নাম এনামুল হক। ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি আদালত সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও চার মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক।

স্ত্রীকে খুনে ধৃত

পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করে ঝুলিয়ে দিল স্বামী। শনিবার নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারে। গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। ধৃতের নাম জাইদুল হক। নিহতের নাম সাজেদা বিবি(৩৫)। ঠিক কী ঘটেছিল? অভিযুক্ত শনিবার প্রথমে গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করে। পরে প্রমাণ লোপাটের জন্য স্ত্রীর দেহটি ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত।

হাতির পাল ফিরল

শনিবার ভোরে নাগরাকাটা ব্লকের ধরণীপুর চা-বাগান সংলগ্ন এলাকায় ২৫টি হাতির একটি দল রেললাইনের ধারে চলে আসে। সেখানেই আটকা পড়ে যায়। খবর পেয়েই ডায়না রেঞ্জের বিট অফিসার রণজয় দে ও তাঁর সহকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাতির দলটিকে রেললাইন ও ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পার করিয়ে নিরাপদে বনাঞ্চলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিট অফিসার রণজয় দে জানান, দলটিকে নির্বিঘ্নে ডায়না বনে ফিরিয়ে দিয়েছি।

উদাসীন কেন্দ্র, ভাঙনে ভিটেমাটি চাষের জমি গিলে খাচ্ছে সংকোশ

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

ভাঙন পরিদর্শনে সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক।

ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে রাজ্যের তরফে বারবার আবেদন করেও ফল মেলেনি কেন্দ্রের থেকে। এদিকে অসম-বাংলা সীমানা দিয়ে ভুটান থেকে নেমে আসা সংকোশ নদী গিলে খাচ্ছে কুমারগ্রাম ব্লকের মানুষের ভিটেমাটি ও চাষের জমি। ইতিমধ্যেই পুরো ব্লকের কয়েকশো বিঘা চাষের জমি সংকোশের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি সংকোশের গর্ভে চলে গিয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বহু বিঘে জঙ্গল ও বনবস্তি। এখন বর্ষার খরস্রোতা সংকোশ এগিয়ে আসছে সংকোশ বনবস্তি, বিত্তিবাড়ি, ভলকা-সহ আরও অনেক গ্রামের দিকে। ভুটান পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি হলেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে সংকোশ নদী। এ বছর ভাঙন ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। ভাঙনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই ওই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক। সাংসদের উদ্যোগে পরিস্থিতি বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে কয়েক জায়গায় ভাঙনরোধের কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। স্থায়ী গ্রাম রক্ষাকারী বাঁধের জন্য সাংসদ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সেচমন্ত্রীর কাছে। আর্থিক অনুদান মিললেই বর্ষার পরে শুরু হবে কাজ। শনিবার সংকোশ বনবস্তি এলাকায় ফের ভাঙন পরিদর্শন করতে যান সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক। তিনি জানান, বারবার আবেদন করলেও কেন্দ্র ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না, যার ফলে ডুয়ার্সের নদীগুলোর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে এলাকার মানুষজন। সংকোশের ভাঙন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সেচ দফতর আপাতত জরুরি ভিত্তিতে কিছু জায়গায় গ্রাম বাঁচাতে কাজ শুরু করেছে।

নিহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়াল দল

সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাথাভাঙা-১ ব্লকের জোড়পাটকি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সঞ্জয় বর্মনের পরিবারের পাশে দাঁড়াল দল। শনিবার নিহত কর্মীর বাড়িতে যান জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। উল্লেখ্য, ২৮ অগাস্ট রাতে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হন সঞ্জয়। ওই ঘটনায় পুলিশ দু'জন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, পেশায় প্লাইউড মিলের শ্রমিক ছিলেন সঞ্জয় বর্মন। তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা। আচমকা পরিবারের আর্থিক আয়ের একমাত্র উৎস ওই ব্যক্তির মৃত্যুর জেরে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বাড়ির লোকেরা। অভিজিৎবাবু জানান, পরিবারের পাশে আমরা দলগত ভাবে আছি। এদিন অভিজিৎবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল জেলা কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কংগ্রেস চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। জানা গেছে, দলের পক্ষ থেকে পরিবারকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া পরিবারের সদস্যকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শোকার্ত সদস্যদের সান্ত্বনা দেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

ভোটার লিস্টে মৃত ৫০ গাফিলতি কার?

সংবাদদাতা, মালদহ: ভোট চুরি থেকে ভোটার লিস্টে গলদ। মৃত ভোটার তালিকা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মালদহের হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বৈদ্যপুর অঞ্চলের মানিকোরা ও বোলডাঙা গ্রামের ১৬৯ নম্বর বুথে নতুন ভোটার তালিকায় ৫০ জন মৃত ব্যক্তির নাম রয়েছে। অর্থাৎ মৃত ভোটারদের জীবিত দেখিয়ে তালিকায় রাখা হয়েছে। এতে স্থানীয়দের প্রশ্ন, মৃত ভোটারদের নাম এখনও কেন কাটা হয়নি, এর গাফিলতি কার? তাঁদের অভিযোগ, মৃতদের নাম রেখে ভোট চুরি করা হচ্ছে। এ-নিয়ে গ্রামে প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এবিষয়ে মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির সমর্থক হয়ে গিয়েছে।

কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে বসল ৫ সৌরবাতি

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ। শনিবার

সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা মাঠে বসল পাঁচটি সৌরবাতি। শনিবার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভায় দফতরের উদ্যোগে ২২টি সৌর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় এক কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই আলো বাবদ। সাড়ে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে কোচবিহার শহরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে উন্নয়ন হবে। উত্তরবঙ্গের ৫৪ বিধানসভা জুড়ে দফতরের উন্নয়ন হয়েছে। উল্লেখ্য, শহরের মাঝে রাসমেলা মাঠে প্রাচীন সময় থেকে রাসমেলা হয়। তবে এতদিন এই মাঠ অন্ধকারে থাকত। মাঠে পর্যাপ্ত আলোর জন্য শহরের নাগরিকরা তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে একাধিকবার দাবি জানিয়েছেন। অভিজিৎ বলেন, এই মাঠের সঙ্গে কোচবিহারের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই বিধানসভার বিজেপি বিধায়ককে এ-ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। গ্রামের নিচুস্তরের কাজও করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায়। কোচবিহারের মানুষকে ভাবতে হবে বাংলার বাইরে গিয়ে নিজেকে বাঙালি বলতে পারবেন কি না। বাংলা কথা বলতে পারবেন কি না। নাগরিকত্ব রক্ষা করতে পারবেন কি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে লড়াই করতে হবে। বাংলায় কথা বললে আজ আক্রান্ত হতে হচ্ছে বাংলার বাইরে গিয়ে।

সুষ্ঠুভাবে শিবির দেখে গুন্ডামি সিপিএমের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সুষ্ঠুভাবে চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। পরিষেবা নিতে ভিড় করছেন মানুষ। তাই দেখে তলানিতে থাকা সিপিএম অশান্তি করতে মাঠে নেমেছে। গুন্ডামি করে শিবির ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করলেও রুখেছে তৃণমূল। এগিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষও। শনিবার মাল ব্লকের তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১৩৮-১৩৯-১৪০ নম্বর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বিএফপি স্কুলে আয়োজিত এই শিবিরে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ নথিভুক্ত করার কথা থাকলেও সিপিএমের পক্ষ থেকে নিজেদের মতো করে সমস্যা তালিকা দেওয়ায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। এখানে দলীয় রাজনীতি নয়, মানুষের সমস্যা শোনা এবং সমাধান করাই মূল উদ্দেশ্য। সিপিএম আজ ইচ্ছে করে গোলমাল পাকিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থ নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৃণমূল মানুষের পাশে থেকে সব বাধা দূর করবে। অন্যদিকে যুব তৃণমূল ব্লক সভাপতি আরমান আরশাদও সিপিএমের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জানান, মানুষের স্বার্থকে দূরে সরিয়ে রেখে সিপিএমের কর্মীরা শুধুই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মঞ্চ দখলের চেষ্টা করেছে।

ধসে বিপর্যস্ত

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: লাগাতার বৃষ্টিতে বিপত্তি। সেবকের করোনেশন ব্রিজের কাছে ধস। বিরাট আকারের পাথর রাস্তায় পড়ে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এর জেরে আপাতত বন্ধ যানচলাচল। ঘুরপথে দার্জিলিং থেকে সিকিম যেতে হচ্ছে পর্যটকদের। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিনের ব্যবধানে একাধিকবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামে। শ্বেতিঝোরার কাছে রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ ইতিমধ্যে তিস্তা-গর্ভে তলিয়ে যায়।

পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট ঈশিতার মা-বাবা
দেবরাজ কি দঙ্গল-মঙ্গলের ডেরায় লুকিয়ে?

সংবাদদাতা, নদিয়া : সাংবাদিক সম্মেলন করে কৃষ্ণনগরে বন্ধুর হাতে খুন হওয়া তরুণীর মা ও বাবা শনিবার জানালেন, আগে দেশরাজ ওরফে দেবরাজকে তাঁরা দেখেননি এবং বাড়িতেও সে কখনও আসেনি। পড়াশোনার সূত্রে ২০১৯ সালে তাঁরা কৃষ্ণনগর ছেড়ে কাঁচরাপাড়ায় গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্কুলে বড় মেয়ে দীপান্বিতা ও ছোট মেয়ে ঈশিতা ও পরে ছেলে করণ মল্লিককে ভর্তি করতে। মা ও বড় মেয়ে ওখানেই থাকতেন। স্কুলেই সম্ভবত ঈশিতার সঙ্গে আলাপ দেশরাজের। তবে ছোট ছেলে করণ দেশরাজকে চিনত। স্কুলে পড়াকালীন দেশরাজ ওই এলাকার মাঠে খেলতে আসত, সেখানে খেলতে যেত করণও। সেই সূত্রেই ওদের চেনাজানা। খুনের দিন ঈশিতাকে গুলি করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মা কুসুম ও করণের সামনাসামনি দেশরাজ পড়ে যায়। করণ ওকে চিনতে পারে, সে-ই

■ সাংবাদিক সম্মেলনে ঈশিতার বাবা ও মা।

পুলিশকে জানায়। মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার পর মা ও করণকে মারার জন্য গুলি চালায় দেশরাজ। পিস্তলের সমস্যায় গুলি বেরোয় না। তখন বুদ্ধি করে করণকে নিয়ে মা পাশের ঘরে দরজা দিয়ে দেন। ধাক্কাধাক্কি করেও খুলতে না পেরেই দেশরাজ পালায়, প্রাণে বাঁচেন দু'জন। এখনও অবধি পুলিশের তদন্তে সন্তুষ্ট ঈশিতার মা ও বাবা। তাঁরা দাবি করেছেন, পুলিশ প্রশাসনের কাছে যত দ্রুত সম্ভব করণকে গ্রেফতার করে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক।

খুনে অভিযুক্ত দেবরাজের এখনও খোঁজ মেলেনি। পুলিশের দুটি বিশেষ তদন্তকারী দল উত্তরপ্রদেশে তাকে খুঁজছে। সম্ভবত দেশরাজের দুই কাকা দঙ্গল-মঙ্গলের ডেরাতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। এই দুই কাকা কুখ্যাত। দু'জনেই সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। দেশরাজের কোমরে পিস্তল গোঁজা একটা ছবি ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মানে অনেক আগেই দুই কাকার দৌলতে পিস্তল জোগাড় করে ঠান্ডা মাথায় ঈশিতাকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল দেশরাজ।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত এক, আশঙ্কাজনক একাধিক

■ হাসপাতালে আহতদের পরিবার।

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : শনিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোডের ভুকি এলাকার কুবাই ব্রিজের কাছে ৬০ নং জাতীয় সড়কের উপর একটি পিকআপ ভ্যান উল্টে যায়। ওই ভ্যানে ১৬ জন শ্রমিক ছিলেন। গুরুতর জখম হন প্রায় সকলেই। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা সামিম মণ্ডলকে (২৫) মৃত বলে ঘোষণা করেন। অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় ৮ জনকে মেদিনীপুর মেডিক্যালে স্থানান্তর করা হয় বলে জানা গিয়েছে। বাকিদেরও রেফার এবং মৃতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনার কথাও জানা যায় হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিক্যালে পৌঁছন মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা ও শালবনির বিধায়ক-মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, চন্দ্রকোনা রোডের দিক থেকে দ্রুতগতিতে শালবনির দিকে যাওয়ার পথে পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় ঠিকাশ্রমিকদের অগ্রাধিকার

তৃণমূলের দুটি শ্রমিক ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করলেন ঋতব্রত

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়নের দুটি নতুন কমিটি ঘোষণা করা হল শনিবার। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাসভবনে। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর রাজ্য তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি কমিটির তালিকা প্রকাশ করেন। কমিটি ঘোষণার সময় ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারও।

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট মজদুর ইউনিয়ন ও দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ঠিকাশ্রমিক কংগ্রেস দুটি নতুন কমিটি গঠিত হল আজ। কমিটি ঘোষণা করলেন ঋতব্রত। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট মজদুর ইউনিয়নে নতুন কমিটিতে ৪১ জন স্থান পেয়েছেন। পাশাপাশি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ঠিকাশ্রমিক কংগ্রেসের নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে ৪৯ জন স্থান পেয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই কোর কমিটি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা-সহ অন্য কারখানাগুলির ট্রেড ইউনিয়নের কার্যাবলী দেখভাল করছিল। যা নিয়ে শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছিল। তার জেরেই ঋতব্রত আজ দুটি নতুন কমিটি ঘোষণা করলেন। কমিটি ঘোষণার পর তিনি জানান, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তিনি নিজে গিয়ে এই নতুন শ্রমিক সংগঠনের তালিকা দিয়ে আসবেন। জানান, খুব শিগগিরই দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানায় নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হবে। এরপর স্থানীয় ঠিকাশ্রমিকরা যাতে কারখানাগুলিতে কাজ পান সে-ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পোর্টালে শ্রমিকদের তালিকা ধরে কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেবে।

জনসংযোগে বেরিয়ে সকলকে চপ খাওয়ালেন হুমায়ুন

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের একাধিক জায়গায় জনসংযোগ করলেন ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির, শনিবার বিকেলে। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাবির আলি, খাজুরি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল নেতা অর্জুন সাউ, তৃণমূল নেতা অরুণ সামন্ত প্রমুখ। এদিন ডেবরার ত্রিলোচনপুর, রাধাবল্লভপুর, খাজুরি-সহ একাধিক এলাকায় জনসংযোগ করেন হুমায়ুন। জনসংযোগে বেরিয়ে এলাকাবাসীকে চপ, পেঁয়াজি, চিকেন পকোড়া নিজে হাতে পরিবেশন করেন। শনিবার বিকেলে জেলার ডেবরা ব্লকের ৮ নং গোলগ্রাম গ্রাম

পঞ্চায়েতের খাজুরি এলাকায় উপস্থিত হন বিধায়ক। একটি স্কুলের সীমানা পাঁচিলের জন্য জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি। পাশেই ছিল তেলেভাজা দোকান। সেখান থেকে চপ, পেঁয়াজি, পকোড়া কিনে নিজে হাতেই শতাধিক মানুষকে পরিবেশন করলেন বিধায়ক। শুনলেন এলাকাবাসীর অভাব অভিযোগ।

বিধায়ক জানান, গত বছর এই এলাকাগুলি বন্যায় ভাসছিল। এ-বছর এখনও বন্যা নেই। মানুষ খুশিতেই আছে। কিছু এলাকায় অল্পবিস্তর জল আছে। আগামী দিনে জল যাতে আরও সহজে বেরিয়ে যায় তার জন্য রাধাবল্লভপুরে পাঁচটি স্লুইস গেট বসবে। ত্রিলোচনপুর এলাকায় একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও স্টেট বাস চালানোর উদ্যোগ নিচ্ছি। খাজুরি হাইস্কুলে পাঁচিলের দাবিও দেখছি। আপাতত কয়েকটি পাম্পের দাবি করা হয়েছে সেটা সেচ দফতরের সঙ্গে কথা বলে দেখব।

■ বাঁকুড়া জেলায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কাজ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন মন্ত্রী পুলক রায়। আছেন অরূপ চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না মান্ডি প্রমুখ।

■ প্রতিদিনের মতোই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অফিসে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ ফোন আসে এক বৃদ্ধার। জানান, বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে চান। অফিসের বাইরে এসেছেন। ঠিকমতো হাটতে পারেন না, সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠারও ক্ষমতা নেই। শুনেই বিধায়ক স্বয়ং রাস্তায় নেমে এসে ওঁর সমস্যার কথা শুনলেন, সমাধানের উদ্যোগও নিলেন।

■ প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর একাদশ প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করলেন সংগঠনের যন্ত্রতত্ত্ববিদ ও অন্য প্রকৌশলীরা। সংগঠনের হাওড়া শাখার উদ্যোগে আজ সকালে শরৎসদনে এক রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

■ ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিল্পসংস্কৃতি প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গেল ঘাটাল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেলা। বর্ণপরিচয় মুক্তমঞ্চে মহকুমার বিভিন্ন শিল্পসংস্কৃতি প্রদর্শনী ও বিকিকিনির মধ্য দিয়ে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে হল ঘাটাল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেলা। দু'দিন চলবে এই মেলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
31 August, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
৩১ অগাস্ট ২০২৫
রবিবার

আসানসোলের ডামরা জঙ্গল থেকে পাতা-ঢাকা অবস্থায় শুক্রবার উদ্ধার হয়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় এক দশম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ। শনিবার খুনের অভিযোগে ওই এলাকা থেকে রাকেশ পাসোয়ানকে গ্রেফতার করে পুলিশ

গ্রাম্য কচুর নানা পদ, পায়েস, বাংলার মিষ্টি দিয়ে ৫৬ ভোগ

জগন্নাথধামে আজ প্রথমবারের রাধাষ্টমী

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

রাজা বৃষভানু ও তাঁর স্ত্রী কীর্তি স্বর্ণপদ্মের কোলে ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীরাধা। পবিত্র এই রাধাষ্টমী তিথিকে কেন্দ্র করে আজ, রবিবার সকাল থেকে দিঘার জগন্নাথধামে থাকছে এলাহি আয়োজন। ভোরে মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে শুরু হবে এই বিশেষ দিনের আধ্যাত্মিক কার্যক্রম। দিঘার জগন্নাথধামে এই প্রথম রাধাষ্টমীর আয়োজন। তাই ট্রাস্টের তরফে এলাহী আয়োজন হয়েছে। শ্রীরাধার পছন্দের বিভিন্ন পদ থাকবে আজকের ৫৬ ভোগে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে, সর্বেশ্বরী শ্রীরাধার অন্যতম পছন্দের পদ হল কচু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন তরিতরকারি। সেইমতো আজ দুপুরে রাধারানিকে ৫৬ ভোগের অন্যতম স্পেশাল মেনু হিসেবে দেওয়া হবে কচুর বিভিন্ন পদ। ইতিমধ্যে দিঘার খাদালগোবরা গ্রাম থেকে কচু আনা হয়েছে। তা দিয়ে হবে ৩-৪টি পদ। ইসকনের সন্ন্যাসীরাই সব পদ রান্না করবেন। এছাড়াও থাকবে ক্ষীরের পায়েস ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষ ধরনের বেশ কিছু মিষ্টি। মন্দির সূত্রে খবর, বিশেষ এই তিথিতে ভোর সাড়ে চারটায় হবে মঙ্গলারতি। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বৈদিক যজ্ঞ। বেলা ১১টায় শুরু মহাঅভিষেক পর্ব। ভক্তেরা লাইন দিয়ে দেখতে পারবেন মহাঅভিষেক। জন্মাষ্টমীর মতোই রাধাষ্টমীতেও অভিষেকে ব্যবহার করা হবে ১০৮টি তীর্থক্ষেত্রের জল। এছাড়াও ফুল, মধু, ঘিয়ের মতো বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা চলবে অভিষেক পর্ব। বারোটা নাগাদ অর্পণ করা হবে ৫৬ ভোগ। এরপর দুপুর ১টায় ভক্তদের মাঝে বিলি হবে রাধাষ্টমীর মহাপ্রসাদ। যেহেতু এ বছর রাধাষ্টমী রবিবারের ছুটির দিনে, তাই জগন্নাথধামে অতিরিক্ত ভিড় হতে পারে ভেবে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে পর্যাপ্ত প্রসাদের ব্যবস্থা থাকছে রাখা। বছরে এই একটা দিনই রাধারানির চরণদর্শন করা যাবে। সেজন্য এদিন রাধারানির চরণ বাইরে নিয়ে আসা হবে। অভিষেক পর্বের পর তাঁকে নতুন পোশাকে সাজানো হবে। ইসকনের সন্ন্যাসীরা কলকাতা থেকে সেই পোশাক বানিয়ে এনেছেন। এছাড়াও সকাল থেকে ভক্তিমূলক ভজন-কীর্তনের জন্য ইতিমধ্যে জগন্নাথধামে পৌঁছেছেন ইসকনের প্রায় ৫০ সন্ন্যাসী। রাধাষ্টমী উৎসবটি সামাজিক জীবনে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থার উজ্জ্বল দিক। ভারতের বেশ ক'টি রাজ্যে ঘটা করেই রাধাষ্টমী পালন হয়। জগন্নাথধামেও রাধাষ্টমী উপলক্ষে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে সকাল থেকে থাকছে এলাহি আয়োজন। রবিবারের ছুটি এবং বিশেষ এই তিথিতে অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য বিশৃঙ্খলা এড়াতে সকাল থেকেই থাকবে বাড়তি পুলিশি নিরাপত্তা। দিঘা জগন্নাথধাম ট্রাস্টের তরফে রাধারমণ দাস বলেন, সকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় কার্যক্রম পালন হবে। দুপুর ১১টায় অভিষেক এবং ১২টায় রাধারানির পছন্দের গ্রাম্যকচুর বিভিন্ন পদের ভোগ অর্পণ হবে।

■ গর্ভগৃহ থেকে বাইরে আনা হল রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ।

বর্ধমানে কেউ অভুক্ত থাকবেন না, বিধায়কের নজিরবিহীন ঘোষণা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১ সেপ্টেম্বর থেকে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে কঙ্কালেশ্বর কালীমন্দিরে দুবেলা ভরপেট খাবারের ব্যবস্থা। ২ বছর আগে বিধায়কের উদ্যোগে ১০ টাকার বিনিময়ে দুপুরে খাবার দেওয়া শুরু। সেই প্রকল্পে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০০-৫০০ মানুষ খাবার খান। শনিবারে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭০০ ও রবিবারে ১৪০০। শনিবার পুরনো কোর্ট এলাকায় প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরে এসে বিধায়ক জানান, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বর কালীমন্দির প্রাঙ্গণে ১ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হচ্ছে রাতের খাবারের ব্যবস্থা। তাঁর বিধানসভা এলাকায় কেউ যাতে অভুক্ত না থাকেন সেজন্য চালু করছেন বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি খাবার দেওয়ার প্রকল্প।

অনেকেই বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে রাতে বাড়ি থেকে বেরতে না পারায় খাবার পান না। ইতিমধ্যেই বর্ধমান ৩৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা এরকম মানুষদের তালিকা তৈরি করছেন। এখনও পর্যন্ত ১০০-র বেশি নাম এসেছে। দুপুরে এবং রাতের খাবার দেওয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বিধায়ক জানান, এর ফলে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় কেউই আর অভুক্ত থাকবেন না। ইঞ্জিনিয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের ২১টি জেলায় একযোগে এই রক্তদান শিবির হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানে ১৪০ বোতল রক্ত সংগ্রহ করে তা বর্ধমান মেডিক্যালের হাতে তুলে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিয় দাস, বর্ধমান সদর মহকুমা শাসক (উত্তর) তীর্থঙ্কর বিশ্বাস প্রমুখ।

দ্রুত চালু হতে চলেছে দাসপুরের গোল্ড হাব

সংবাদদাতা, দাসপুর : এবার খুব শিগগিরই চালু হতে চলেছে দাসপুরের গোল্ড হাব। জানা গিয়েছে, দাসপুর ২ ব্লকের ফরিদপুরের এই গোল্ড হাব ইতিমধ্যেই হস্তান্তর হয়েছে। এই নিয়ে শুক্রবার একটি পর্যালোচনা বৈঠকে প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত হয়, শীঘ্রই চালু করা হবে এই হাব। ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ও পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, দাসপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রবীরকুমার সিট, দাসপুরের বিধায়িকা মমতা ভুঁইয়া, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আশিস হুদাইত, জেলা পরিষদের সদস্য সৌমিত্র সিংহ রায়-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তা।

পাড়া শিবিরে জনসংযোগে এসে মানুষের সমস্যা শুনলেন দুই মন্ত্রী

■ আসানসোলের শিবিরে মন্ত্রী শশী পাঁজা, মলয় ঘটক।

সংবাদদাতা, আসানসোল : শনিবার আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে এসে দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও মলয় ঘটক এলাকার স্থানীয় মানুষদের সমস্যার কথা শুনলেন। এলাকায় হাই ড্রেনের সমস্যা রয়েছে বলে বাসিন্দাদের থেকে শুনেছেন বলে জানান মন্ত্রী শশী পাঁজা। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। মন্ত্রী শশী পাঁজা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এখানে একটি সমস্যার কথা তুলে ধরলেন সাধারণ মানুষ। আবার দুর্গাপুর কাঁকসা ও জামুরিয়াতে ভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা জানিয়েছেন সেখানকার মানুষ। এদিনের শিবির শেষে এলাকার ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিলি করা হয়।

অধ্যাপক-কাণ্ডে রাম-বামের কুৎসার জবাবে পথে তৃণমূল

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : যামিনী রায় কলেজের অধ্যাপকদের 'হুমকিকাণ্ডে' এবার রাম-বামেদের কুৎসা ও মিথ্যাচারের জবাবে পথে নামল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার ওই ঘটনায় নাম জড়ানো বড়জোড়া ব্লক সভাপতি কালীদাস মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির দাবিতে সুর চড়ায় বিজেপি, বেলিয়াতোড়ে মিছিল ও পথসভা করে। এবার বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি কালীদাস মুখোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বেলিয়াতোড়েই পাল্টা মিছিল ও পথসভা করল তৃণমূল। নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় মিছিল শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, কালীকে অ্যারেস্ট করবেন? গায়ে টাচ করে দেখুন। মানুষ গর্জে উঠেছে, তারাই বিচার করবে। বিজেপি ও সিপিএম জোট বেঁধে নোংরা কাজ করছে বলেও দাবি করেন তিনি। পরে এ বিষয়ে বিধায়ককে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিজেপি-সিপিএম জোট বেঁধে কালীর নামে দোষ চাপাচ্ছে। এই ঘটনায় দল চুপ করে থাকবে না।

■ পথসভায় বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়।

আদিবাসীকন্যা মণি জাতীয় রেফারি, পাশে মুখ্যমন্ত্রী

দেবব্রত বাগ ● গোপীবল্লভপুর

কনকনে শীতের রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের বিয়ে ভেঙে মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বালিপাল গ্রামের মণি খিলাড়ি। আজ সেই আদিবাসী কন্যা কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য জেদের জোরে দেশের জাতীয় স্তরে মহিলা রেফারি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অভাবের সংসারে বড় হওয়া মণির বাবা রাধানাথ খিলাড়ি দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। সামান্য জমির উপর নির্ভর করে মেয়েকে কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনাও করিয়েছেন। তপসিয়া হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে মণি এগিয়ে যান খেলাধুলার জগতে। জঙ্গলমহল ফুটবল কাপে খেলার মধ্য দিয়ে নজরে আসেন তিনি। ২০১৭ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে গোপীবল্লভপুরে শুরু হয় মহিলা রেফারি আকাদেমি। সেখানে একশোজনের মধ্যে জায়গা করে নেন তিনি। শুরু হয় কঠোর প্রশিক্ষণ। সুবর্ণরেখা কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তি হলেও ফুটবলের টানে পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়। হঠাৎই করোনার কারণে আকাদেমি বন্ধ হয়ে যায়। লকডাউনে গ্রামে ফিরে আসতেই পরিবার থেকে শুরু হয় বিয়ের চাপ। প্রথমে নতি স্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত সাহস দেখিয়ে বিয়ের আসর ভেঙে পালান মণি। কোচ শুভঙ্কর স্যারের সহায়তায় নতুন করে শুরু হয় তাঁর লড়াই। ২৬ বছর বয়সি মণি ইতিমধ্যেই অমৃতসর, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, গোয়ায় জাতীয় স্তরের খেলা পরিচালনা করেছেন— পাশাপাশি স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন। সেটা হলে আমরা ছোট ছোট মেয়েদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করতে পারব। আজ মণিকে দেখে অনেক কিশোরী মাঠে নামতে আগ্রহী হচ্ছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শক্তি জোগাচ্ছেন তিনিও। তাঁর বার্তা, থেমে থেকো না, এগিয়ে চলো। নিজের স্বপ্নকে মুঠোয় ধরো।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
31 August, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

ভিনরাজ্যে শ্রমিক নিগ্রহ হলে সংশ্লিষ্ট গ্রামে বিজেপি-বয়কট

বিশেষ নিদান উদয়নের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলার যেসব গ্রামের শ্রমিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হবেন, সেই গ্রামে বিজেপি যেন ঢুকতে না পারে, এমন হুলিয়া জারি করতে হবে। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়নের দাবি, গত নির্বাচনগুলিতে ভোটচুরি করেই বিজেপি বিভিন্ন রাজ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতায় এসেছিল। বিজেপি যদি ভাবে বাংলার ভোটাররা বিহার বা মহারাষ্ট্রের ভোটারের মতো, তাহলে ভুল করবে। বাংলার মানুষ অনেকটাই সচেতন। দিনহাটা ২ ব্লকের সীমান্ত গ্রাম সাবেক ছিটমহল পোয়াতুর কুঠিতে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বিজেপিকে এভাবেই তোপ দাগলেন

উদয়ন। মন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যে গ্রামের মানুষই বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলার বাইরে গিয়ে হেনস্থার শিকার হবেন, সেই গ্রামেই বিজেপির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করতে হবে যাতে ওদের কেউ সেই গ্রামে ঢুকতে না পারে। এমনকি যে সমস্ত গ্রামে তৃণমূলের ভোটার বেশি, সেই সমস্ত গ্রামে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কারচুপি করে বিজেপি ফায়দা তুলতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, এর আগে দিনহাটা-সহ জেলা জুড়ে একাধিক শ্রমিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন অনেকে। বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছে তৃণমূল।

ইসিএলের খনি এলাকায় বারবার ধস, পুনর্বাসন চান তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, অন্ডাল : বর্ষা এলেই ধসের ঘটনা যেন পিছু ছাড়ে না খনি অঞ্চলের মানুষদের। শিল্পাঞ্চল-সহ খনি অঞ্চলের কোনায় কোনায় ধসের ঘটনা এখন প্রায় রোজকার ঘটনা। আরও একবার বড়সড় এক ধসের ঘটনা দেখা গেল অন্ডালের কাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজরার শিকারপুকুর সরষেডাঙা এলাকায়। যার ফলস্বরূপ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বারংবার ধসের ঘটনায় একপ্রকার আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনদের। ধসের কারণে বাড়িতে ফাটল, পুকুরের জল গেছে শুকিয়ে। আতঙ্কে শুক্রবার রাত থেকে বাড়িতে থাকতে পারছেন না স্থানীয়রা বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা রিনা রুইদাস-সহ অন্যদের। আশপাশেই ইসিএলের খনির কারণেই এই ধস। তবু ইসিএল আধিকারিকদের দেখা নেই এলাকায়। এমনকী সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেয়নি ইসিএল বলে অভিযোগ। শনিবারও সকাল থেকেই দেখা গেল স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে বাড়ির বাইরে রয়েছেন। কেউ কেউ বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের তৃণমূল নেতা বিষ্ণুদেব নুনিয়া স্থানীয়দের পাশে

বাড়িতে ফাটল। আতঙ্কিত বাসিন্দারা রাস্তায়।

দাঁড়িয়েছেন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার পর্যন্ত তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, এমনকী যেখানে ফাটলের মাত্রা বেশি সেই বাড়িগুলির সদস্যদের সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন। বিষ্ণুদেববাবু জানান, ফাটলের কারণে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিষয়টি ইসিএল আধিকারিকদের নজরে আনবেন। যদি এমনটাই হতে থাকে তাহলে যে কোনও দিন বড়সড় বিপদ ঘটতে পারে। সেই কারণে স্থানীয়দের পুনর্বাসনের দাবি তুলবেন বলে জানান তিনি।

আবার বার্নপুরে থামবে তিন ট্রেন

প্রতিবেদন : ফের বার্নপুরে থামবে তিন জোড়া ট্রেন- পাটনা-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস, পাটনা-পুরী এক্সপ্রেস, আরা-দুর্গ এক্সপ্রেস। বার্নপুরের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা তৃণমূল রাজ্য কোর কমিটির সদস্য অশোক রুদ্রের সৌজন্যে। বার্নপুর স্টেশন থেকে করোনার সময় থেকে রেল কর্তৃপক্ষ স্টপেজটি তুলে নিয়েছিল। করোনার প্রকোপ কেটে যাওয়ার পরেও চালু না করায় ইস্পাত নগরী বার্নপুর এলাকার পাশাপাশি আসানসোল শিল্পাঞ্চল ও অন্য জায়গার মানুষদের আসানসোলে গিয়ে ট্রেন ধরতে খুব অসুবিধা ও সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। একে দূরত্ব বেশি ও এছাড়া কয়েক গুণ বেশি ভাড়া দিয়ে যেতে হত। তাই এই বিষয়টিকে নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল, এলাকার মানুষজন ও আসানসোল পুরনিগমের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলরকে নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন কাউন্সিলার অশোক রুদ্র।

ভাঙন দেখতে প্রশাসনের কর্তারা দ্রুত কাজ শুরু সেচ দফতরের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী মালিঞ্চা গ্রামে নদীভাঙন রোধে কাজ শুরু করল সেচ দফতর। টানা বৃষ্টিতে নদীর জল বাড়ায় ওই এলাকায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে ভাঙন। আতঙ্কে ছিলেন এলাকার মানুষ। ইতিমধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে একটি পরিত্যক্ত ক্লাব, আইসিডিএস কেন্দ্র, খেলার মাঠ, আমবাগান-সহ একাধিক বসতবাড়ি। ভাঙনের জেরে আরও বহু বাড়ি বিপদের মুখে। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও বৃষ্টি না থামায়, নদীর জল না কমায় কাজ শুরু করা যায়নি। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ফের সুবর্ণরেখায় জল বেড়ে ভাঙন শুরু হয়েছিল, এলাকার রাস্তারও কিছুটা

ভাঙন দেখতে সেচ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

অংশ ধসের কবলে পড়ে। ফলে রাস্তার দিকটা বাঁচাতে দ্রুত কাজ শুরু করবে বলে জানায় সেচ দফতর। নদীর জল কমতে শুরু করায় নদীভাঙন রোধে অস্থায়ী কাজ শুরু হচ্ছে। শনিবার বিকেলে গোপীবল্লভপুর ২ বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, গোপীবল্লভপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিংকু পাল-সহ সেচ দফতরের আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, আপাতত কাঠের বল্লা ফেলে রাস্তার পাড় বাঁধাই হবে যাতে রাস্তা ভেঙে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। প্রশাসনের উদ্যোগে অবশেষে কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি ও আশার আলো দেখছেন মালিঞ্চা গ্রামের আতঙ্কিত পরিবারগুলি।

বাম আমলের পড়ুয়াদের ড্রেস তৈরির কাপড় বিক্রির সিদ্ধান্ত

সংবাদদাতা, বর্ধমান : স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পোশাক তৈরির কাপড় স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে আছে ভাতারের ওড়গ্রাম সমন্বয়ীতে। ১৪ বছর পরে ওই কাপড়ের ‘বন্দিদশা’ কাটতে চলেছে। সম্প্রতি জেলা পরিষদের অর্থ কমিটির বৈঠকে ওই কাপড় নিলাম করে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই কাপড় বিক্রি করে জেলা পরিষদের ঘরে অন্তত দেড় কোটি টাকা ঢোকার সম্ভাবনা। তাতে পরিষদের তহবিল বাড়বে। পূর্ব বর্ধমানের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, খুব দ্রুত ই-নিলাম ডাকা হবে।

জেলা পরিষদ সূত্রে জানা যায়, জেলা পরিষদে ক্ষমতায় ছিল বামেরা। তারাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পোশাক ওড়গ্রাম সমন্বয়ী থেকে করা হবে। সেই মতো ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫,৫৩৬ টাকার কাপড় কিনেছিল। তার মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২৪৮ টাকার পোশাক তৈরি করে দেওয়া হয়। সেই টাকা উৎপাদনকারী সংস্থাকে দেওয়া হয়। কিন্তু পড়ে থাকে ৫৭,৬৪,২৮৮ টাকার কাপড়। ওই কাপড়ে পোশাক তৈরি করে বিক্রি করা হয়নি। তৎকালীন বাম পরিচালিত জেলা পরিষদ ওই কাপড় নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়নি। সম্প্রতি ওড়গ্রাম সমন্বয়ী জেলা পরিষদের কাছ থেকে পঞ্চায়েত দফতরের ‘সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন পর্ষদ’ (সিএডিসি) দায়িত্ব নিয়েছে। তাতে কয়েক মাস আগে সভাধিপতির সঙ্গে এডিএম (জেলা পরিষদ) শুভলক্ষ্মী বসুর আলোচনা হয়। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেন, কাপড়ের গুণগত মান বিচার করে বিক্রি করা হবে।

সামশেরগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ধুলিয়ান শহরে সূর্য ক্লাবের খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, পুরপিতা মহম্মদ ইনজামুল ইসলাম, প্রাক্তন কাউন্সিলর শঙ্করকুমার সরকার ও প্রাক্তন যুব সভাপতি সুভাষ গুপ্ত।

জাল উত্তরাধিকার শংসাপত্র নিয়ে চাঞ্চল্য, গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে জাল উত্তরাধিকার শংসাপত্র তৈরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। তৃণমূল পরিচালিত ওই পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা ঘোষের নাম ও সরকারি সিলমোহর জাল করে অন্তত ছয়টি শংসাপত্র তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় মাল থানার পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে আলিউল ইসলাম ও আনারুল ইসলাম নামে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ অগাস্ট ওই জাল শংসাপত্র তৈরি করা হয়েছিল। শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ ওদলাবাড়ির দুই

আদালতের পথে এক ধৃত।

বাসিন্দা শংসাপত্রে মেমো নম্বর বসাতে গেলে বিষয়টি নজরে আসে। পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ জানান, প্রথমেই কাগজপত্র দেখে সন্দেহ হয়। বিস্তারিত খতিয়ে দেখার পর একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এমনকী সেখানে থাকা স্বাক্ষরও আমার নয়। এরপরই তিনি মাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আলিউল ও আনারুলকে গ্রেফতার করে। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছি এবং দোষীদের কড়া শাস্তি দেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জীবিত স্ত্রীর আত্মার শান্তিকামনা করে তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে আগাম শোকবার্তা পাঠাল স্বামী। তারপরেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে ছুরি দিয়ে স্ত্রী বিদ্যাকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী বিজয়। এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পারভানি জেলার তাণ্ডা গ্রামে। বিজয়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

মেঘভাঙা বৃষ্টি এবার জম্মু-কাশ্মীরে

জলের তোড়ে নিশ্চিহ্ন ঘরবাড়ি, ধসে মৃত ১১

প্রতিবেদন: মেঘভাঙা বৃষ্টি এবারে তাণ্ডব চালাল জম্মু-কাশ্মীরে। সঙ্গে ব্যাপক ধসও। শুক্রবারের পরে শনিবারও লন্ডভন্ড দশা পাহাড়ি রাজ্যে। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ১১। নিখোঁজ বহু। রেয়াসি জেলার মাহোরে আচমকা ধসে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৭ জনের। শুক্রবারের ঘটনা। শনিবার সকালে একটি কাঁচাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৫ শিশু-সহ এক দম্পতির নিষ্প্রাণ দেহ। শিশুদের বয়স ৪ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে রামবানের রাজগড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং প্রবল জলস্রোত কেড়ে নিয়েছে ৪টি প্রাণ। খোঁজ মিলছে না অনেকেরই। আচমকাই দেখা দিয়েছে বন্যা-পরিস্থিতি। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে অজস্র ঘরবাড়ি। ভেসে গিয়েছে অনেক গাড়িও। আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। শুরু হয়েছে উদ্ধারের কাজ।

আটকে পর্যটকরা

লক্ষণীয়, টানা বৃষ্টির কারণে গত পাঁচদিন ধরে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে। এই রাস্তাটি কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের সংযোগকারী একমাত্র প্রধান সড়ক। উদয়পুর জেলার জখেনি এবং চেনানির মধ্যে ভূমিধসের কারণে এই সড়কে ২০০০-এরও বেশি গাড়ি আটকে পড়েছে। এছাড়া, জম্মু অঞ্চলের নয়টি আন্তঃজেলা সড়কও ভূমিধস ও ভাঙনের কারণে বন্ধ রয়েছে। জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া ও উদয়পুরের বেশ কয়েকটি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধস এবং উপড়ে পড়া গাছে অবরুদ্ধ ছোট-বড় রাস্তা। বন্ধ হয়ে রয়েছে শুধু জম্মুরই ৯টি রাজ্যসড়ক।

চলতি সপ্তাহের শুরুতেই জম্মুর কাটরায় বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের কাছে ভূমিধসে ৩১ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকে বৈষ্ণো দেবী যাত্রা স্থগিত রয়েছে। আবহাওয়া দফতর এই অঞ্চলে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে সতর্কতা জারি করেছে। শনিবার ও রবিবারের জন্য পুঞ্চ, কিশতওয়ার, জম্মু, রামবান এবং উদয়পুরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে রীতিমতো বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। দেবভূমিতে সরকারিভাবে এখনও মৃতের সংখ্যা ৬ বলা হলেও স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে মৃত্যু সংখ্যা ১০ ছাড়িয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও অনেকে আটকে আছে বলে আশঙ্কা। নিখোঁজের সংখ্যাও প্রায় ২০। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

লজ্জা! বিজেপির শাসনে রক্তারক্তি দিল্লির কালকাজি মন্দিরে

প্রসাদ নিয়ে বচসায় পিটিয়ে মারা হল সেবায়েতকে, প্রশ্ন পুলিশের ভূমিকায়

প্রতিবেদন: বিজেপির শাসনে ভয়ঙ্কর অরাজকতা খোদ রাজধানী দিল্লিতে। প্রশাসনের অপদার্থতায় আশঙ্কাজনক অবনতি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। প্রখ্যাত কালকাজি মন্দিরে পিটিয়ে মারা হল সেবাইতকে। পুজোর প্রসাদ নিয়ে বচসার পরিণতিতে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। বচসা থেকেই হাতাহাতি এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এমন ঘটনা রাজধানীর বুকে স্মরণকালে সম্ভবত এই প্রথম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, একজন অভিযুক্ত ছাড়া কাউকেই এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি অমিত শাহর পুলিশ। শুধুমাত্র একজনকে ঘটনাস্থল থেকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গেরুয়া পুলিশের এই অপদার্থতায় স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। সকলের মুখে একটাই কথা, কেজরিওয়ালের পরে দিল্লিতে শাসন ক্ষমতায় বিজেপি আসার পর থেকেই লাটে উঠেছে আইনশৃঙ্খলা। শুরু হয়েছে দুষ্কৃতীরাজ।

ঠিক কী হয়েছিল কালকাজি মন্দিরে? সারা দিন-রাতই মন্দিরে বিশাল ভক্তসমাগম চলে। এদিনও পড়েছিল ভক্তদের দীর্ঘ লাইন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ দেবীর দর্শন এবং পুজো নিবেদনের পরে দাবি করে 'চুন্নি প্রসাদ'। সেবাইত যোগেন্দ্র সিংকে(৩৫) রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে তারা বলে, এখনই প্রসাদ চাই। সেই নিয়েই তুমুল কথা কাটাকাটি। কিছু ভক্ত এগিয়ে আসেন সেবাইতের সমর্থনে। শান্ত করার চেষ্টা করেন সকলকে। কিন্তু ততক্ষণে হাতের বাইরে চলে গিয়েছে পরিস্থিতি। যোগেন্দ্রর উপরে চড়াও হয় প্রসাদের দাবিদাররা। তাঁকে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পেটাতে শুরু করে হামলাকারীরা। স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধে এগিয়ে এলে শুরু হয় সংঘর্ষ। পুলিশকে বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও দেখা মেলেনি তাদের। ঘটনাস্থলে যখন পুলিশ এসে পৌঁছায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন সেবাইত যোগেন্দ্র। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে কীভাবে সেবাইতকে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে ২ যুবক। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় যোগেন্দ্র সিংকে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের হারদোইয়ের মানুষ যোগেন্দ্র সিং প্রখ্যাত কালকাজি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ১৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে মন্দির এলাকায়। সকলেরই অভিযোগ, সময়মতো পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে এভাবে মরতে হত না সেবাইতকে।

কাশ্মীরে সেনার গুলিতে খতম কুখ্যাত 'হিউম্যান জিপিএস'

প্রতিবেদন: কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী। তবে কাশ্মীরে 'হিউম্যান জিপিএস' নামেই কুখ্যাত ছিল সে। পাহাড়-জঙ্গলের পথঘাট ছিল তার নখদর্পণে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশের পথপ্রদর্শকের মূল ভূমিকায় ছিল এই জঙ্গিই। শনিবার ভোরে গুরেজ সেক্টরের নওশেরা নার এলাকায় সেই 'সমন্দর চাচা' বাগু খান এবং তার এক শাগরেদকে গুলি করে মারল সেনা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়ের দশকের হিজবুল কমান্ডার বাগু খানের মৃত্যু সীমান্তপারের জঙ্গিদের কাছে এবং পাক মদতপুষ্ট সংগঠনগুলোর কাছে নিঃসন্দেহে একটা বড় ধাক্কা। কারণ, জঙ্গিদের চোখে সে ছিল রীতিমতো বিশেষজ্ঞ। দুর্গম এলাকায় একটা বড় ভরসার জায়গা। ৩ দশক ধরে শতাধিক জঙ্গিকে এপারে ঢুকিয়েছিল সে। শনিবার ভোরেও গুরেজ সেক্টরের নওশেরা নার এলাকায় পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে বেশ কয়েকজন জঙ্গি অনুপ্রবেশের খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী। চ্যালেঞ্জ জানায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের। জঙ্গিরা গুলি চালালে পালটা জবাব দেয় সেনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে গুলির লড়াইয়ের পরে খতম হয় বাগু এবং তার এক সঙ্গী। আরও ৫ জঙ্গির খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন জওয়ানরা।

ডাকাতিতে ধৃত মোটিভেশনাল স্পিকার!

প্রতিবেদন: জ্ঞান বিতরণে তিনি ওস্তাদ। সমাজ মাধ্যম জুড়ে শুধুই তাঁর জ্ঞানবর্ষণ— কেমন করে বিরত থাকা যায় অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে। কীভাবে গড়ে তোলা যায় অপরাধমুক্ত সমাজ। সেই মোটিভেশনাল স্পিকারই যে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন তা কল্পনাও করতে পারেনি কেউ। ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল সেই মনোজকুমার সিংকে। ভরতপুরে ২০ লক্ষ টাকা ডাকাতির মামলা তার বিরুদ্ধে। মোটিভেশনাল স্পিকারের এই আসল রূপ দেখে কার্যত বাকরুদ্ধ সমাজ মাধ্যমে গুণমুগ্ধরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ অগাস্ট একটি বাড়ি থেকে ২০ লক্ষ টাকার গয়না এবং নগদ ১ লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়। সেই মামলাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে ইউটিউবার মনোজকে। তার এই দ্বৈতরূপ চমকে দিয়েছে সকলকেই।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ভুবনেশ্বর এবং নয়াগড়ে ১১টি চুরি ও ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার বিরুদ্ধে। নিজেকে আড়ালে রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করত ইউটিউবকে। সমাজমাধ্যমে অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে বার্তা ছড়িয়ে রাতের অন্ধকারে নিজেই হারিয়ে যেত অপরাধ জগতে।

২৭ বছর পর হঠাৎ, রাজস্থানের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক হিসেবে পেনশন চেয়ে বসলেন ধনকড়

প্রতিবেদন: অবাক কাণ্ড! উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে কোনও খোঁজ মিলছিল না জগদীপ ধনকড়ের। বিরোধীদের তরফ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল, বিজেপির চাপের মুখে কার্যত পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন ধনকড়। আর পাছে সেই সত্যি প্রকাশ্যে চলে আসে, তাই নিভৃতাবাসে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। এবার ফের একবার প্রকাশ্যে জগদীপ ধনকড়। রাজস্থানে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে পাঁচ বছর বিধায়ক ছিলেন ধনকড়। সেই প্রেক্ষিতে এবার রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষকে পেনশনের আবেদন জানালেন তিনি।

রাজস্থানের আজমের জেলার কিশনগড় বিধানসভায় ১৯৯৩ সালে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন জগদীপ ধনকড়। সেবার জিতে পুরো

পাঁচ বছর বিধায়ক পদে ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত বিধানসভার নিয়ম সমিতির সদস্যও ছিলেন। সেই বিধায়ক পদের পেনশনের দাবি জানিয়ে এবার বর্তমান অধ্যক্ষ বাসুদেব দেবনানীকে চিঠি দিলেন ধনকড়। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তিনি এই চিঠি পেয়েছেন। নিয়ম মেনে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বর্তমান রাজস্থানের বিধায়করা মাসিক ৩৫ হাজার টাকা করে পেনশন পান। ৭০ বছরের উর্ধ্বে সেই পেনশন আরও ২০ শতাংশ বাড়ে। অর্থাৎ বর্তমানে ৭৪ বছরের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি সেই হিসাবে মাসিক ৪২ হাজার টাকা পেনশন পাওয়ার উপযোগী। তবে এত বছর পরে ফের কেন পেনশনের দাবি জানালেন জগদীপ ধনকড়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। বিরোধীদের মতে, এত তাড়াতাড়ি উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে 'স্বেচ্ছাবসর' নিতে হবে, এটা হয়তো জগদীপ ধনকড় আগে ভাবেননি। আচমকা পেনশনের জন্য আবেদন, তাঁর এই ধারণার প্রমাণ বলে দাবি করা হয়। তাঁর এই দাবিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

হৃদরোগীদের দেখতে গিয়ে মৃত্যু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞেরই

প্রতিবেদন: মর্মান্তিক। হাসপাতালের ওয়ার্ডে রাউন্ডে বেরিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের পরীক্ষা করার সময় ঘুণাক্ষরেও তিনি টের পাননি, মৃত্যু এসে দাঁড়িয়ে তাঁরই প্রতীক্ষায়। ওয়ার্ডে রোগী দেখতে দেখতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের। এই ঘটনার সাক্ষী হল চেন্নাইয়ের সরকারি হাসপাতাল। মৃত চিকিৎসকের নাম গ্র্যাডলিন রায়। ওয়ার্ডেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি। জুনিয়র ডাক্তাররা এবং চিকিৎসাকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি তাঁকে। হতভম্ব সহকর্মীরা।

১২
৩১ অগাস্ট ২০২৫
রবিবার

দেশ বিদেশ

31 August, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেলজিয়ামের আদালত জামিন দিল না সাড়ে ১৩ হাজার কোটি আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত মেহুল চোকসিকে। তাঁকে ২৪ ঘণ্টা নজরবন্দি রাখার আবেদনও খারিজ করে দিলেন আপিল আদালতের বিচারক

জোর ধাক্কা খেল ট্রাম্পের শুল্ক নীতি
‘বেআইনি’ ঘোষণা মার্কিন আদালতের

প্রতিবেদন: নিজের দেশের আদালতেই জোর ধাক্কা খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার আদালতই জানিয়ে দিল, তাঁর শুল্ক-নীতি অবৈধ। ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর যে শুল্ক চাপিয়ে দিচ্ছেন, তার অধিকাংশই বেআইনি। তবে এখনই ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কে স্থগিতাদেশ দেয়নি মার্কিন আদালত। এদিকে তাঁর শুল্কনীতিকে বেআইনি ঘোষণা করায় নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর দাবি, আদালতের এই সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট। ওই শুল্ক এখনও বহাল আছে। শুল্ক বাতিল করা হলে বিপর্যয় নেমে আসবে।

সম্প্রতি বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশের পণ্যের উপরেই শুল্ক আরোপ করেছেন ডোনাল্ড

ট্রাম্প। এরপর ট্রাম্পের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিভিন্ন দেশ। শুক্রবার নিজের দেশের একটি ফেডারেল আপিল আদালতই রায় দিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কোনও আইনি ভিত্তি নেই। এই শুল্ক আরোপ অবৈধ ও ভুল। আদালত তাৎক্ষণিক বিচারে শুল্ক বাতিল না করে শুধু বেআইনি ঘোষণা করেছে। ট্রাম্পকে এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সময় দিয়েছে।

পাল্টা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, সমস্ত শুল্কই কার্যকর আছে। আদালত শুল্ক প্রত্যাহার করা উচিত বলে রায়ে জানালেও, তারাও জানে যে শেষপর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জিতবে। শুল্ক কখনও বাতিল হলে তা দেশের জন্য একট বিপর্যয় হবে। আমেরিকা আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সপাট জবাব, বাণিজ্য ঘাটতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য বাধা মোকাবিলার জন্য সর্বোত্তম উপায় শুল্ক আরোপ। সুপ্রিম কোর্টের সাহায্য নিয়েই এই কাজ বলবৎ রাখবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের উপর ব্যক্তিগত রাগেই অস্বাভাবিক শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প, রিপোর্ট মার্কিন সংস্থার

প্রতিবেদন: অন্য কোনও কারণে নয়, ভারতের উপরে অস্বাভাবিক শুল্ক চাপানোর নেপথ্যে আসল কারণ হল, ভারতের উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত রাগ। রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়টা একটা অজুহাত মাত্র। আমেরিকার মাল্টিন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি সামনে এনেছে এই বিস্ফোরক রিপোর্ট। স্বাভাবিকভাবেই রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এদিকে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যতদিন লাভজনক থাকবে, ততদিন রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা এবং তা পরিশোধন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। কারণ, রাশিয়া থেকে তেল কেনার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নেই সরকারের। লক্ষণীয়, ওএনজিসির ২ তেল পরিশোধনকারী সংস্থা এইচপিসিএল এবং এমআরপিএল মিলিতভাবে বছরে প্রায় ৪ কোটি টন তেল পরিশোধন করতে পারে। দেশের

বন্ধ হবে না রাশিয়া থেকে তেল কেনা

নিজস্ব চাহিদা পূরণ হলে পরিশোধিত তেলের কিছু অংশ পশ্চিমের দেশগুলোতে বিক্রি করে ভারত। মার্কিন মুলুকের আপত্তিটা এখানেই। কেন? তাদের বদ্ধ ধারণা, এভাবেই মস্কোকে মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিচ্ছে ভারত। আর এই তেল বিক্রির টাকাই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঢালছে পুতিনের দেশ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আমেরিকা এবং ইউরোপ রাশিয়ার তেলের উপরে বিধিনিষেধ চাপালে ছাড়ের প্রস্তাব দেয় মস্কো। এই সুযোগেই রাশিয়া থেকে তেল আমদানির পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে দেয় ভারত। ক্রুদ্ধ হয়ে জরিমানার অজুহাতে ভারতের উপরে দু’দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দেন ট্রাম্প। কিন্তু শুধু ভারতের উপরেই এই অকারণ এবং অযৌক্তিক শুল্ক আরোপ কেন? শুধু ভারত নয়, এই প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন মুলুকের বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টিও।

এটা তো গেল একটা দিক। ভারতের উপরে আমেরিকার অস্বাভাবিক শুল্ক চাপানোর ঘটনা আসলে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত রাগের বহিঃপ্রকাশ বলে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে রীতিমতো চাঞ্চল্য। ব্যক্তিগত রাগের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব ট্রাম্প বারবার দাবি করলেও ভারত তা অস্বীকার করায় ব্যাপক চটেছেন ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্প চেয়েছিলেন কৃষিপণ্যের বাজার আমেরিকার জন্য উন্মুক্ত করে দিক ভারত। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। এই দুটি কারণেই ভারতের উপর ব্যক্তিগত রাগ ট্রাম্পের। অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর নেপথ্যে কাজ করছে এই রাগও।

ইজরায়েলের হামলায় হত হুথি প্রধানমন্ত্রী

প্রতিবেদন: ইয়েমেনে বিধ্বংসী হামলা চালালো ইজরায়েল। বিমান হামলায় প্রাণ হারালেন হুথি নিয়ন্ত্রিত সানা এলাকার প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল রাহাবি। তাঁর মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করে হুথির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার। নেতানিয়াহুর সেনার বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন আল-রাহাবি। নিহত হয়েছেন তাঁর সঙ্গী একাধিক মন্ত্রীও।

সশস্ত্রগোষ্ঠী হুথির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এক কর্মশালায় মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছিলেন রাহাবি। তখনই আকাশ পথে হামলা চালায় ইজরায়েল। লক্ষণীয়, ২০২৪সালে অগাস্ট থেকে সানায় হুথি সরকারের প্রধামন্ত্রী দায়িত্বে ছিলেন আহমেদ আল-রাহাবি।

ছাব্বিশে বিজেপিকে নামাব ২৬ আসনে

(প্রথম পাতার পর)

বাইরে কীভাবে এর প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে সেকথা উল্লেখ করেন। বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকে। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও ছিলেন অশোক দেব, শান্তা ছেত্রী প্রমুখ।

ইউসুফ-ললিতেশ

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের তরফে থাকবেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও উত্তরপ্রদেশের তৃণমূল নেতা ললিতেশপতি ত্রিপাঠী। এসআইআর-এর প্রতিবাদে বিরোধী জোট ঐক্যবদ্ধ। সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা একযোগে পাটনায় ভোটার অধিকার পদযাত্রায় অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাম বাদ পড়েছে। বহু জীবিত মানুষকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে। বিহারে নির্বাচনের আগে বিজেপির হাতের পুতুল কমিশনের এসআইআরের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। প্রতিবাদে বিহারের সাসারাম থেকে ১৭ অগাস্ট ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’ শুরু করে কংগ্রেস-আরজেডি। বিহারের ২৩টি জেলা ঘুরে প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর এই যাত্রা ১ সেপ্টেম্বর শেষ হবে পাটনায়।

সার্ভের নামে সিএএ!

(প্রথম পাতার পর)

জানেন। এতে মদত দেয় বিজেপির দেবজিৎ সরকার ও তার সহযোগীরা। এদের চক্রান্ত প্রকাশ্যে চলে আসে। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় তোপ দেগেছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদ সভাধিপতি দেবু টুডু। তিনি এদিন জানিয়েছেন, কোন দালালরা এটা করছে এ-ব্যাপারে তাঁরা খোঁজখবর নিচ্ছেন। বাংলায় সিএএ চালু হবে না। নিশ্চয়ই প্রশাসন এ-ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। পাশাপাশি তাঁরাও খোঁজখবর করছেন।

এজেন্সির নাম করে বাড়ি-বাড়ি তথ্য যাচাইয়ের অভিযোগে বর্ধমান শহর থেকে গ্রেফতার করা হল এক যুবককে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বিজেপি ভিনরাজ্যের এজেন্সির মাধ্যমে এনআরসি-র নাম করে বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহের কাজ করাচ্ছে। এসআইআর-এ ভোটারদের নাম বাদ দিতে সহজ হবে বলে এই কাজ পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের বক্তব্য, ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কোনও সরকারি প্রতিনিধি দল জেলায় পাঠানো হয়নি। এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে কাটোয়া থানার পুলিশ দুটি ল্যাপটপ এবং একটি মোবাইল-সহ বর্ধমান শহরের নীলপুর এলাকা থেকে হিমাদ্রী ঘোষকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে। সাতদিনের নিজেদের হেফাজত চেয়ে ধৃতকে শনিবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। অভিযোগ, কখনও জাতীয় নির্বাচন কমিশন, কখনও এনআরসি-র নাম করে কাটোয়া বিধানসভা এলাকার শহর-সহ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকজন যুবক তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই দলে ৬০-৬৫ জন যুক্ত আছে। এরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের কাছ থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্ম সার্টিফিকেট-সহ বাড়ির দলিল দেখতে চাইছিল। যদি কোনও ব্যক্তি তাদের নথি দেব না বলছে তাদের চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই দলটি কাদের হয়ে, কী জন্য কাজ করছে সেই তথ্য জানতে চাইছে কাটোয়া থানার পুলিশ।

এবার প্রতিটি আসন চাই

দার্জিলিং সমতলের নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

(প্রথম পাতার পর)

জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন বলেন, মূলত মানুষের আরও কাছে গিয়ে নিবিড়ভাবে জনসংযোগের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের নেতা। বিধানসভা নির্বাচনেও যাতে মানুষের ভোটে আমরা জিততে পারি সেজন্য এখন থেকেই মাঠে নামতে বলেছেন তিনি। জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা বলেন, এই কাঁথি সাংগঠনিক জেলা থেকে মূলত বিজেপিশূন্য করতে হবে। সেই লড়াইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিলেন আজ আমাদের নেতা। তিনি মূলত সকলে একসাথে মিলে লড়াই করার জন্য বলেছেন।

ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে এদিন প্রথমে দার্জিলিং (সমতল) সাংগঠনিক জেলার বৈঠক হয়। দ্বিতীয় দফায় বৈঠক হয় কাঁথি সাংগঠনিক জেলার। বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দার্জিলিং সমতলের নেতাদের বলা হয়েছে ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি-সহ শিলিগুড়ি এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে (মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া) আরও বেশি করে নজর দিতে হবে। এর আগে শিলিগুড়ি পুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস যে ফল করেছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সেই ফল ফেরাতে হবে। নিজেদের মধ্যে আরও সমন্বয় বাড়াতে হবে। দলের কাউন্সিলরদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ করে বাংলা-বাঙালি এই বিষয়ে লাগাতার প্রতিবাদ-আন্দোলন করতে হবে। এসআইআর নিয়েও প্রতিবাদ-আন্দোলন জারি রাখতে হবে। এছাড়া দুই জেলারই টাউন-ব্লক সভাপতি পরিবর্তন-পরিমার্জন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। শনিবার দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, পাপিয়া ঘোষ, শঙ্কর মালাকার, সঞ্জয় টিব্রেওয়াল-সহ অন্যরা। কাঁথি সাংগঠনিক জেলার তরফে রয়েছেন পীযূষ পন্ডা, আখিল গিরি, সোহম চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

শনিবার রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে প্রকাশিত হয়েছে ছন্দা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ছোটদের চাঁদের হাসি' কুড়ি বছরের সেরা সংকলন। প্রদান করা হয় পুরস্কার। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা

শরতের বাতাসে বইয়ের গন্ধ

কলকাতায় শুরু হয়েছে 'শারদ বই পার্বণ'। আয়োজনে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। বিভিন্ন স্টলে চোখে পড়েছে পাঠকের ভিড়। বিক্রি ভালই। সবমিলিয়ে জমজমাট। মেলা-প্রাঙ্গণ ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেরা।

পুজোর আর এক মাসও বাকি নেই। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। বাঁধা হচ্ছে মণ্ডপ। তুমুল ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের পাড়ায়। এরমধ্যে শরতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে বইয়ের গন্ধ। কলকাতার রবীন্দ্র সদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে চলছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত 'শারদ বই পার্বণ'। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ভিড় জমাচ্ছেন বইপ্রেমীরা। শীতের মরশুমে বড় মাপের বইমেলা হয়। কলকাতা বইমেলা। আন্তর্জাতিক মানের। বিশাল আয়োজন। তবে পুজোর মুখে এই ছোট্ট বইমেলা ঘিরেও রয়েছে যথেষ্ট আগ্রহ, উৎসাহ, উন্মাদনা।

৩০ অগাস্ট, শনিবার, সন্ধ্যায় একতারা মুক্তমঞ্চে 'শারদ বই পার্বণ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, শিবেন্দু ভট্টাচার্য, তাপস সাহা, শুভঙ্কর দে প্রমুখ। তাঁরা ঘুরে দেখেন বিভিন্ন স্টল। ঢাকের বোল তুলেছেন একদল মহিলা ঢাকি।

মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'বইয়ের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বাঙালির প্রাত্যহিকতার মধ্যে বই কোথাও আছে। প্রতি বছর পুজোর আগে এই বইমেলা হয়। এই মেলা সফল হবে।'

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রবীন্দ্র সদন-চত্বর বাঙালির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এমন একটি জায়গায় ছোট করে হলেও, একটা বইমেলা হচ্ছে দেখে ভাল লাগছে। পাঠকের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। এখন তরুণ লেখকরাও জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন। সবাই আসুন। এই মেলাকে সফল করুন।'

স্টলে পাঠকের ভিড়।

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে জানালেন, 'পাঠকের জন্য রকমারি বই নিয়ে হাজির নামীদামি প্রকাশকেরা। রয়েছে প্রায় ৬৩টি স্টল। কোনও কোনও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে একাধিক প্রকাশন সংস্থার বই। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটকের বই যেমন আছে, তেমন আছে কবিতা, ছড়া, ভ্রমণ, রান্না ইত্যাদি বিষয়ের বই। ছাড় দেওয়া হচ্ছে ২০ থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ। নতুন বই যেমন বিক্রি হচ্ছে, তেমনই বিক্রি হচ্ছে পুরোনো বই। মূল উদ্দেশ্য পুজোর মুখে পাঠকের হাতে সস্তায় বই তুলে দেওয়া। এখানে আগের মুদ্রণ বা সংস্করণের বই যেমন আছে, তেমনই আছে কিছু খুঁত ধরা বই, যেগুলো বইমেলা-ফেরত। বহু পাঠক এইসব বই কম দামে সংগ্রহ করেন। বৃষ্টিবাদল মাথায় প্রতি বছর এই বই পার্বণ সফল হয়। এবারেও সফল হবে।'

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানালেন, শারদ বইপার্বণের এবার দশ বছর। বাংলার প্রায় ৭০টি নামী প্রকাশন সংস্থা অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি কয়েকটি স্টলে পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় স্তরের বেশকিছু ইংরেজি প্রকাশন সংস্থার বই। সবমিলিয়ে ১৫০-র বেশি প্রকাশন সংস্থার বই এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

আনন্দ পাবলিশার্স, আজকাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দে'জ পাবলিশিং, পত্রভারতী, দেব সাহিত্য কুটীর, দীপ প্রকাশন, অবভাস, অভিযান পাবলিশার্স, অক্ষর পাবলিকেশনস, অনুষ্টুপ, অরণ্যমণ প্রকাশনী, বাণীশিল্প, বী বুকস, বিচিত্রপত্র গ্রন্থন বিভাগ, বিজল্প, বৈভাষিক প্রকাশনী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, করুণা প্রকাশনী, শিশু সাহিত্য সংসদ, পারুল প্রকাশনী, জয়ঢাক প্রকাশন, প্রতিভাস, ঋত প্রকাশন, পরম্পরা প্রকাশন, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, রা প্রকাশন ও মুদ্রণ, উবুদশ, প্রমা প্রকাশনী, স্টার ওয়ার্ল্ড বুক সেন্টার, উডপেকার, ফ্যামিলি বুক শপ ইত্যাদি স্টলে চোখে পড়েছে ভিড়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিক্রি হচ্ছে ভালই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বইঘর স্টল ঘিরেও রয়েছে পাঠকের উৎসাহ। পাওয়া যাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আকাদেমি ও পর্ষদের বই। কোনও কোনও বইয়ের উপর দেওয়া হচ্ছে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড়। অনেকেই সংগ্রহ করছেন। আছে ভারত সরকারের পাবলিকেশন ডিভিশনের স্টলও। একটি স্টলে চোখে পড়ল বাংলাদেশের বইও।

প্রাঙ্গণ জুড়ে নরম স্বরে বেজেছে রবীন্দ্রগান। বড়দের হাত ধরে গুটি-গুটি পায়ে এসেছে ছোটরাও। কিনেছে ভূত, গোয়েন্দা, ছড়া। অটোগ্রাফ সংগ্রহের পাশাপাশি অতি-উৎসাহীরা বই কিনে সেলফি তুলেছেন প্রিয় লেখকের সঙ্গে। কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করেছেন। সবমিলিয়ে আনন্দঘন পরিবেশ। আন্তরিক আয়োজন।

৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এবারের 'শারদ বই পার্বণ'। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা। আজ রবিবার। মেলার দ্বিতীয় দিন। আশা করা যায়, শুরু থেকেই আছড়ে পড়বে বইপ্রেমীদের ঢেউ।

—ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

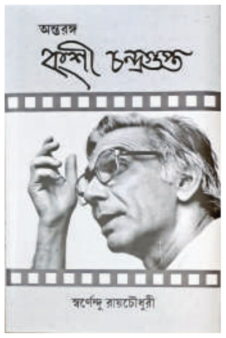

» চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয়। যা অনিবার্য। পথের পাঁচালী-চারুলতার পাশাপাশি পলাতক-বালিকাবধূর নামও গুণিজনদের স্মরণে উজ্জ্বল। সেই বংশী চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে আস্ত একটি বই-ই লিখে ফেললেন স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। চলচ্চিত্রে শিল্পনির্দেশনার পাশাপাশি তাঁর নাটক-ভাবনা পাত্র-পাত্রীর পোশাক-আশাক সঙ্গীতের দৃশ্যভাবনার কথাও উঠে এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। বম্বেযাপন আড্ডা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা ইত্যকার কথাবার্তায় সাতটি পর্বে ধরা পড়েছেন 'অন্তরঙ্গ বংশী চন্দ্রগুপ্ত'। এ ছাড়াও আছে তাঁর সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রপঞ্জি। আগন্তুক প্রকাশিত ৯৬ পৃষ্ঠার বইটির দাম ২৫০ টাকা। শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকীতে পাঠকদের এ এক মূল্যবান উপহার।

পিয়াসি একশো

» পড়ে বোঝার উপায় নেই যে, 'পিয়াসি একশো' সুনন্দা মাইতির প্রথম গল্পের বই। দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজজীবনের চরম অসঙ্গতি অকৃতজ্ঞতা অমানবিকতা সঙ্গে ভালবাসার দিকগুলিও বিভিন্নভাবে সুনন্দার গল্পগুলির উপজীব্য। একশোটি গল্পের সমাহার— তার মধ্যেও বর্ষাসুন্দরী, অঙ্গ, আত্মজা, পালকের নজর, পারফিউম, চোরাবালি, ঘুনপোকা, এক চিলতে রোদ গল্পগুলি অন্যরকম করে পাঠককে ভাবাবে নিশ্চিত। সোমনাথ তামলীর প্রচ্ছদপেন্টিং বেশ নজরকাড়ে। ছিমছাম মুদ্রণে সরকার লাইব্রেরি পাবলিকেশনসের বইটির দাম ৩০০ টাকা।

স্বদেশ

» 'স্বদেশ' পত্রিকার কুড়ি বছর আর সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' কবিতা সংকলনেরও ৫০ বছর— আকালের কবিতা আলোচনায় বলছেন সম্পাদক পান্নালাল মল্লিক 'স্বদেশ' পত্রিকার আশ্বিন ১৪৩২ সংখ্যায়। গুলজারের 'দুই সৈনিক' অনুবাদ করেছেন মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চিত্রশিল্পী তারাশঙ্কর' লেখাটি কৌতূহল জাগায়। বাপি চক্রবর্তী ও সুচন্দ্রনাথ দাসের কবিতা দুটি ভাল লাগে। মিলন কুন্দেরাকে নিয়ে আলোচনাটি আরেকটু বিস্তৃত হলে ভাল হত। চিত্রশিল্পী সুধীর সরকারের স্মৃতিকথায় পাঠক স্মৃতিমেদুর হবেন। ৫২ বছরের পত্রিকার সংখ্যাটি নামমাত্র মূল্যে— ২০ টাকায়— পাঠক সংগ্রহ করতে পারবেন।

মাঠে ময়দানে
31 August, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইসিসি টুর্নামেন্ট চলাকালীন গ্রেফতার পাপুয়া নিউগিনির ক্রিকেটার কিপলিন ডোরিগা। অভিযোগ ডাকাতির

ফেডেরারের রেকর্ড ভেঙে শেষ ষোলোয় জকোভিচ

নিউ ইয়র্ক, ৩০ অগাস্ট : প্রত্যাশামতোই ইউএস ওপেনের শেষ ষোলোয় নোভাক জকোভিচ। তবে তৃতীয় রাউন্ডে গ্রেট ব্রিটেনের ক্যামেরন নরিকে হারাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে ৩৮ বছর বয়সি সার্ব তারকাকে। চার সেটের কঠিন লড়াইয়ের পর, ৬-৪, ৬-৭(৪/৭), ৬-২, ৬-৩ ফলে বাজিমাত করেন জকোভিচ। ম্যাচ জিততে তাঁর সময় লেগেছে ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট!

এই জয় হার্ড কোর্টে জকোভিচের ১৯২তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্যাচ জয়। তিনি ভেঙে দিয়েছেন আরেক কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের ১৯১টি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রাফায়েল নাদাল। গ্র্যান্ড স্ল্যামের হার্ড কোর্টে তিনি জিতেছেন ১৪৪টি ম্যাচ।

এদিকে, শেষ ষোলোয় পৌঁছেছেন কার্লোস আলকারাজও। পুরুষদের খেতাবের অন্যতম দাবিদার আলকারেজ ৬-২, ৬-৪, ৬-০ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ ইতালির লুসিয়ানো দারদারেকিকে। তবে ম্যাচ চলাকালীন আলকারেজকে মেডিক্যাল বিরতি নিতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্প্যানিশ তারকার বক্তব্য, হাঁটুতে একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই ফিজিওর সাহায্য নিতে বাধ্য হই। তবে এটা কোনও বড় ধরনের চোট নয় বলেই মনে হচ্ছে।

অন্যদিকে, মেয়েদের শীর্ষ বাছাই এরিনা সাবালেঙ্কাও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। তিনি ৬-৩, ৭-৬ (৭/২) স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন কানাডার লেইলা ফার্নান্ডেজকে। ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারিতে এক ব্যক্তি তাঁর প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাচের পর সাবালেঙ্কার রসিকতা, মুহূর্তটা দারুণ সুন্দর ছিল। ঘটনাটা দেখার পর গ্যালারিতে বসা আমার বয়ফ্রেন্ড জর্জিওস ফ্রাঙ্গুলিসের দিকে চোখ চলে যায়। তবে ও বেশ স্বাভাবিকই ছিল। কোনও চাপ তৈরি হয়নি।

সাবালেঙ্কার মতোই মেয়েদের সিঙ্গলসের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন আরেক বাছাই জেসিকা পেগুলাও। তিনি ৬-১, ৭-৫ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কাকে। তবে তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছেন এমা রাডুকানু। তিনি ১-৬, ২-৬ সেটে হেরে গিয়েছেন এলিনা রাইবাকিনার কাছে। ছিটকে গেলেন মেয়েদের পঞ্চম বাছাই মিরা আন্দ্রিভাও। তাঁকে ৭-৫, ৬-২ সেটে হারিয়েছেন আমেরিকার টেলর টাউনসেন্ড।

জয়ের হুঙ্কার জকোভিচের।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠে উৎসব সাত্ত্বিক ও চিরাগের।

সাত্ত্বিকেরা শেষ চারে নিশ্চিত হল পদকও

প্যারিস, ৩০ অগাস্ট : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে পদক নিশ্চিত করলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন ভারতীয় জুটি। কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের দু'নম্বর জুটি মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া ও সো উই ইয়িককে ২১-১২, ২১-১৯ সরাসরি গেমে হারিয়েছেন সাত্ত্বিকেরা। মাত্র ৪৩ মিনিটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ভারতীয় জুটি। সেমিফাইনালে সাত্ত্বিক ও চিরাগের প্রতিপক্ষ চিনা জুটি ই লিউ ও বয়াং চেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। এবার দ্বিতীয়বার পদক জয় নিশ্চিত করলেন। পিভি সিন্ধু মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর, সবার চোখ ছিল সাত্ত্বিকদের উপর। হতাশ করেননি ভারতীয় জুটি। আগাগোড়া আগ্রাসী মেজাজে খেলে শুরু থেকে প্রতিপক্ষ মালয়েশীয় জুটিকে চাপে রেখেছিলেন তাঁরা। একটা সময় বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস জুটির তকমা পাওয়া সাত্ত্বিক ও চিরাগ, এই মুহূর্তে ক্রমতালিকার নবম স্থানে রয়েছেন। প্রথম গেমে তাঁরা কার্যত দাঁড়াতেই দেননি প্রতিপক্ষকে। তবে দ্বিতীয় গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। যদিও মোক্ষম সময়ে মাথা ঠান্ডা রেখে গেম ও ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ভারতীয় জুটি।

জাপান ম্যাচে ভুল চান না হরমনপ্রীতরা

রাজগির, ৩০ অগাস্ট : এশিয়া কাপ হকির প্রথম ম্যাচে চিনকে ৪-৩ গোলে হারালেও ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত মানের ছিল না। রবিবার পুল 'এ'-র দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব নিখুঁত হকি খেলতে চাইছে ভারত।

অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেও সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন তিনিও। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করতে পারেননি হরমনপ্রীত। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে দল। রক্ষণে প্রচুর ভুলভ্রান্তি হওয়ায় প্রতিপক্ষ সহজেই গোল পাচ্ছে। চিনের বিরুদ্ধে সেটাই হয়েছে। সক্রিয় মাঝমাঠের কারণে অনেক সুযোগ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ফিনিশিংয়ে সেই পুরনো দুর্বলতা। মনদীপ সিং, দিলপ্রীত, সুখজিতরা স্কোরশিটে নাম তুলতে ব্যর্থ। ভারতের প্রধান কোচ ক্রেগ ফুলটন বলছেন, চিনের বিরুদ্ধে জিতলেও আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। আমাদের রক্ষণ জমাট রাখতে হবে। বোকার মতো গোল খেয়েছি। গোলের প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছি প্রথম ম্যাচে। এই জায়গায় উন্নতি করতে হবে।

ব্রুনোর পেনাল্টিতে জিতল ম্যান ইউ

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ অগাস্ট : প্রিমিয়ার লিগে অবশেষে জয়ের মুখ দেখল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার ঘরের মাঠে বার্নলিকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে রুবেন আমোরিমের দল। ৯৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ম্যাচে, ২৭ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান ইউ। ব্রুনোর নেওয়া ফ্রি-কিকে হেড করেছিলেন কাসেমিরো। বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন বার্নলির ডিফেন্ডার জস কুলেন। তবে ৫৫ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দিয়েছিলেন বার্নলির লাইল ফস্টার। কিন্তু দু'মিনিটের মধ্যেই ফের এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। এবার গোল করেন ব্রায়ান এমবিউমো। কিন্তু চমকের তখনও বাকি ছিল, ৬৬ মিনিটে জাইডন অ্যান্থনির গোলে ২-২ করে ফেলে বার্নলি। এরপর অনেক চেষ্টা করেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না ম্যান ইউ। অবশেষে সংযুক্ত সময়ে ব্রুনোর পেনাল্টিতে স্বস্তি।

গোলের পর ব্রুনো।

এদিকে, চেলসি ২-০ গোলে হারিয়েছে ফুলহ্যামকে। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে জড়ান ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার জোয়াও পেদ্রো। তবে এই গোল নিয়ে কিছুটা হলেও বিতর্ক রয়েছে। কারণ সহকারী রেফারি জানিয়েছিলেন, ৮ মিনিট যোগ হবে। আর পেদ্রোর গোল এসেছে সংযুক্ত সময়ের নবম মিনিটে। এর আগেই ২১ মিনিটে ফুলহ্যামের জস কিংয়ের গোল ভিএআরের সিদ্ধান্তে বাতিল হয়েছিল। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে চেলসির দ্বিতীয় গোলটি করেন এনজো।

ফেলিক্সের হ্যাটট্রিক, গোল রোনাল্ডোরও

রিয়াধ, ৩০ অগাস্ট : সুপার কাপ ফাইনালে হারের যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে দারুণ ভাবে সৌদি প্রো লিগ শুরু করল আল নাসের। প্রথম ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছেন আল তাউওনকে। রোনাল্ডো একটি গোল করলেও, দুরন্ত হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক জোয়াও ফেলিক্স।

বিপক্ষের মাঠে খেলা শুরুর সাত মিনিটের মধ্যেই আল নাসেরকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফেলিক্স। বিরতির সময় ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডোরা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য বিপক্ষের উপর আরও চার-চারটি গোল চাপিয়েছে আল নাসের। ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন রোনাল্ডো। যা তাঁর কেরিয়ারের ৯৪০তম গোল। এক হাজার গোলের মাইলস্টোন ছুঁতে পর্তুগিজ মহাতারকার চাই আরও মাত্র ৬০টি গোল। শুধু তাই নয়, ফুটবল ইতিহাসে রোনাল্ডো প্রথম খেলোয়াড়, যিনি টানা ২৪টি মরশুম গোল করলেন।

রোনাল্ডোর গোলের এক মিনিটের মধ্যেই আল নাসেরের তৃতীয় গোলটি করেন ফরাসি উইঙ্গার কিংসলে কোম্যান। এর পর ৬৭ ও ৮৭ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন পর্তুগিজ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফেলিক্স। প্রসঙ্গত, রোনাল্ডোর পরামর্শেই এই ফেলিক্সকে সই

ফেলিক্সকে অভিনন্দন রোনাল্ডোর।

করিয়েছে আল নাসের কর্তৃপক্ষ।

এই ম্যাচটা খেলেই দেশের হয়ে খেলার জন্য উড়ে গেলেন রোনাল্ডোরা। আগামী ৬ ও ১০ সেপ্টেম্বর, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে যথাক্রমে আর্মেনিয়া এবং হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে খেলবে পর্তুগাল। ওই দুটো ম্যাচ খেলে ফের ক্লাবে যোগ দেবেন রোনাল্ডো ও ফেলিক্স। আল নাসেরের পরের ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর। সৌদি লিগে আল খোলুদের বিরুদ্ধে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

31 August, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩১ অগাস্ট ২০২৫
রবিবার

নিজ রাজ্যে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ত্রিপুরার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত তামিলনাড়ুর প্রাক্তন অধিনায়ক বিজয় শঙ্করের

সিএবি ছাড়া ক্রিকেটার হতে পারতাম না

আকাশকে সম্মান সৌরভের। (ডানদিকে) মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনকৃতী সম্মান পাওয়া অরূপ ভট্টাচার্য। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে ঝলমল বর্ষসেরা অনুষ্ঠান

প্রতিবেদন : আমি গদাদা-র (অরূপ ভট্টাচার্য) সঙ্গে খেলেছি। শ্যামাদিকেও (সাউ) অভিনন্দন। আমি যখন খেলতাম তখন সিএবির বার্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠান হত ইডেনে। এক-এক করে সবাই পুরস্কার নিত। অপেক্ষা করতাম কখন আমার পালা আসবে। পুরস্কার পেলে খুব ভাল লাগত। বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শনিবার বিকেলের সিএবি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এবার কার্তিক বোস লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার ও সিএবি কোচ অরূপ ভট্টাচার্য। মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছেন শ্যামা সাউ। দু'জনেই পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত। অনুষ্ঠানে সৌরভ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম, জাতীয় দলের ক্রিকেটার আকাশ দীপ, প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী-সহ অনেকেই।

ক্রীড়ামন্ত্রী মনে করিয়ে দিলেন বাংলা ৩৫ বছর রঞ্জি ট্রফি জেতেনি। তাঁর আবেদন সৌরভ, ঝুলন, ঋদ্ধিমান সাহারা সবাই মিলে বাংলাকে রঞ্জি জয়ের রাস্তায় নিয়ে যান। ক্রীড়ামন্ত্রী মনে করিয়ে দেন ক্রিকেটে বাংলা বরাবর বঞ্চিত হয়েছে। সেইজন্যই অরূপ ভট্টাচার্যের মতো ক্রিকেটার জাতীয় দলে খেলতে পারেননি। তবে এখন বাংলার ক্রিকেট পিছিয়ে পড়ছে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সৌরভ-ঋদ্ধিমানদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।

মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ জাতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের সদস্যদের এদিন সংবর্ধনা দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেককে দু লাখ টাকা করে দেওয়া হল। সেরা ক্রিকেটারের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল সুদীপ ঘরামি, সায়ন ঘোষ ও শাহবাজ আমেদকে। মেয়েদের বিভাগে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছেন তনুশ্রী সরকার। বিশেষ অ্যাওয়ার্ড পেলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তবে দলীপের জন্য তিনি অবশ্য ছিলেন না।

এই অনুষ্ঠানের জন্য বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ একসেলেন্স থেকে একদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন আকাশ দীপ। ইংল্যান্ড সিরিজে অসাধারণ খেলার জন্য বিশেষ সম্মান জানানো হল তাঁকে। সৌরভ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। পরে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে আকাশ বলছিলেন, এখানে এসে কেমন যেন ভাবুক হয়ে গিয়েছি। অনেক কথা মনে পড়ছে। মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু ক্রিকেটার হিসাবে আমার জন্ম এই সিএবিতে। সতীর্থ ক্রিকেটার, কোচ, কর্তা থেকে শুরু করে গ্রাউন্ড স্টাফ সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার ক্রিকেটার হিসাবে উঠে আসার পিছনে এদের সবার অবদান রয়েছে।

রবসন মোহনবাগানেই, করণের হ্যাটট্রিকে জয়

প্রতিবেদন : মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য খুশির খবর। ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে দু'বছরের চুক্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দিলেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার রবসন রোবিনহো। সাওপাওলো লিগে নেইমারের বিরুদ্ধে খেলা রবসন সোমবার সকালে শহরে আসছেন। সেদিন বিকেলেই দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন। ফলে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ নামতে পারবে মোহনবাগান। গোলমেশিন ও দুর্দান্ত প্লে-মেকার রবসন যোগ দেওয়ায় জোসে মোলিনার দলের আক্রমণভাগের শক্তি আরও বাড়ল। ব্রাজিলীয় তারকা দুই উইংয়ে খেলতেও পারদর্শী। পাশাপাশি নাম্বার টেন পজিশনেও সাফল্য পেয়েছেন।

নেইমারের সঙ্গে রবসন।

বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলে গত তিন বছরে সাতটি ট্রফি জিতেছেন রবসন। ৯৭ ম্যাচে করেছেন ৬৪ গোল। বাগানে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর রবসন বলেছেন, গত বছর মোহনবাগান ভারতের সেরা দু'টি লিগ-কাপেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত পাঁচ বছরে মোহনবাগানের সাফল্যের রেকর্ড অন্য কোনও ক্লাবের নেই। সেরা বিদেশিরা এই ক্লাবে খেলে। ভারতের জাতীয় দলের বেশির ভাগ ফুটবলারই খেলে এই ক্লাবে। সতীর্থ হিসেবে আমি ওদের সাহায্য করতে আসছি। ক্লাবে আরও ট্রফি আনতে চাই।

নেইমারের বিরুদ্ধে খেলা নিয়ে রবসন বলেন, নেইমারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে খেলাটা আমার কাছে সম্মানের। গত ফেব্রুয়ারিতে সাওপাওলো লিগের একটি ম্যাচে আমার প্রতিপক্ষ দলে ও খেলেছিল। সেই দিনের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে।

সূত্রের খবর, এসিএলের জন্য সপ্তম বিদেশি নিতে পারে মোহনবাগান। রবসন চূড়ান্ত হওয়ার দিনে কলকাতা লিগে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে বড় জয় পেল মোহনবাগান। নৈহাটিতে ৫-২ গোলে জিতল সবুজ-মেরুনের যুব দল। হ্যাটট্রিক করেন করণ রাই। বাগানের বাকি দুই গোলদাতা পাসাং দোরজি তামাং ও পীযূষ। এই জয়ে ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম স্থানে মোহনবাগান। সুপার সিক্সে খেলার আশা কার্যত নেই বাগানের। বিতর্কিত মেসারার্স ম্যাচ নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই সূচি অনুযায়ী, এটাই ছিল লিগে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ।

লিগের ম্যাচে ড্র ডায়মন্ড হারবারের

আকাশের উচ্ছ্বাস স্থায়ী হল না।

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে ফের পয়েন্ট নষ্ট করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে রেনবোর সঙ্গে ২-২ ড্র করল ডুরান্ড কাপের রানার-আপ দল। পিছিয়ে পড়লেও পল ও আকাশ হেমব্রমের গোলে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ডায়মন্ড হারবার। তবে সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ম্যাচ জিততে পারতেন নরহরি শ্রেষ্ঠারা। ড্র করায় গ্রুপ 'বি'-তে ডায়মন্ড হারবার ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। সুপার সিক্স নিশ্চিত করতে হলে পরের খিদিরপুর ম্যাচ জিততেই হবে নরহরি শ্রেষ্ঠাদের। প্রথম একাদশে এদিন বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের কোচ দীপাঙ্কর শর্মা। নরহরি শ্রেষ্ঠা, সুপ্রদীপ হাজরা, সুপ্রিয় পণ্ডিতরা শুরু থেকে খেলেন। ডায়মন্ড হারবারকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল রেনবো। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দু'দলের মধ্যে।

৫৮ মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল ডায়মন্ড হারবার। রেনবোকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বিষ্ণু টিএম। কিন্তু আট মিনিটের মধ্যে কামব্যাক করে ডায়মন্ড হারবার। পরপর দু'গোল করে এগিয়ে যায় তারা। ৬৩ মিনিটে পলের গোলে সমতা ফেরায় ডায়মন্ড। ৬৬ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নামা আকাশ হেমব্রম গোল করে ডায়মন্ড হারবারকে এগিয়ে দেন। কিন্তু লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৭৯ মিনিটে রক্ষণের ভুলে গোল হজম করে করে ডায়মন্ড হারবার। ২-২ স্কোরলাইনেই ম্যাচ শেষ হয়। নরহরি সহজতম সুযোগ নষ্ট করেন। না হলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত।

আদ্রিয়ানের সোনা

প্রতিবেদন : এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফের সোনা জিতলেন আদ্রিয়ান কর্মকার। কাজাখস্তানে আয়োজিত টুর্নামেন্টে ৫০ মিটার প্রোন রাইফেল ইভেন্টের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছেন বাঙালি অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকারের সুযোগ্য পুত্র আদ্রিয়ান। তিনি ছাড়া দলের বাকি দুই সদস্য সামি উল্লাহ ও কুশাগ্র রাজাওয়াত। তিন শুটারের মিলিত স্কোর ১৮৪৪.৩ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে কাজাখস্তান। মোট ১৮৪৩.৪ পয়েন্ট স্কোর করে রুপো পেয়েছে তারা। ব্রোঞ্জ পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। মোট ১৮৪০.৮ পয়েন্ট স্কোর করে তৃতীয় স্থানে শেষ করে কোরিয়া। প্রসঙ্গত, টুর্নামেন্টে সব মোট তিনটে সোনা জিতেছেন আদ্রিয়ান।

বিশ্বাস ফেরান খালিদ, গুরুদক্ষিণা উবেসের

প্রতিবেদন : জাতীয় দলে হেড কোচের চেয়ারে বসে স্বপ্নের শুরু খালিদ জামিলের। ১৭ বছর পর তাজিকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে জয়ের স্বাদ পেয়েছে জাতীয় দল। প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো প্রাক্তনরা বলছেন, আত্মবিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছিল দল। লড়াকু খালিদ বিশ্বাস ফিরিয়েছেন খেলোয়াড়দের মধ্যে।

খালিদের অধীনে জামশেদপুর এফসি-র হয়ে আইএসএলে দুই মরশুম চুটিয়ে খেলেছেন মহম্মদ উবেস। কোভিডের সময় কেরলের ২৭ বছরের ডিফেন্ডার কোনও দলই পাননি। খালিদ জাতীয় দলের কোচ হওয়ার পর আশায় ছিলেন, এবার হয়তো দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাবেন। সেটাই হয়েছে। খালিদের ডাক এসেছে। তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেকেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স উবেসের। ম্যাচের পাঁচ মিনিটের মাথায় তাঁর লম্বা থ্রো থেকেই গোলের লকগেট খুলে যায়। গোল করেন আনোয়ার আলি। দেশের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে দাপিয়ে খেলা মালাপ্পুরমের উবেশ কার্যত গুরুদক্ষিণা দিলেন খালিদকে। বলছেন, দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছিল। খালিদ জামিল কোচ হওয়ার পর নিশ্চিত ছিলাম জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে। কোচ সবসময় ফুটবল নিয়ে ভাবেন। তিনি সব কিছু সহজ করে দেন। আমাদের সহজভাবে খেলতে বলেন। আমার উপর আস্থা, বিশ্বাস রেখেছেন এবং গাইড করেছেন।

আজ ড্র চাই ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের সামনে ইতিহাসের হাতছানি। মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে রবিবার হংকংয়ের কিচি এফসি-র সঙ্গে ড্র করলেই গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নেবে ইস্টবেঙ্গল। ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বে খেলার সুযোগ লাল-হলুদের মেয়েদের সামনে। রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ম্যাচ। আগের ম্যাচে কম্বোডিয়ার ক্লাব ফোনম পেন ক্রাউন এফসি-কে ১-০ হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। উগান্ডার ফরোয়ার্ড ফাজিলা ইকওয়াপাত একমাত্র গোলটি করেন। কিচির বিরুদ্ধেও ইস্টবেঙ্গলের ভরসা ফাজিলা।

মাঠে ময়দানে
31 August, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিতে ভারতে আসছে পাকিস্তান। বিবৃতি দিয়ে জানাল হকি ইন্ডিয়া

ফিটনেস টেস্ট ও এশিয়া কাপের প্রস্তুতি

বেঙ্গালুরুতে হাজির রোহিতরা

বেঙ্গালুরু, ৩০ অগাস্ট : ফিটনেস টেস্ট দিতে শনিবার বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির রোহিত শর্মা। রোহিত ছাড়াও এদিন যোগ দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুরেরা। বোর্ড সূত্রের খবর, আগামী দুটো দিন বিভিন্ন ধরনের ফিটনেস পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাবেন এই ক্রিকেটাররা। এছাড়াও হাড়ের ঘনত্ব টেস্ট করার জন্য তাঁদের ডেক্সা স্ক্যান হবে। রক্ত পরীক্ষাও করা হবে।

বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা প্রত্যেক ক্রিকেটারকে প্রি-সিজন ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক। মাঝে লম্বা বিরতি থাকায় এই ক্রিকেটারদের বাড়িতে শরীরচর্চা করার জন্য কী কী করতে হবে, সেই তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেলেন বুমরা, রোহিত, শুভমন ও শার্দুল। শনিবার।

প্রসঙ্গত, বুমরা এবং শুভমন আসন্ন এশিয়া কাপের স্কোয়াডে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে শুভমন অসুস্থতার কারণে দলীপ ট্রফি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে এখন তিনি সুস্থ। অন্যদিকে, বুমরা ইংল্যান্ড সিরিজের চতুর্থ টেস্ট খেলার পর থেকেই বিশ্রামে ছিলেন। এবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস টেস্ট দেওয়ার পর, দু'জনেই দুবাই উড়ে যাবেন এশিয়া কাপ খেলতে।

অন্যদিকে, রোহিতের পাখির চোখ অক্টোবরের অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। টেস্ট ও টি-২০ ফরম্যাট থেকে অবসরের পর রোহিত এখন শুধুই একদিনের ক্রিকেট খেলছেন। বোর্ড সূত্রের খবর, রোহিতের ইয়ো-ইয়ো টেস্টও নেওয়া হবে। তবে বিরাট কোহলিকে সম্ভবত ফিটনেস টেস্ট দিতে হচ্ছে না। তিনি আপাতত লন্ডনে প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। কবে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগ দেবেন, সেই খবর এখনও অজানা।

আচমকাই রাজস্থানের দায়িত্ব ছাড়লেন দ্রাবিড়

জয়পুর, ৩০ অগাস্ট : আইপিএল নিলামের মাত্র কয়েক মাস আগে হঠাৎই রাজস্থান রয়্যালসের কোচের পদ থেকে সরে গেলেন রাহুল দ্রাবিড়। শনিবার ফ্র্যাঞ্চাইজির সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০২৬ আইপিএলের আগে রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।

গত মরশুমে রাজস্থানের প্রধান কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দ্রাবিড়। ভাঙা পা নিয়ে হুইলচেয়ারে বসেই কোচিং করিয়েছেন। কিন্তু সঞ্জু স্যামসনরা টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী কোচের অধীনে সাফল্য পাননি। ১৪টি ম্যাচে মাত্র ৪টিতে জিতে পয়েন্ট তালিকায় নবম স্থানে শেষ করেছিল দল।

সমাজমাধ্যমে রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ লিখেছে, '২০২৬ আইপিএলের আগে আমাদের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। বহু দিন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব একাধিক প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের দলের মূল্যবোধ তৈরিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তিনি একটি সুন্দর সংস্কৃতি তৈরি করেছেন। দলের গঠনগত কিছু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই মতো রাহুলকে আরও বড় দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। তাঁর দুর্দান্ত অবদানের জন্য রাজস্থান রয়্যালস, খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।'

সূত্রের খবর, দ্রাবিড়কে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে 'হেড অফ ক্রিকেট' পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যে পদে রয়েছেন কুমার সঙ্গকারা। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকাকে কোচের পদে বসানোর পরিকল্পনা ফ্র্যাঞ্চাইজির। কিন্তু কোচের পদ ছাড়তে আগ্রহী ছিলেন না দ্রাবিড়। তাই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। কে কে আরের মতো দলের হেড কোচের পদ আপাতত ফাঁকা রয়েছে। ফলে নতুন কোনও দলে দ্রাবিড়কে দেখা যেতেই পারে।

এশিয়া কাপের খেলা ৮টায়

দুবাই, ৩০ অগাস্ট : এশিয়া কাপ শুরুর ১০ দিন আগে হঠাৎ করেই বদলে গেল ম্যাচের সময়সূচি। শনিবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, একটি ছাড়া টুর্নামেন্টের বাকি সবকটি ম্যাচ শুরুর সময় আধ ঘণ্টা করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটার বদলে ম্যাচ শুরু হবে রাত আটটায়। যা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সময় অনুযায়ী সন্ধে সাড়ে ছটা। ব্যতিক্রম শুধু ১৫ সেপ্টেম্বরের আমিরশাহি বনাম ওমান ম্যাচ। ওই ম্যাচ শুরু হবে স্থানীয় সময় বিকেল চারটেয় (ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা)। তবে হঠাৎ করে কেন ম্যাচ শুরুর সময়ে বদল আনা হল, তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি এসিসি কর্তারা। প্রসঙ্গত, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। গ্রুপ এ-তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান। গ্রুপ বি-তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও হংকং। ১০ সেপ্টেম্বর আমিরশাহি ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবেন সূর্যকুমার যাদবেরা।

দুই মহাতারকার অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া

৫০ দিন আগেই শেষ ফ্যান জোনের টিকিট

মেলবোর্ন, ৩০ অগাস্ট : সাদা বলের সিরিজ খেলতে অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারত। সেখানে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আশা করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের সিরিজ ফের ২২ গজে দেখা যাবে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে। ফলে এখন থেকেই সিরিজ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে।

ভারত অভিযান শুরু করবে ১৯ অক্টোবর, পারথে আয়োজিত প্রথম একদিনের ম্যাচ দিয়ে। আর তার ৫০ দিন আগেই ভারতীয় সমর্থকদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ফ্যান জোনের যাবতীয় টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে! শুধু তাই নয়, সিরিজের ম্যাচগুলোর সাধারণ টিকিটও দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার পথে। শনিবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আমরা ভারতীয় ফ্যান জোনগুলোর বিপুল সাড়া পেয়ে রোমাঞ্চিত। এর একটা বড় কারণ রোহিত ও বিরাটের উপস্থিতি বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার কারণে শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে যাননি বিরাট ও রোহিত।

অস্ট্রেলিয়া সফরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় একদিনের ম্যাচ ভারত খেলবে যথাক্রমে ২৩ অক্টোবর (অ্যাডিলেড ওভাল) ও ২৫ অক্টোবর (এসসিজি)। এর পর ২৯ অক্টোবর, ক্যানবেরার মানুকা ওভালে প্রথম টি-২০ ম্যাচ। সিরিজের বাকি টি-২০ ম্যাচগুলো হবে যথাক্রমে ৩১ অক্টোবর (এমসিজি), ২ নভেম্বর (হোবার্ট), ৬ নভেম্বর (গোল্ড কোস্ট) এবং ৮ নভেম্বর (ব্রিসবেন)।

উইকেটহীন শামি, কোণঠাসা পূর্বাঞ্চল

প্রতিবেদন : দলীপ ট্রফিতে আরও চাপে পূর্বাঞ্চল। অঙ্কিত কুমার ও যশ ধুলের জোড়া সেঞ্চুরির সুবাদে, তৃতীয় দিনের শেষে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে ৩৮৮ রান তুলেছে উত্তরাঞ্চল। ফলে আপাতত ৫৬৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে পূর্বাঞ্চল। রবিবার ম্যাচের শেষ দিন। শনিবার, গোটা দিনে উত্তরাঞ্চলের মাত্র দুটো উইকেটই তুলতে পেরেছেন পূর্বাঞ্চলের বোলাররা। একটি উইকেট পান সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। একটি পান রিয়ান পরাগ। মহম্মদ শামি ১১ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩৬ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। ধুল ১৩৩ রান করে আউট হলেও, দিনের শেষে ১৬৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন অঙ্কিত। তাঁর সঙ্গে ৫৬ রানে অপরাজিত আয়ুষ বাদোনি। দলীপের অন্য ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে মধ্যাঞ্চল। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৩৩১ রান তুলেছে মধ্যাঞ্চল। আপাতত তারা এগিয়ে ৬৭৮ রানে।

১২ বলে ১১ ছক্কা নিজারের

তিরুঅনন্তপুরম, ৩০ অগাস্ট : ১২ বলে ১১ ছক্কা! কেরল লিগে এই কীর্তি সলমন নিগারের। ম্যাচটা ছিল কালিকট বনাম ত্রিবান্দমের। কালিকটের হয়ে খেলতে নেমে ১৯তম ওভারে বাসিল থাম্পির প্রথম পাঁচ বলে পাঁচটি ছক্কা হাঁকান সলমন। এরপর শেষ বলে সিঙ্গলস নেন। ২০তম ওভারে অভিজিৎ প্রবীণের বলে টানা ছ'টি ছয় মারেন তিনি। পাশাপাশি ওয়াইড থেকে আসে আরও চার রান। অর্থাৎ শেষ দুটো ওভারে ৭১ রান তোলেন সলমন। শেষ পর্যন্ত ২৫ বলে ৮৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।

পদপিষ্ট-কাণ্ডে সাহায্য

ঘোষণা আরসিবির

বেঙ্গালুরু, ৩০ অগাস্ট : চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গত ৪ জুন আরসিবির প্রথম আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড়ের চাপে পিদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমী। শনিবার বিরাট কোহলিদের ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত ৪ জুন, আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। আমরা আরসিবি পরিবারের ১১ জন সদস্যকে অকালে হারিয়েছিলাম। এঁদের শূন্যস্থান ভরাট করা সম্ভব নয়। তবুও প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আরসিবি এঁদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা কোনও ক্ষতিপূরণ নয়। বরং সহানুভূতি ও ঐক্যবদ্ধতার প্রতিজ্ঞা। এভাবেই আমরা আরসিবি কেয়ার্সের সূচনা করছি। যা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ওঁদের স্মৃতিকে ধরে রাখবে সম্মানের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, ওই মর্মান্তিক ঘটনার কয়েকদিন পরেই মৃতদের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য ঘোষণা করেছিল আরসিবি কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার পদপিষ্ট-কাণ্ডে নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আরসিবি কেয়ার্স নামে একটি নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করেছিল বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি। তারই প্রথম পদক্ষেপ এটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

31 August, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৩১ অগাস্ট
২০২৫
রবিবার

■ ছেলেবেলায় বৃষ্টি আমার কাছে খুব মজার ছিল। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে ঢাকুরিয়ায় থাকতাম। তখন শুনতাম, বৃষ্টিতে পুকুরগুলো ডুবে গিয়ে মাছ বাইরে চলে আসে। ভাবতাম, আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় জল জমলে পুকুরের মাছ ভেসে এলে আমি ধরব। পরিকল্পনামাফিক একটা কাঠিতে সুতো বেঁধে, ডগায় খাবার দিয়ে ঝুলিয়ে বৃষ্টির মধ্যে খোলা ড্রেনের সামনে বসে থাকতাম। মাছ বলতে যেগুলো ভাবতাম, সেগুলো আসলে ব্যাঙাচি।

খিচুড়ি বসানো মাত্র বৃষ্টি থেমে যায়

চিরঞ্জিত চক্রবর্তী

কোনও একবার খুব বৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের রাস্তায় জল জমেছিল। তখন আমাদের অ্যাকোয়ারিয়াম ছিল। মাছ তোলার জন্য ছিল হাতলওয়ালা জাল। সেটা নিয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ জলে বসেছিলাম। মায়ের বকুনি খেয়ে ভেতরে আসি।

আর একটা ভাললাগার বিষয় ছিল, জোরে বৃষ্টি হলে স্কুল যেতে হত না। তখন শিশুভবনে পড়তাম। গোলপার্কের বাড়িতে আসার পর একটু বড় বয়সে একবার তুমুল বৃষ্টির মুখে পড়েছিলাম। জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ছিল আমার বন্ধু। সম্ভবত ১৯৭৮ সাল। দু'জনে মিলে দেখতে গিয়েছিলাম জেরি লুইসের হাসির ছবি 'ডোন্ড রাইস দ্য ব্রিজ লোয়ার দ্যা রিভার'। ছবিটা চলার সময়ে বাইরে জোরে বৃষ্টি নামল। শো ভাঙতেই গাড়ি করে বন্ধুর বাড়ি ইন্দ্রজাল ভবনে চলে গেলাম। তখন ওর বাবা জাদুসম্রাট সিনিয়র পি সি সরকার ছিলেন। তিনি বললেন, ''এত রাতে তোমরা ফিরছ? এখানে থেকে যাও।'' বাড়িতে খবর দিয়ে দিলাম। তিনতলায় আমাদের খাবারদাবার এসে গেল। আমি শুলাম বিছানায়, বন্ধুটি মেঝেতে। এত বৃষ্টি, তিনদিন আটকে গেলাম। শান্তিনিকেতনের বৃষ্টি আমার দারুণ লাগে। আসলে শান্তিনিকেতনের বৃষ্টি মানেই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের গান। লালচে পাথুরে মাটি। বৃষ্টিতে জল জমে না। আমার এক বন্ধু থাকে শান্তিনিকেতনে। মাঝেমধ্যেই তার কাছে যাই। সুন্দর বাগান। লন। খুব ভাল সময় কাটে। পাতায় জমা জল টুপ টুপ করে নিচে পড়ে। দেখতে দারুণ লাগে। বর্ষায় ব্যাঙেদের মুভমেন্ট দেখতেও খুব ভাল লাগে। ব্যাঙ ডাকলেই বুঝতে পারি বৃষ্টি হবে।

আমি থাকি সার্দান অ্যাভিনিউয়ে। একটা সময় এখানে প্রচুর জল জমত। এখন আর সেই সমস্যা নেই। বৃষ্টিদিনে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অফুরন্ত সবুজের সৌন্দর্য দেখি। এখন একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করেছি। আমি এবং আমার স্ত্রী। বৃষ্টি থামাতে চাইলেই খিচুড়ির পরিকল্পনা করি। খিচুড়ি বসানো মাত্র বৃষ্টি থেমে যায়!

মুখর বাদর দিনে...

বৃষ্টি কারও মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, কারও মনে জাগায় মনকেমনিয়া ভাব। বর্ষায় কেউ ধরতেন মাছ, কেউ চা-বাগান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গাইতেন গান। ভেজা গায়ে সিনেমা দেখেছেন কেউ, কেউ আবার গান গেয়ে নামিয়েছেন বৃষ্টি! কারও আবার গৃহহারাদের কথা ভেবে হয়েছে মনখারাপ। সবমিলিয়ে বৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের প্রচুর স্মৃতি। উজাড় করলেন তাঁরা। শুনলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

■ প্রথমেই যেটা মনে পড়ে বৃষ্টি পড়লেই রেনি ডে। দ্বিতীয়ত, কখনও স্কুলে রয়েছি, সেই সময় বৃষ্টি নেমেছে, জল ঠেলে বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায় জমা জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়েছি। আরও ছোটবেলায় বিদ্যুতের গর্জনে সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতাম। মায়ের গায়ের গন্ধ এবং বৃষ্টি বা বজ্রপাতের ভয়ংকর আওয়াজ জড়িয়ে থাকত। মা ছিল তখন আশ্রয় এবং সান্ত্বনা।

আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত পরিবার। বর্ষায় খিচুড়ি হত।

সিনেমা হলে ঢুকলাম ভেজা গায়ে

রজতাভ দত্ত

তার সঙ্গে হত কুমড়ো ভাজা। ডিম ভাজা বা ইলিশ মাছ ভাজা সাধারণত হত না। ডিম ভাজা মানে তখন কিন্তু অমলেট নয়, ডিমকে সেদ্ধ করে বেসনে চুবিয়ে ভাজা। এইগুলো আরেকটু পরে ধীরে ধীরে জীবনে এসেছে।

উত্তর কলকাতা তুলনায় দক্ষিণ কলকাতায় জল কম জমত। আমাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা ঘাস জমি ছিল। বৃষ্টি হলে কলকাতার বাড়িতে বসেই আমি ব্যাঙের ডাক শুনেছি। পরে দেখেছি ঘাসের মধ্যে ব্যাঙের ডিম জমে থাকতে। তখন আমাদের জীবনবিজ্ঞান বইয়ে সেগুলো পড়ানো হচ্ছে। ব্যাঙাচি বেরোতেও দেখেছি। চিনেছি মশার লার্ভা। এইগুলো ছিল অপার বিস্ময়।

পরবর্তিকালে, যখন কলেজের চৌহদ্দি পেরিয়েছি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো যাঁরা একটু বোহেমিয়ান জীবন যাপন করতেন, তাঁদের কিছু স্মৃতিকথা ও সাহিত্যের প্রভাব আমাদের উপর একটু একটু করে পড়েছিল। আমি দক্ষিণ কলকাতা ছেলে। কিন্তু এই গল্প-স্মৃতিকথাগুলো জড়িয়ে থাকত উত্তর কলকাতার সঙ্গে। আমার বন্ধু কবি, কয়েক বছর আগে প্রয়াত রূপক চক্রবর্তীর উৎসাহেই আমি, রূপক এবং আর এক বন্ধু বাবুন, তিনজন মিলে বৃষ্টির মধ্যে উত্তর কলকাতায় হাঁটুর ওপরে জমা জল ঠেলে খালি গায়ে ঘুরে ঘুরে কলকাতা দেখতাম। দুপুর থেকে বিকেল, সন্ধে পর্যন্ত। সন্ধের পর জল কিছুটা নেমে গেলে চা-শিঙাড়া খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। নোংরা জলে হাঁটাহাঁটি করে মুশকিলেও পড়েছি। অসুখবিসুখও করেছে। ওই স্মৃতিটা খুব জমকালো হয়ে আছে। সবকিছু তখন মনে হত বিরাট বাহাদুরি ব্যাপার।

আর একটা স্মৃতি মনে আছে। একটা সময় ধর্মতলা পাড়ায় নিয়মিত সিনেমা দেখতে যেতাম। সাড়ে এগারোটা নাগাদ নামতাম, পরপর চারটে শো দেখতাম। একবার ধর্মতলায় তুমুল বৃষ্টির মধ্যে নেমেছি। সিনেমা হলে ঢুকলাম ভেজা গায়ে। সারাদিন সিনেমা দেখতে দেখতে পুরো জামা কাপড় গায়ে এসির ঠান্ডায় শুকিয়ে গেল। তার জন্য কোনওরকম সর্দি-জ্বর হয়নি।

■ আমার জীবনের প্রথম চাকরি ছিল ডুয়ার্সে। ডুয়ার্সের সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে আমি প্রথম অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে যাই। সেটা ধূপগুড়িতে। তখন বয়স অল্প। এখনও পর্যন্ত আমি কুড়ি-পঁচিশটা দেশের বৃষ্টি দেখেছি। যাকে বলে ঝরঝর বারিধারা। ক্যালিফোর্নিয়ার বৃষ্টি দেখেছি, গ্রিসের বৃষ্টি দেখেছি, নিউ ইয়র্ক শহরের বৃষ্টি দেখেছি। তবে আমি ডুয়ার্সের বৃষ্টি ভুলতে পারি না। বৃষ্টি হলে আমি বেরিয়ে পড়তাম। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ঝরার পর রাস্তা মোটামুটি শুকিয়ে যেত। জল জমত না। জল নেমে যেত। চারপাশে

ডুয়ার্সের বৃষ্টিই সেরা

সুবোধ সরকার

ছোট ছোট ঝোরা, জল টেনে নিত। ১৯৮৫-'৮৬ সালের কথা বলছি। এখন কী হয়, বলতে পারব না। সবচেয়ে ভাল লাগত চা-বাগানের বৃষ্টি। চা-বাগানের বাংলোর বারান্দা থেকে বৃষ্টি দেখতাম। চা-বাগানগুলোয় অনেকটা কলোনিয়াল ব্যাপার ছিল, আছে। চা-বাগানের বাংলোগুলো আরও বেশি কলোনিয়াল। বাংলোয় বসে বৃষ্টি দেখার সময় মনে হত, পৃথিবীতে এর থেকে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। তবে আমি খুব বেশিক্ষণ বারান্দায় বসে থাকতে পারতাম না। আমাকে বৃষ্টি টানত। আমি ছুটে নেমে বেরিয়ে যেতাম। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়তাম। গান গাইতে গাইতে হাঁটতাম। বৃষ্টিতে স্নান করে আবার বাংলোয় ফিরতাম। ডুয়ার্স এবং পাহাড় অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠত বর্ষায়। এত অসামান্য বৃষ্টি, এর বর্ণনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। পেরেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবিতায় ডুয়ার্সের বৃষ্টির অসামান্য বর্ণনা করেছিলেন। বৃষ্টি আসলে একই। জায়গা অনুসারে চরিত্র বদলে যায়। এক-এক জায়গার বৃষ্টি এক-একরকম লাগে। দিল্লির বৃষ্টি আমার মনে কোনওদিন রেখাপাত করতে পারেনি। আগে কলকাতায় বৃষ্টি হলে ভয়ঙ্কর জল জমত। এখন আর সেইরকম হয় না। তবে মুম্বইয়ে প্রচুর জল জমে। মুম্বইয়ের বৃষ্টি আগেকার কলকাতাকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে। অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির সামনে হাঁটুজল। ঘরবন্দি থাকতে হয়। যাই হোক, আমার কাছে ডুয়ার্সের বৃষ্টিই সেরা। এই বৃষ্টি আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

আরও পড়ুন ১৯ পাতায় ▶

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

31 August, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

ভূগর্ভের গভীর থেকে অতীতের ডাক

বাসুকি ইন্ডিকাসের কাহিনি

মাটি কখনও কিছু ভোলে না। কোটি কোটি বছর ধরে, সে আগলে রাখে কিছু ইতিহাস। একদিন হঠাৎ করেই সেই মাটি ফেটে উঠে আসে বিস্ময়— একটা হাড়, একটা কঙ্কাল, এক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের ফসিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে অনেক অতীত। সে কি শুধু মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকা এক দৈত্যসাপ? নাকি সেই বাসুকি নাগরাজ, যার বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব? লিখলেন **দীপ্র ভট্টাচার্য**

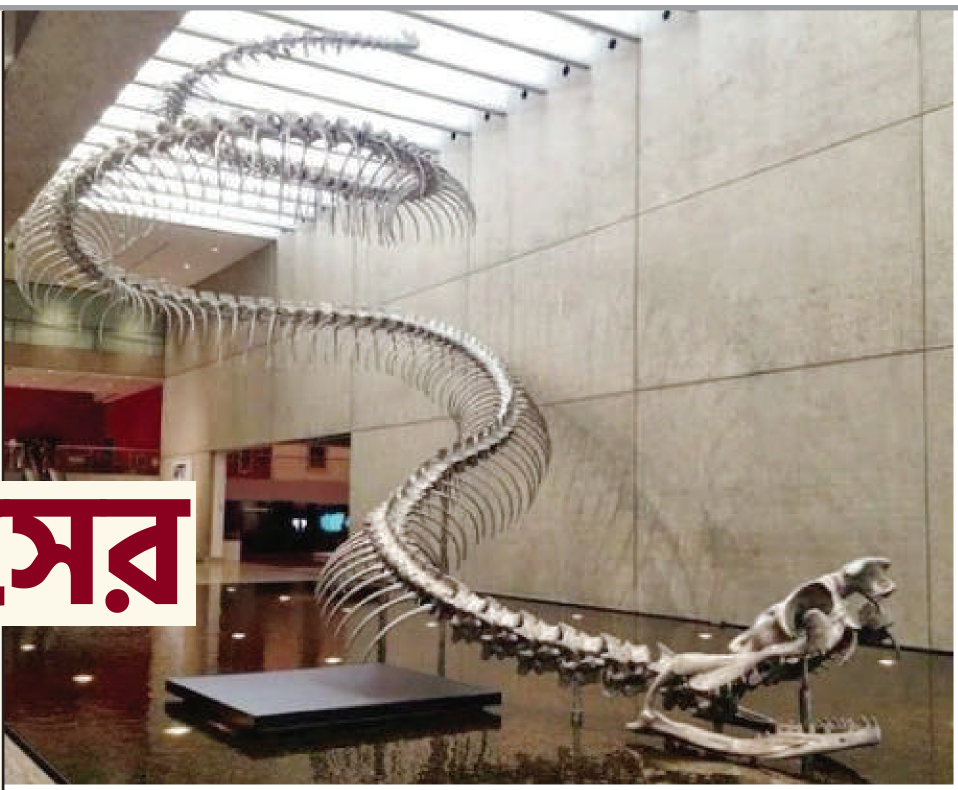

বাসুকি ইন্ডিকাসের আত্মপ্রকাশ

ধরিত্রীর বুকে এমন কিছু রহস্য লুকিয়ে থাকে, যেগুলো একদিন হঠাৎ উন্মোচিত হয়— যেন হাজার বছরের নিস্তব্ধতা ভেঙে ইতিহাস নিজেই বলে ওঠে, 'আমি এখনও শেষ হইনি।' ভারতের গুজরাতের প্যানন্ধ্রো অঞ্চলের এক প্রাচীন লিগনাইট খনিতে চলছিল দৈনন্দিন খননকাজ, ঠিক যেমন চলে দিনের পর দিন। কেউ জানত না, মাটির গভীরে ঘুমিয়ে ছিল এক প্রকাণ্ড সরীসৃপের অস্থিকঙ্কাল, যার অস্তিত্ব কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। যে হাড়গোড় উদ্ধার হয়েছে, তার বিশ্লেষণে উঠে এসেছে বিস্ময়কর তথ্য— এই সরীসৃপটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১১ থেকে ১৫ মিটার, ওজন প্রায় এক টন। নামকরণ হয়েছে 'বাসুকি ইন্ডিকাস', ভারতীয় মাটির প্রাচীনতা আর পৌরাণিক চেতনার সম্মান জানিয়ে।

এই আবিষ্কার শুধু এক বিশাল সাপের নয়, এটি এক যুগের পুনর্জন্ম— যখন দানবাকৃতি সরীসৃপরা রাজত্ব করত পৃথিবীর বুকে। একটি কঙ্কালের পুনরুত্থানে আজ, পুরনো সর্পরাজ টাইটানোবোয়া-র গৌরবকে ছাপিয়ে উঠে এসেছে বাসুকি— যেখানে নতুন আলোয় দেখাচ্ছে আমাদের অতীত, বিজ্ঞান আর পুরাণ হাত ধরাধরি করে চলে।

মাটির নিচে বিস্মৃত অতীতের সর্পরাজ

গুজরাতের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত প্যানন্ধ্রো লিগনাইট খনি— সাধারণত যেখানে কয়লার খোঁজে চলে প্রতিদিনের খননযজ্ঞ। কিন্তু হঠাৎই এই জায়গা ইতিহাসের মানচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। কয়লার স্তরের নিচে খনন করতে গিয়ে শ্রমিকেরা দেখতে পান বিশালাকৃতির কিছুর হাড়— যার আকার-আয়তন দেখে প্রথমেই আঁচ করা যায়, এটি কোনও সাধারণ প্রাণীর নয়। দ্রুত বিষয়টি জানানো হয় বিজ্ঞানীদের। গবেষকদের একটি দল, যার মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত প্যালিয়ন্টোলজিস্ট আইআইটি রুরকির প্রফেসর সুনীল বাজপেয়ী এবং গবেষক দেবজিত দত্ত, তাঁরা এসে বিশ্লেষণ করে জানান— এই অস্থিরাশি একটি প্রাগৈতিহাসিক সাপের। বয়স প্রায় ৪৭ মিলিয়ন বছর, অর্থাৎ ইওসিন যুগের মাঝামাঝি সময়ের। এটি ম্যাডসোয়িড (Madtsoiidae) গোত্রভুক্ত একটি প্রজাতি, যারা আজ বিলুপ্ত, কিন্তু একসময় আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতবর্ষ জুড়ে বাস করত।

প্রাপ্ত হাড়গুলোর মধ্যে মূলত ছিল মেরুদণ্ডের ২৭টি কশেরুকা—বিশাল আকারের, প্রতিটি প্রায় মানুষের মাথার সমান। গবেষকরা বলেন, এই সাপের দৈর্ঘ্য অন্তত ১১ থেকে ১৫ মিটার এবং ওজন এক টনেরও বেশি হতে পারে। এর দৈর্ঘ্য টাইটানোবোয়া-র চেয়েও বড় বলেই তাঁরা মনে করছেন। এই আবিষ্কার শুধু একটি জীবাশ্মের নয়—এটি আমাদের ভূতাত্ত্বিক অতীতের এক বিপুল অধ্যায়কে খুলে দেয়, যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশ এক বিশাল প্রাকৃতিক জাদুঘরে রূপ নিয়েছিল।

বাসুকি বনাম টাইটানোবোয়ার প্রাগৈতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বিশ্ব paleontology–র ইতিহাসে এতদিন পর্যন্ত 'সবচেয়ে বড় সরীসৃপ' বললেই উঠে আসত এক নাম— টাইটানোবোয়া। ২০০৯ সালে কলোম্বিয়ার সিরেজন কয়লাখনি থেকে এই দৈত্যাকার সাপের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্রায় ৬০ মিলিয়ন বছর আগে বাস করা এই প্রাণীটির দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক ১৩ মিটার, ওজন প্রায় ১.১ টন— একটি আধুনিক স্কুলবাসের সমান দীর্ঘ ও একটি ছোট হাতির সমান ভারী!

তবে ভারতের মাটি যেন এই শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে চায়নি। বাসুকি ইন্ডিকাস-এর আবিষ্কার আজ সেই দীর্ঘদিনের আধিপত্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাসুকি ছিল প্রায় ১১ থেকে ১৫ মিটার দীর্ঘ, অর্থাৎ সম্ভাব্যভাবে টাইটানোবোয়ার থেকেও দীর্ঘতর। যদিও বাসুকির ওজনের নির্ভুল অনুমান এখনও গবেষণার স্তরে, তবে হাড়ের গঠন এবং কশেরুকার আকৃতি বলছে— তাদের গঠন মোটেই হালকা ছিল না।

উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে উভয়ের উৎপত্তিগত গোত্র ও ভৌগোলিক বিস্তারে। টাইটানোবোয়া ছিল Boidae গোত্রের অন্তর্গত, যা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে পাইথন ও বোয়া-দের মতো সাপ। অপরদিকে বাসুকি ছিল Madtsoiidae নামে এক বিলুপ্ত সরীসৃপগোত্রের সদস্য— যা ভারতে প্রথম শনাক্ত হল এত স্পষ্টভাবে। দুই সরীসৃপই থাকত গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, আর্দ্র পরিবেশে— যা তাদের বিশাল আকার ধারণে সহায়তা করেছিল। বাসুকি সম্ভবত ছিল তার ইকোসিস্টেমে এক এপেক্স প্রিডেটর— জলে কিংবা স্থলে বড়সড় স্তন্যপায়ী বা কচ্ছপ জাতীয় প্রাণী ছিল তার সম্ভাব্য খাদ্য। কেউ কেউ বলেন, সে হয়তো ছিল ধৈর্যশীল শিকারি, আবার কেউ বলেন, মৃতপ্রায় প্রাণীর দেহ খেয়ে বেঁচে থাকা শিকারি। প্রশ্ন উঠছে— কে ছিল প্রকৃত সর্পরাজ? হয়তো উত্তর লুকিয়ে আছে আরও কিছু অদৃশ্য কঙ্কালের মাঝে, মাটির গভীরে, অপেক্ষায়।

বিবর্তন আর ভূপৃষ্ঠের ইতিহাসে এক নতুন গুরুত্ব

বাসুকি ইন্ডিকাস-এর আবিষ্কার শুধু এক দৈত্যাকার সাপের হাড় খুঁজে পাওয়ার ঘটনা নয়— এটি সাপেদের বিবর্তনের ইতিহাসে, এমনকী মহাদেশগুলোর পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এক অমূল্য সংযোজন। বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই জানেন, বিশালাকার ঠান্ডা রক্তবিশিষ্ট প্রাণীরা (যেমন সাপ) সাধারণত থাকে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে। টাইটানোবোয়া যেমন ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দক্ষিণ আমেরিকায়, তেমনি বাসুকির বাসস্থানও ছিল এক উষ্ণ, আর্দ্র ইওসিন যুগের ভারতীয় উপমহাদেশে।

এবং এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস। প্রায় ৪৭ মিলিয়ন বছর আগে, ভারতীয় উপমহাদেশ তখনও ইউরেশিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি জোড়া লাগেনি। এটি ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে আসছিল, আঘাত হানছিল টেকটোনিক প্লেটের সীমানায়। এই সময়কালেই গড়ে উঠছিল হিমালয়। ফলে এই অঞ্চল ছিল ভূমিকম্পপ্রবণ, জলবায়ু ছিল বিশাল বৈচিত্র্যময়— এবং সেই মিশ্র প্রাকৃতিক পরিবেশেই জন্ম দিয়েছিল বাসুকির মতো বৃহৎ প্রাণীর। তদুপরি, বাসুকি একটি বিলুপ্ত সরীসৃপগোত্রের (Madtsoiidae) অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রজাতির বিবর্তনের পথকে আরও স্পষ্ট করেছে। এতদিন এই গোত্রের পরিচিতি ছিল মূলত আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় সীমাবদ্ধ; বাসুকির মাধ্যমে প্রথমবার স্পষ্ট হল, ভারতেও তারা স্বমহিমায় বিরাজ করত। এই আবিষ্কার তাই শুধু অতীতের নয়, ভবিষ্যতের দিকেও তাকিয়ে— পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাণীর অভিযোজন ও বিলুপ্তির দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

পুরাণের প্রতিধ্বনি– বাসুকি নাগ থেকে বাসুকি ইন্ডিকাস

পৌরাণিক ভারতের মননে 'বাসুকি' শুধুই একটি সাপের নাম নয়— সে এক প্রতীকের প্রতিরূপ। বাসুকি নাগ হলেন নাগ জাতির রাজা, যিনি বিষ্ণুর নির্দেশে সমুদ্র মন্থনে অংশগ্রহণ করেন। বাসুকি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা শুধু পৌরাণিক নয়, এক বিপুল দর্শনের প্রকাশ।

(এরপর ১৯ পাতায়)

ভূগর্ভের গভীর থেকে অতীতের ডাক বাসুকি ইন্ডিকাসের কাহিনি

(১৮ পাতার পর)

দেবতারা অমৃতের সন্ধানে মন্থন করেন ক্ষীরসাগর, পর্বত মন্দারকে ব্যবহার করা হয় মন্থনদণ্ড হিসেবে, আর দড়ির কাজ করেন বাসুকি নিজে— নিজের দেহ দিয়ে। এই দেহ যখন ঘর্ষণে উত্তপ্ত হতে থাকে, তখন তার থেকে নির্গত হয় হলাহল বিষ— যা মহাশক্তিধর দেবতাদের পর্যন্ত স্তব্ধ করে দেয়। তখন সেই বিষ নিজের গলাতেই ধারণ করেন শিব, যিনি তখন হয়ে ওঠেন নীলকণ্ঠ। সহস্র বছরের এই মন্থনে অসুস্থ হয়ে পড়েন বাসুকিও। বাসুকি এখানে কেবল এক সাপ নয়, তিনি সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের প্রতীক। ভারতীয় পুরাণে নাগ কেবল ভয় বা বিষের প্রতীক নয়, তারা প্রকৃতির গূঢ় শক্তির বাহক। আর তাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তিনিই বাসুকি নাগ— একাধারে নাগরাজ, আবার দেবতা ও দানব উভয়ের মাঝে এক সন্ধিস্থ রূপ। আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ— বাসুকি ছিলেন ভগবান শিবের অন্যতম অলঙ্কার। মহাদেবের গলায় সর্বদা জড়িয়ে থাকা বাসুকি কেবল একটি নাগ নয়, বরং আত্মসংযম, তপস্যা ও শক্তির প্রতীক। এই পৌরাণিক সত্তা তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বহুকাল ধরে এক গূঢ় প্রতিচ্ছবি বহন করে চলেছে।

ভারতে বাসুকি নাগের পুজোর জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে প্রধান হল নাগ বাসুকি মন্দির, প্রয়াগরাজ (উত্তরপ্রদেশ)— এটি গঙ্গার তীরে দারাগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত এবং নাগপঞ্চমী ও কুম্ভমেলার সময় এখানে হাজারো ভক্ত সমাগম ঘটে। ভদ্রাহ্য বাসুকি নাগ মন্দির, জম্মু ও কাশ্মীর-এ বাসুকিকে স্থানীয় দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়, বিশেষত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বাসুকিনাথ মন্দির, দেওঘর (ঝাড়খণ্ড)-এ শিবের সঙ্গে বাসুকিকেও একত্রে পূজা করা হয়, যেখানে 'বাসুকিনাথ' শব্দটির অর্থই শিবের সঙ্গে বাসুকির একাত্মতা বোঝায়। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন বাসুকি সম্পর্কিত মন্দির হল নাগরাজ মন্দির, নাগারকোইল (তামিলনাড়ু), যেখানে বাসুকিকে 'নাগরাজা' রূপে পুজো করা হয় ও বিশেষ ভিজে মাটি (mannu) মন্দিরের পবিত্র প্রতীক হিসেবে মানা হয়। এছাড়া হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে ছোট ছোট বাসুকি নাগমন্দির ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে তাঁকে গ্রামরক্ষক দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়।

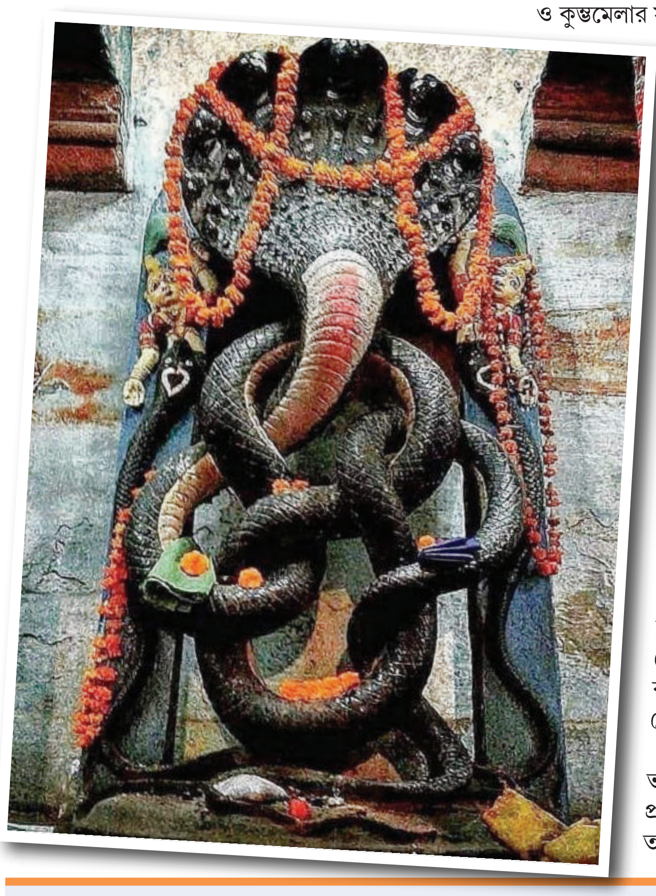

এই ব্যাকরণেই বিজ্ঞানীরা যখন ভারতের বুকে আবিষ্কার করেন এক প্রাগৈতিহাসিক দানবাকৃতি সরীসৃপ, তখন তার নাম রাখা হয় 'বাসুকি ইন্ডিকাস'— একটি নিছক বৈজ্ঞানিক নাম নয়, বরং এক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংহতির পরিচায়ক। যেমন পুরাণে বাসুকি ছিলেন যুগ পরিবর্তনের সহযোগী, তেমনি বাসুকি ইন্ডিকাসও আজ জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তরের বার্তাবাহক। আকারে, কীর্তিতে এবং ব্যাখ্যায়— এই ফসিল যেন নিজেই এক পৌরাণিক সত্তায় রূপ নিয়েছে। বিজ্ঞান এখানে কেবল খোঁজ পায় কঙ্কালের, আর সংস্কৃতি তাকে পরিধান করায় চিরন্তনের মুকুট।

পুরাতত্ত্ব থেকে জনমানসে

বাসুকি ইন্ডিকাস-এর আবিষ্কার ভারতকে শুধু এক নতুন জীবাশ্ম উপহার দেয়নি, বরং প্যালিয়নটোলজির গ্লোবাল মানচিত্রে ভারতের অবস্থানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এতদিন দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা কিংবা মঙ্গোলিয়াকেই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের জন্য হটস্পট হিসেবে ধরা হত। কিন্তু বাসুকির মতো আবিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে—ভারতীয় উপমহাদেশও একসময় ছিল বিশাল রেপটাইলদের রাজ্য। বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন— ভারতের মধ্যভাগ, পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জীবাশ্মস্থল আন্তর্জাতিক গবেষণার মূল কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

এই আবিষ্কারকে ঘিরে জাদুঘর ও এক্সিবিশন কেন্দ্রিক পরিকল্পনাও গড়ে উঠছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় জাদুঘর বাসুকির লাইফ সাইজ কঙ্কালের রেপ্লিকা তৈরি এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের আগ্রহও এই বিষয়ে দ্রুত বাড়ছে। পাশাপাশি, বাসুকির পৌরাণিক নাম, বিশাল আকার ও রহস্যময়তা তাকে এক সম্ভাব্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছে। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল, অ্যানিমেশন স্টুডিও, এমনকী তথ্যচিত্র নির্মাতারাও আগ্রহ প্রকাশ করছেন এই সরীসৃপকে নিয়ে নতুন কনটেন্ট তৈরিতে। 'মাইথোলজি মিটস ফসিল সায়েন্স' এই থিমে ভবিষ্যতের কোনও চলচ্চিত্র বা ডকুমেন্টারি বাসুকিকে বিশ্বমঞ্চে হাজির করতেই পারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল— এই আবিষ্কার ভারতের প্যালিয়নটোলজি গবেষণায় নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি এখন ফসিল সায়েন্স নিয়ে নতুন অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্পভিত্তিক গবেষণা চালুর কথা ভাবছে। বাসুকি ইন্ডিকাস, তাই কেবল ইতিহাস নয়, এক নতুন দিগন্তের দুয়ার।

মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা অতীতের রহস্য

ভারতের মাটির তলদেশে এখনও রয়েছে এমন অনেক রহস্য, যেগুলো আজও আমাদের অজানা। বাসুকি ইন্ডিকাসের আবিষ্কার প্রমাণ করে, আমাদের দেশে প্যালিওন্টোলজির সম্ভাবনা অপার। প্রাচীন সরীসৃপদের ভুবনে ডুব দেওয়ার মতো আরও অনেক অধরা ইতিহাস অপেক্ষা করছে খোঁজার জন্য। বিজ্ঞান যে আজকের আবিষ্কারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা নয়; বরং নতুন নতুন গবেষণায় প্রতিদিনই আমরা পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে লুকানো সত্যের মুখোমুখি হচ্ছি। আজকের কল্পকাহিনি কালকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হতে পারে— এটাই বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর চলার পথ। বাসুকির মতো আরও প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্মের সন্ধান আমাদের দেশের ইতিহাসের গহীনে আলো ছড়াবে। পাশাপাশি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান যখন একসাথে কাজ করে, তখন তারা শুধু অতীতকে সংরক্ষণ করে না, বরং আমাদের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করে তোলে।

তাই, মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা গোপন ইতিহাস আমাদের শুধু জানার নয়, তা আগ্রহের সঙ্গে অনুসন্ধানের আহ্বানও দেয়। বাসুকি ইন্ডিকাস সেই আহ্বানকে আরও শক্তিশালী করেছে— আগামী দিনে আরও অনেক বিস্ময়ের অপেক্ষা আমাদের।

মুখর বাদর দিনে...

বৃষ্টি এলেই মানুষের অসুবিধা

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত

■ বর্ষার রোম্যান্টিসিজিম ছোটবেলায় খুব একটা অনুভব করতে পারতাম না। আমি উত্তর কলকাতার সিঁথিতে মানুষ। সুতরাং বর্ষা মানেই দেখতাম জলমগ্ন পাড়া। বৃষ্টি হলেই বাবা মাকে বলতেন, চালে-ডালে বসিয়ে দাও। জলে ছপছপ করতে করতে আমার দাদা সন্ধেবেলায় দোকান যেত ডাল কিনতে। খিচুড়ি হত, বেগুন ভাজা হত। স্টকে ইলিশ মাছ থাকলে ইলিশ মাছ ভাজা হত। না হলে যে কোনও মাছ ভাজা। জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। খুব বেশি বৃষ্টি হলে আমার মনে হত, জল জমে গেলে গৃহহারাদের কী হবে, বস্তির বাসিন্দাদের কী হবে। এটা আমাকে খুব কষ্ট দিত। মনে পড়ছে, একবার কফিহাউসে বসে বসে বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছিলাম। ছন্দের কবিতা। শেষের স্তবকটা ছিল 'এলোমেলো বরষায়/ বস্তিটা ভেসে যায়/ কবি সুখে লিখে যায়/ কবিতা কবিতা।/ ছন্দ মানে না বাগ/ আবেগটা কেটে যায়,/ কাগজটা সাদা রাখি/ কবিতা কবিতা।'

ছোট থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু ছিল না। সারাক্ষণ মাথায় ঘুরত, বৃষ্টি এলেই মানুষের অসুবিধা হবে। বন্যা হবে। আদ্যাপীঠের মুরালভাইয়ের কাছে মানুষের সমস্যার কথা শুনতাম। ওঁরা ত্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

বড় বয়সে আমি বর্ষাকে ভালবেসেছি রবীন্দ্রনাথের গানের হাত ধরে। বর্ষাকে স্বচক্ষে দেখে যত না রোম্যান্টিক হতে পেরেছি, তার তুলনায় বেশি রোম্যান্টিক হয়েছি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে। উনি যেভাবে দেখিয়েছেন, আমি সেভাবে বর্ষাকে দেখেছি।

বর্ষার মধ্যে বহু জায়গায় অনুষ্ঠানে গেছি। একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। হাওড়ার সালকিয়ায় জটাধারী পার্কে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে প্রায় দশ হাজার শ্রোতা ছাতা মাথায় বসে রবীন্দ্রনাথের গান শুনছিলেন। গান এবং বর্ষার অসাধারণ এক সমন্বয় ঘটেছিল। আমার দেখা বর্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

গান গেয়েছিল বৃষ্টি

সৈকত মিত্র

■ বেশ কয়েক বছর আগের কথা। হাওড়া শরৎ সদনের চত্বরে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান ছিল। বেশ সুন্দর প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। খুব সম্ভবত 'হাওড়া সঙ্গীত মেলা', উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হাওড়ার মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। বেশ সুন্দর আয়োজন। কিন্তু, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের তাপপ্রবাহে দর্শকদের এবং শিল্পীদের হাঁসফাঁস অবস্থা।

আমি মঞ্চে উঠে গান শুরু করলাম। শ্রোতাদের অনুরোধ আসা শুরু হল। কেউ একজন বলে উঠলেন, ''এমন কোনও গান করুন যাতে একটু বৃষ্টি হয়, গরমে কষ্ট হচ্ছে।'' হাসতে হাসতে বললাম, ''বৃষ্টি নিয়ে আমি এই বছরেই একটা গান করেছি, গেয়ে শোনাচ্ছি।'' সঙ্গে সঙ্গে আমি 'ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিরে' গানটি গাইতে শুরু করলাম। ও মা, অবাক কাণ্ড! একটা ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল এবং গানের শেষের দিকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়া শুরু হল। আমি গান থামিয়ে দিয়েছিলাম। এখনও বেশকিছু শ্রোতা সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেন। মনে হয়, সেদিন আমি গাইনি। গান গেয়েছিল বৃষ্টি।

রবিবারের গল্প

প্রেম-বিরতি

■ সুরশ্রী ঘোষ সাহা ■

সারাদিন রূপের উষ্ণতা ছড়িয়ে আঁচল গুটিয়ে সূর্য একটু একটু করে বিকেলের দিকে এগোচ্ছে। কম করে দুশো বছরের পুরনো একটা বটগাছের নিচের বাঁধানো সিমেন্টের ধাপিতে বসে রয়েছে মৃণাল। মাঝেমধ্যে তার কোলে ও আশপাশে এসে পড়ছে পাকা বটফল। মাটিতে পড়লে থেঁতলে যাচ্ছে তৎক্ষণাৎ, ঠিক যেমন করে কোনও কারণ ছাড়াই থেঁতলে যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।

পেপার এন্ড সল্ট ঝাঁকড়া চুলগুলো বারবার কপালের উপর এসে পড়ছে মৃণালের। থেকে থেকেই সে হাত দিয়ে সরাচ্ছে। বহু ব্যবহৃত রুমালটা দিয়ে মুখ মুছছে বারবার। অন্যমনস্ক ভাবে পায়ের নিচে ঝরে থাকা কোনও বটফলকে আরও খানিক পিষে দিচ্ছে জুতো দিয়ে। মরে যাওয়া জোঁকের পেটের মতো মাটিতে রক্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে খানিক। বুড়ো বটগাছের ঝুরিগুলো আরও আরও ঝুঁকে নতুন করে মাটি ছোঁবার চেষ্টা করে চলেছে...

বামহাতে ধরে থাকা ছোট্ট কালো মুঠোফোনটায় সময় দেখে মৃণাল। কিছুকাল হল এই বস্তুটির আগমন ঘটেছে পৃথিবীতে। তাই হাতঘড়ি পরার অভ্যাসটা ছেড়ে গিয়েছে। তার উপর সময়টাই ভাল চলছিল না মৃণালের। কাঁটা কি কখনও সময়কে ভাল পথে বেঁধে রাখতে পারে? সে তো শুধু নিজের তালেই ঘোরে। আশপাশে মাঠগুলোয় বাচ্চারা খেলতে ঢুকছে লাল-নীল ইউনিফর্ম পরে। তাদের মায়েরা জটলা করে বসে গল্প করছে। একটা-দুটো করে বয়স্ক লোক হেলতে-দুলতে আসছে গঙ্গার ধারে বিকেলের হাওয়া খেতে। কিন্তু মৃণাল যার অপেক্ষায় সেখানে বসে আছে শুধু সেই মানুষটিরই দেখা নেই। আবারও রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে সে। ঘামের সঙ্গে রাগের গুঁড়ো এসে লাগে রুমালে। খানিক বিরক্তিও। মগজের ভিতরে সুচের মতো ফুটছে সময় অপচয়ের হিসাব। রক্ত না ঝরালেও ব্যথা-ব্যথা অনুভূত হয়। কিন্তু তাকে প্রাণপণ মনগলা বরফ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চায় সে। চকচকে বাসনের মতো নতুন করে তুলতে চায়। রাগ তো আগ। জ্বলন ধরালে কোনও কিছুই টিকিয়ে রাখে না। যেমন রাখেনি এককালে।

অন্যদিকে, একদলা ক্লান্তি কপালের ঘামের নকশায় এঁকে সুজাতা এগিয়ে আসে মৃণালের দিকে। ওরও হাতে রুমাল। তবে পরিষ্কার। ফুঁ দিয়ে ধাপির শুকনো পাতা উড়িয়ে কমলা-সবুজ রঙের আঁচলটা কোলের কাছে ধরে ধীরে-সুস্থে বসে সুজাতা।

—অনেকক্ষণ এসেছ?

—হ্যাঁ সময়মতোই এসেছি।

কথায় বিরক্তির ঝাঁজ মেখে যায় মৃণালের।

—আজ গরমটা খুব বেশি। এমন গরম পড়বে জানলে আজ কখনওই এখানে আসতে রাজি হতাম না।

সুজাতা ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে এগিয়ে ধরে মৃণালের দিকে।

—থাক, লাগবে না। তুমি খাও। মৃণাল পা দিয়ে একটা সদ্য পড়া বটফল পিষে ধরে। বেশ নতুন একটা খেলায় মত্ত যেন সে।

—তোমার একটুতেই রাগ-করা স্বভাবটা এখনও যায়নি দেখছি!

—অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম একটু বেশিক্ষণ সময় এখানে কাটাতে পারব। অথচ তুমি কত দেরি করে এলে বলো তো?

—কী করব! মায়ের শরীরটা আজ ভালও নেই। নেহাতই তোমাকে বলে ফেলেছি আসব। তাই দৌড়তে দৌড়তে আসা।

—কতকাল পরে বেরুলে এভাবে?

—কী জানি! হিসাব রাখি না আর।

—ভাল আছ তো?

—কেমন দেখছ?

—দেখে কি সবকিছু বোঝা যায়?

—বুঝতে চেয়েছ কোনওদিন?

—আজ কিন্তু ঝগড়া করতে নয়, ঝগড়া মেটাতে এসেছি।

—হঠাৎ এত পরিবর্তন হল তোমার? কীভাবে?

—কেন তুমি ঝগড়া মেটাতে চাও না?

—মিটিয়ে কী হবে? আবার দু'দিন পর তো...

হঠাৎ মৃণাল কথার মাঝেই

সুজাতার হাতটা চেপে ধরে— তুমি আমার ছিলে, আমার আছো, আর আমারই থাকবে— সুজাতা। এটাই আমার শুরুর ও শেষের কথা। তুমি আজও শুধু আমাকেই ভালবাসো তো, সুজাতা? কী গো, বাসো তো? বাসো বলেই আজ এভাবে এখানে ডাকতে এসেছ তো? কী গো, বলো? উত্তর দাও...

মাটিতে রক্তের মতো ছড়িয়ে থাকা লালচে-বেগুনি দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সুজাতা। বিড়বিড় করে বলে, একবার দাগ তৈরি হয়ে গেলে আর কি মোছা যায়? অতই কি সহজ মুছে ফেলা? তুমিও কি পারলে? তখন তো কত কথা বলেছিলে। আমাকে ছাড়া দিব্যি বাঁচতে পারবে। কই, পারছ বলে তো দেখছি না। ঠিক আমাকে খুঁজে বার করে ফেললে!

—পারছি না তো। পারছি না বলেই তো ছুটে এসেছি।

—কিন্তু এভাবে এখানে আর কতক্ষণ বসবে?

কথাটা বলে এদিক-ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখে সুজাতা।

—অনন্তকাল। অনন্তকাল ধরে বসে থাকব। তুমিও চাও না?

—তাহলে তো আমাদেরও ঝুরি নামবে।

—হ্যাঁ, নামবে তো। তারপর সেই ঝুরি মাটিতে প্রবেশ করবে আবার।

—বাচ্চা তো নও। অথচ, আচরণগুলো তোমার বাচ্চাদের থেকে আলাদা কিছু নয়। আমি বলে তাই সহ্য করেছি।

—সহ্য করলে কই? একবার রাগ করে খারাপ কথা বলায় চলে গেলে আমাকে ছেড়ে!

—একবার নয়। অনেকবার। তোমার স্মৃতিশক্তি কি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে? নাকি ভান করছ?

—মানুষ যাকে ভালবাসে তাকেই তো খারাপ কথা বলে! যেমন মাকে। মাকেই তো খারাপ কথা বলা যায় সবচেয়ে বেশি। কারণ সে মা-ই তো। তোমাকেও তেমনটাই আপন ভেবেছিলাম। ভালবাসার অধিকারে ধরে নিয়েছিলাম তুমি আমায় বুঝবে! অথচ তুমি বুঝলে না। চলে গেলে।

—ও আমি যেতে চাইলাম! তুমি চলে যেতে বলোনি! তাহলে আটকালে না কেন?

—খুব রাগ চড়ে গেছিল মাথায়।

—বললাম না, তোমার রাগ আজও কমেনি। এতদিন পর দেখেও বুঝেছি। এতগুলো মৃত বটফল দেখেও বুঝছি।

মৃণালের মুঠো থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করতে চায় সুজাতা— ছাড়ো। কেউ দেখে ফেলবে।

—দেখুক।

দু'জনেই চুপ হয়ে থাকে ওরা। যেন বটবৃক্ষের নিচে ধ্যানে মগ্ন যুগল। আড়ালে একটু একটু করে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে দু'জনের হৃদয়ের কোটরে। একসময় কতদিন একসঙ্গে এক ছাদের তলায় স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে থেকেছে ওরা। ডাল-ভাত-চচ্চড়ির মতো মিলেমিশে গেছে নিত্যদিনের ওঠাবসা। ভালবেসে কাছাকাছি এসেছে। আবার কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি করে দূরে ঠেলে দিয়েছে একে-অপরকে। তারপর দুম করে একদিন দু'জনেই সরে গিয়েছে দু'জনার থেকে।

—কি গো বললে না, আজও ভালবাসো তো আমায়?

—বাসি। যদি আবার সম্পর্কটা জোড়া লাগে সেই আশাতেই অসুস্থ মাকে ছেড়ে এলাম এখানে একবার ডাকতেই। ছেলেটা যে তুমি খারাপ নয়। ছিলে না কোনওদিনও। নেশাভাঙ করো না। বাড়ির বাইরে আড্ডা, অন্য মেয়েদের প্রতি ঝোঁক— কিছুই ছিল না তোমার। শুধু চণ্ডালের মতো রাগই তোমাকে শেষ করে দিল।

—একা থেকে কী দেখলে?

—আমাদের মতো মানুষের পক্ষে একা থাকাটা খুব কষ্টের। প্রতিদিন হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। মায়ের পেনশনের টাকাটাও বন্ধ হয়ে গেলে কীভাবে চলবে সেই দুশ্চিন্তায় ভুগেছি। এই বয়সে পৌঁছে আবার নতুন করে প্রেম, বিয়ে, কী চাকরি— কিছুই যে হওয়ার নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে যে বড্ড ভালবাসি। দূরে সরে এসে সেটা টের পেয়েছি সবথেকে বেশি।

—তাহলে রাগ যে তোমারও কিছু কম নয়, সুজাতা, নিজেও সেটা বোঝো তো? সম্পর্কের তার ছিঁড়ে যাওয়ার দোষ শুধু যে আমার একার নয়, মানো নিশ্চয়ই? মানুষ পাশে থাকলে তার মূল্য টের পাওয়া যায় না। তুমি দূরে যেতেই আমিও নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি। আমার জীবনে তোমার গুরুত্ব অনুভব করেছি। কিন্তু ততদিনে তুমি মাকে নিয়ে বহুদূরে চলে গেছ। যোগাযোগ করার সব পথও বন্ধ করে দিয়েছিলে। কী ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি ভাবিনি আবার কখনও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারব। আজ যে আমার কত বড় আনন্দের দিন...

—হয়তো আমাদের মধ্যে এটারই দরকার ছিল। সবকিছুর মাঝেই আসলে বিরতির প্রয়োজন আছে। আমাদের সম্পর্কের মধ্যেকার দীর্ঘ বিরতিও নিশ্চয়ই... এই নাও ধরো, বলে ব্যাগ থেকে একরাশ না-পাঠানো চিঠি তুলে ধরল সুজাতা মৃণালের দিকে।

—পাঠাওনি কেন এগুলো? এত ভালবাসো! তাও এমনটা করতে পারলে?

পকেট থেকে একটা ছোট নতুন মুঠোফোন বের করে মৃণালও ভরে দিল সুজাতার মুঠোয়।

—এটা ধরো। এবার থেকে আমাদের রোজ কথা হবে। মাকে গিয়ে আজই খুশির খবরটা দিও, তুমি তোমার নিজের সংসারে আবার ফিরে আসবে।

—ভেবে দেখেছ? দুনিয়ার বহু বহু সংসারের মতো আমাদের সংসারটাও ভাঙতে বসেছিল! দাগ প্রায় লেগে গেছিল বলতে গেলে...

একটা বটফল মৃণালের সাদা জামার বুকের উপর পড়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায় মাটির দিকে।

মৃণাল তাকায়। আঙুল বোলায় দাগটায়। এক অদ্ভুত স্বরে বলে, কুছ দাগ আচ্ছে হোতে হ্যায়।

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com